

প্রাচীন ~~ঐতিহ্য~~

দণ্ডনীতি ও বিচার পদ্ধতি

কলিকাতা

গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের

প্রধান ধর্মশাস্ত্রাধ্যাপক

শ্রীযুক্ত শিতিকঠ বাচস্পতি

কর্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত

১৩৩৩

মূল্য ২।৬

প্রিন্টার

শ্রীগণেশচন্দ্র সরকার

বেঙ্গল প্রিন্টার্স লিমিটেড

১৩ নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতে হিন্দুজাতির ক্ষৌর্যদারী আইন ও বিচার পদ্ধতি
কিরূপ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সংক্ষেপে তাহা দেখাইবার জন্য এই
পুস্তক লিখিত হইয়াছে। রাজ্য ও সমাজ শৃঙ্খলার অনুরোধে রাজদণ্ড ও
প্রায়শ্চিত্তরূপ সামাজিকদণ্ড এই উভয়বিধ দণ্ডই যে অপরাধীকে গ্রহণ
করিতে হইত ইহা এই পুস্তকের প্রথম প্রতিপাদ্য, প্রাচীনভারতীয়
দণ্ডবিধি সৰ্ব্ব অমার্জিত ও কুরুচিসম্পন্ন, ইহা বর্তমান সভ্যতার ধারণা।
দণ্ডবিধির কঠোরতা পর্যালোচনা করিলে এই ধারণা যে, একেবারে
অমূলক আমি তাহা বলিতে চাহি না, তবে স্বল্পরূপে আলোচনা করিলে
ভারতীয় ঐক্য অপরাধাধিকার রাজদণ্ডবিধির সহিত পাপের ও জঘাতীয়
কলাকলের একটা যে সামঞ্জস্য অনুভূত হয় তাহা স্বীকৃতির অতঃপর
এবং হিন্দুশাস্ত্রে কঠোর শাস্তির পরিবর্তে অর্ধদণ্ডেরও যে বিধান ছিল,
তাহাও প্রমাণ দ্বারা এই পুস্তকে সমর্থন করা হইয়াছে।

এই কঠোর দণ্ডের বিধান কেবল যে ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রেই ছিল তাহা
নয়, ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জানা যায় মুসলমান রাজত্ব কালে
এবং ইউরোপেরও নানাস্থানে ঐক্য কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।
মুসলমান রাজত্ব কালে শৃংগ আরোপণ, লিখিত পুস্তকের পর্যালোচনা
বা বিশ্বাসার্হক মুসলমানের ধর্মহানিতে গোপনিক্রমে বা, ভরানক
ভাকাইতি বা রাহাদানী ও নরহত্যায় শরীর দ্বিধা বিতস্ত কল্যাণ সাধারণ
স্থানে বা বৃক্ষোপরি লম্বান করা প্রভৃতি অতীব কষ্টকর দণ্ডবিধির
পরিচয় ইতিহাসে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে গাঁটুকাটা
মোকান হইতে পাঁচশিলিং মূল্যের দ্রব্য অপহরণ, পত্র চুরি, বলপূর্বক
কাহারও গৃহে প্রবেশ বা অশ্রম মেসাদির অপহরণ প্রভৃতি অপরাধেও

প্রাণদণ্ডের বিধান পাওয়া যায়, এমন কি, জীবজাতির প্রতিও কোমল শাস্তি ছিল না, স্বামী কিম্বা প্রভুবধ বা মূদ্রা প্রস্তুত করা প্রভৃতি অপরাধে তাহাদিগকেও অগ্নি মধ্যে প্রক্ষেপ করা শাস্তি ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল; ইহা ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায়। স্থূল কথা এই, যে সমাজে যখন যে অসামান্য গুরুতর বলিষ্ঠ সংস্কার থাকে সে সমাজে তাহার দমন ও নিবারণ জন্য প্রারম্ভিক বা দণ্ডও সেই পরিমাণে গুরুতর হওয়া স্বাভাবিক।

এই পুস্তকে যে যে বিষয় যে যে পক্ষে আরম্ভ করা হইয়াছে সূচিপত্রের তাহার তালিকা দেওয়া হইল। এই পুস্তক প্রণয়নে আমি কোন আধুনিক পুস্তক হইতে কোন অংশ উদ্ধার করিনাই। মূল সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনায় যাহা পাইয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আবশ্যক বিবেচনায় ও সাধারণের হিত কানের প্রবিচার জন্য মূল বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ সম্বল নিন্দে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি। যে যে পুস্তক অবলম্বনে ও সাহায্যে এই পুস্তক লিপিত হইয়াছে তাহারও তালিকা উদ্ধার করিলাম।

মহাসংহিতা, কুল্লুকভট্টের টীকা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, মিতাক্ষরা, বিষ্ণু সংহিতা, উনবিংশতিসংহিতা, নারদস্মৃতি, ভীষ্মবাহনকৃতদায়ভাগ, ত্রীকণ্ডতর্কনন্দারকৃতদায়ভাগ টীকা, প্রারম্ভিকভাবক, প্রারম্ভিকতত্ত্ব, নবম্পুরাণ, গৌতমধর্মসূত্র, ভাষ্যপুরাণ, চণ্ডীকৃতবিবাদরত্নাকর, কোটিল্যঅর্থশাস্ত্র, গুরুনীতিসার, আপস্তম্বধর্মসূত্র, ভগবদ্গীতা, শুদ্ধিতত্ত্ব, হিণ্ডুয়ান্‌পিনাথকোড্, ব্যবহারতত্ত্ব, দিব্যতত্ত্ব, দায়তত্ত্ব, দায়ভাগপ্রবোধিনী।

বলাবাহুল্য, এই গ্রন্থ সর্বোৎকৃষ্ট কার্য্যে হইলে পুস্তকের কলেবর আরও অনেক বর্দ্ধিত হয়, এবং তাহা সুদীর্ঘ সময়সাধ্য। এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট স্থলে দণ্ডপরিমাণের একটা স্থূলতালিকা দেওয়া হইল, তবে ঐ দণ্ডপরিমাণ নিগদর্শনের জন্য প্রাথমিক মাত্র, স্থানে স্থানে তাহাতেও শ্রুতিগণের মতভেদ ও প্রতিপ্রসব পরিলাক্ষ্য হয়।

দণ্ডপ্রয়োগে যে সকল সাধারণ নীতি এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেও দুই একস্থানে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

দণ্ডবিধি সম্বন্ধে এরূপ কোন নিবন্ধ গ্রন্থ দেখা যায়না যাহাতে শ্ববিগণের তাৎ মতবাদ সকল সুমীমাংসিত হইয়া সিদ্ধান্তিত আছে।

বিবাদপদ সমূহের আলোচনার জন্য যার, মনু অষ্টাদশবিধ বিবাদ পদ পরিভাষা দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন, এবং বিবাদপদ অষ্টাদশ সংখ্যার অতিরিক্তও যে আছে তাহাও চন অধ্যায়ের ১ম শ্লোকদ্বারা সূচনা করিয়া গিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য, বিবাদপদ সকল অষ্টাদশ সংখ্যায় বদ্ধ করেন নাই, কিন্তু অষ্টাদশ অপেক্ষা অতিরিক্তও ধরিয়াছেন, নারদও অষ্টাদশ গণনার বিবাদপদ সকল বদ্ধ করেন নাই, কিন্তু গণনা করিলে প্রকৌণ বিবাদপদ পর্যন্ত গ্রহণে অষ্টাদশ সংখ্যা পূরণ করিতে পারা যায়। তিনি প্রকরণ হিসাবে ৫টি প্রকরণের ভিতরে ৮টি বিবাদপদ উল্লেখ করিয়াছেন এবং বাক্পাক্ষ্য, দণ্ডপাক্ষ্য, দ্যুত ও সমাহ্বয় এই চারিটি বিবাদপদই এক প্রকরণে ধরিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদমতে প্রকৌণ একটি স্বতন্ত্র বিবাদপদ, মনু অষ্টাদশ গণনার বাক্পাক্ষ্য ও দণ্ডপাক্ষ্য একেরই অন্তর্গত করিয়াছেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য উহা ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে উল্লেখ করিয়াছেন। “অভ্যুপেত্য অশুশ্রবা” নামক বিবাদপদ মনু ধরেন নাই, কিন্তু নারদ ও যাজ্ঞবল্ক্য ধরিয়াছেন, আবার “জীং ধম্ম” নামক বিবাদপদ মনু ও নারদ ধরিয়াছেন কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ধরেন নাই। “দ্যুত ও সমাহ্বয়” নামক বিবাদপদ মনু ভিন্ন ভিন্ন রূপে গ্রহণ করিয়া অষ্টাদশ সংখ্যা পূরণ করিয়াছেন, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ঐ উভয় বিবাদপদ ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপে অষ্টাদশসংখ্যা ও অষ্টাদশ সংখ্যার বিষয়ীভূত বিবাদপদ সকল অনিয়ত হওয়ার আমি এই পুস্তকে অষ্টাদশবিধ বিবাদপদ গণনার “অভ্যুপেত্য অশুশ্রবা” ও “দায়ভাগ” অনাবশ্যক বোধে উল্লেখ করি নাই, এবং আবশ্যক বোধে প্রকৌণ বিবাদপদ অষ্টাদশ অপেক্ষা অতিরিক্ত হইলেও সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিয়াছি।

অনেকস্থলে বর্তমান ইংরাজী আইনের সহিত তুলনা করিয়াও লিখিয়াছি। বিষয় অতি ছত্রহ ও সময়সাধ্য সুতরাং পুস্তকের প্রসিদ্ধি বিষয়ে কতদূর কৃতকাৰ্য্য হইয়াছি তাহা পাঠকগণের বিবেচনাবীন। অলমতি বিস্তরেন। সন ১৩৩৩ সাল ২৪শে চৈত্র।

ত্রীশিতিকঠ শঙ্ক্য

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	১
অপরাধ ও পাতক	৪
পাতক	১৭
দণ্ডবিভাগ ও দণ্ডশকার্থ	২৬
অর্থদণ্ড প্রয়োগ	২৭
অষ্টাদশ বিবাদপদ	৩২
হত্যাঅপরাধ	৪১
ঘাতক কাহাকে বলে	৫৬
আশু মৃতক পরীক্ষা	৪৯
শ্বেদ বা চৌর্য্য অপরাধ	৫২
বাক্পাক্ষ্য অপরাধ	৬৭
দণ্ডপাক্ষ্য অপরাধ	৭০
দ্যুত ও সমাহরণ বিবাদপদ	৭৫
অস্বামি প্রকরণ	৭৬
সাইন অপরাধ	৭৮
স্ত্রী সংগ্রহ অপরাধ	৮৮
প্রথম ও মধ্যম সংগ্রহ অপরাধে দণ্ড	৮২
উত্তম সংগ্রহ অপরাধ	৮৬
কত্বাদ্বষণ	৮৯
অযোনিসংযোগ	৯০

বিষয়	পৃষ্ঠা
অভিগমে রমণীর দণ্ড ব্যবস্থা	৯১
সম্বিদ ব্যতিক্রম অপরাধ	৯৪
প্রকীর্তি বিবাদদণ্ড	৯৮
দণ্ডবিধি প্রয়োগে কতিপয় সাধারণ নীতি	১০০
১। অপরাধে মতলব বা অভিসন্ধি	১০০
২। অপরাধ স্বরূপের জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক অপরাধ করিলেই দণ্ডাই হইত	১০৩
৩। রাজদণ্ডাই অপরাধ আপোষ বা মিটামিট হইত না	১০৪
৪। প্রাণ সম্পত্তি ও ভাষ্য রক্ষার্থে শত্রু বধাধিকার	১০৪
৫। ব্রাহ্মণের শরীর দণ্ড ছিল না	১০৭
৬। আত্মলোম্য ও প্রাতিলোম্য ভেদে প্রায় সর্বত্র অপরাধে বথাক্রমে ন্যূন ও অধিক রাজদণ্ডের বিধান ছিল	১০৯
৭। অপরাধ সাধিত না হইলেও অপরাধের উত্তমে দণ্ড ছিল	১১১
৮। সন্দেহে দণ্ড প্রয়োগ হইত না রাজ্যে দণ্ড গ্রহণ করিতেন	১১২ ১১৩
৯। পশুব্রহ্মাদ মনুষ্যস্বামিক না হইলেও তাহাদের হিংসার দণ্ডবিধান ছিল	১১৪
১০। তিনজন বা তদধিক ব্যক্তি বড়সন্ত্র পূর্বক বা পরস্পর মিলিত হইয়া অপরাধ করিলে অধিকদণ্ডের বিধান ছিল	১১৬
১১। বারে বারে অপরাধ করিলে অগরাধীর প্রতি উত্তরোত্তর অধিক দণ্ড প্রয়োগ হইত	১১৭
১২। অপরাধীর সাহায্যকারীও দণ্ডিত হইত	১১৭
১৩। শারীরদণ্ডের প্রয়োগ সাধারণতঃ প্রকাশ্য স্থানে হইত	১২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫। প্রাণান্তিক বধদণ্ড স্থলে গভিণী রমনীর প্রতি প্রসবের পর বধদণ্ড প্রযুক্ত হইত	১২১
১৬। অপরাধ স্বীকারে অপরাধীর প্রতি বিহিত দণ্ডাপেক্ষা নানদণ্ডের বিধান ছিল	১২১
১৭। শিষ্য পুত্র জার্ব্যা ও দাস কর্তৃক যথাক্রমে গুরু পিতা স্বামী ও প্রভুর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিবাদ সাধারণতঃ অর্থাৎ সামান্ত অপরাধ স্থলে আদালতে গ্রাহ্য হইত না	১২২
১৮। অর্থদণ্ড ও বধদণ্ড রাজার আদর্শ ছিল	১২৪
১৯। তত্ত্ব ও প্রসঙ্গ	১২৪
২০। যাবজ্জীবন ব্রত বা কাণাবাস	১২৬
২১। বধদণ্ডেরও ঐশাশ্য ছিল	১২৬
২২। ফৌজদারী মোকদ্দমা তামাদি ছিল না	১২৭
বিচার পদ্ধতি	১২৯
উত্তর	১৪৬
প্রতিভূ	১৪০
প্রমাণ	
সাক্ষী প্রমাণ	
ভোগ প্রমাণ	
লেখ্য প্রমাণ	১৬৫
দিব্য প্রমাণ	১৬৮
আপিণ	১৭৮
শাস্তাঙ্কন্যারে। গীত বিচারের পুনরুত্থাপন ছিল না	১৮১
নিগূহপাদ	
পারিণতি	১৮৩

[The Principles governing the administration of Criminal Law in Ancient India and the procedure adopted in the administration thereof.]

“প্রাচীন ভারতে দণ্ডনীতি

৩
বিচার পদ্ধতি।”

(মুখবন্ধ)

Law—ইংরাজি “ল” শব্দ আমরা আধুনিক প্রচলিত বঙ্গভাষায় “আইন” শব্দদ্বারা অনুবাদ করিয়া থাকি। পরন্তু ভারতীয় প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে ইংরাজি “ল” শব্দের প্রতিপাত্ত অর্থবোধক যথার্থ প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। ধর্মশাস্ত্রের “বিধি” শব্দ, সামান্যতঃ “ল” শব্দের অর্থবোধকরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। ইংরাজিতে “ল” এর প্রাধান্য রাজাদেশ বা প্রজাসভার অনুমোদন দ্বারা, ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রোক্ত বিধির প্রামাণ্য অপৌকষের বেদদ্বারা, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ বিধির বক্তা বা সঙ্কলয়িতা। বর্তমান সময়ে ইংরাজি “ল” এর সহিত ধর্ম (Religion) নীতি (Ethics বা Morality) বা পাতকের (Sin) সহিত কোন সংশ্লিষ্ট বা সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের বিধিসকল কেবল মাত্র লৌকিক ব্যবহারিক বিষয়ে পর্য্যবসিত নহে। সমুদয় বিধিই ধর্মমূল, বিশেষতঃ বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইহা ধর্ম নীতি ও পাতকের সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। জগতের প্রাচীন সভ্যজাতির

মধ্যে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, বরং অনেক স্থলেই দেখা যায়। অতএব ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ইংরাজি “ল” শব্দ সংস্কৃত বিধি শব্দের ব্যাপ্য এবং বিধিশব্দ “ল” এর ব্যাপক। এইরূপে “ল” ও বিধিশব্দের অর্থগত বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত থাকিলেও ব্যাপক বিধার বিধিশব্দকে আইন অর্থেও প্রয়োগ করা যায় বলিয়া আইনের অনুবাদে শাস্ত্রকারগণও বিধি শব্দই প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। (১)

Crime—মুখ্যাকৃত অধিকাংশ অবৈধ বা অন্তায় কার্য্য মাত্রেই তিনটি স্বভাব দেখা যায়—(১ম) রাজ্য বা সমাজে শৃঙ্খলাবিধিভঙ্গ এবং তাহার ফলে সমাজ বিশৃঙ্খল বা লোকযাত্রানিরোধ ও সাধারণের অমঙ্গল, (২তীয়) ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি। (৩তম) পাতক বা পাপ। ইংরাজিতে এবং অধিকাংশ সভ্যজাতির মধ্যে বর্তমানকালে (Crime) অর্থে অন্তায় বা অবৈধ কার্য্যের (কার্য্য অর্থে এখানে অকর্তব্য সাধন ও কর্তব্যাক্রটি দুইই বুঝিতে হইবে) যে তিনটি স্বরূপ উক্ত হইয়াছে তাহার প্রথম স্বরূপটিই গৃহীত হয় এবং অন্তায় কর্তার রাজদণ্ড ভোগ করিত হয়। যে অবৈধকার্য্য রাজশৃঙ্খলা বা শান্তিবিরোধী এবং বাহ্য সমাজের অন্তঃজনক এবং বাহার জন্ত রাজদণ্ডের বিধান আছে তাহাই ইংরাজিতে (Crime) বলে। অবৈধকার্য্যজনিত ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতি বা অবৈধকর্তার পাতকের প্রতিবিধান বর্তমানকালে (Criminal Law) বা ফৌজদারী আইনের অন্তর্ভুক্ত নহে। অবৈধকার্য্যজনিত ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতিপূরণ বর্তমানকালে দেওয়ানি আইনের বিষয়ীভূত। কিন্তু অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে, আদিমকালে অবৈধকার্য্য মাত্রই ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে

অপরাধ স্বরূপে গণ্য হইত অর্থাৎ অবৈধকার্যের উক্ত তিনটি স্বরূপের দ্বিতীয় স্বরূপই গৃহীত হইত, এবং তাহার ফলে অপরাধী ব্যক্তি অপরাধজনিত ব্যক্তিবিশেষের অর্থাৎ দ্বারা ক্ষতি পূরণ করিলেই অব্যাহতি পাইত। এমন কি ইউরোপে ব্যবহার নীতির প্রবর্তক ব্যবহার কুশল রোমানজাতির মধ্যেও দেখা যায় যে, চৌর্য ও সাহসাদি স্থলেও অপরাধী, ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণ করিয়াই নিষ্কৃতি পাইত। অবৈধ কার্য, উপরিউক্ত প্রথম স্বরূপে গণ্য না হওয়ায় অর্থাৎ অপরাধীর অপরাধ, সমাজের বিরুদ্ধে গৃহীত না হওয়ায় অপরাধীর প্রতি রাজদণ্ডের কোন বিধান ছিল না। মুসলমানদিগের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেও দেখা যায় যে, শারীর অপরাধের প্রতিবিধান, প্রতিহিংসা বা ক্ষতিপূরণ দ্বারা, এবং সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরাধের প্রতিবিধান, অবস্থানুসারে চোরিতদ্রব্যের প্রত্যর্পণ বা নষ্টদ্রব্যের মূল্য প্রদানাদি দ্বারা অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ দ্বারা করা হইত। মুসলমান দণ্ডনীতিতে এমন কি হত্যাহতলেও দেখা যায় হত্যাকারীর নিকট হইতে রক্তের মূল্য গ্রহণ পূর্বক হতব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের ক্ষমা করিবার অধিকার ছিল এবং উক্তরূপে ক্ষমা করিলে হত্যাকারী নিষ্কৃতি পাইত। প্রাচীন জার্মান (German) দণ্ডনীতিতেও ঐরূপ নীতি দেখা যায়। বঙ্গদেশে উক্ত মুসলমান দণ্ডনীতি খৃষ্টাব্দ ১৭৯০ পর্য্যন্ত প্রবর্তিত ছিল দেখা যায়, এবং ঐ বৎসরে ঐ রূপে হত্যাকারীকে ক্ষমা করিবার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রশক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজা যখন সমাজ শৃঙ্খলাবিধান ও শাস্তিস্থাপন ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিতে লাগিলেন তদবধি অপরাধ মাত্রই প্রজা মণ্ডলীর অশুভজনক বিবেচিত হইয়া ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে গৃহীত না হইয়া সমাজের বিরুদ্ধে গণ্য হইতে লাগিল।

ভারতীয় দণ্ডনীতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে অতি প্রাচীন

ফাল হইতে অবৈধকার্য্যকারীকে সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধী হিসাবে রাজদণ্ডগ্রহণ ব্যক্তিষিষেবের বিরুদ্ধে অপরাধী হিসাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান, এবং পাতকী হিসাবে অনুতাপ পূর্বক ব্রতনিয়ম উপবাসাদি দ্বারা চরিত্র গঠন উদ্দেশে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হইত। ভবিষ্যতে এ সকল বিষয় বিস্তীর্ণ ভাবে উল্লিখিত হইবে। যে সকল অবৈধকার্য্যে রাজদণ্ড হয় তাহা অপরাধ নামে এবং তাহাতেই প্রায়শ্চিত্তের বিধান থাকায় তাহা কিষ্কিণ বা পাপ নামে ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিহিত হয়, তবে সমস্ত অপরাধই পাতক পর্য্যায় ভুক্ত ছিল, কিন্তু সমস্ত পাপ (রাজদণ্ডার্থ) অপরাধ পর্য্যায়ভুক্ত ছিল না ইহা প্রতীয়মান হয়। কেন না সমস্ত অপরাধেই রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গের প্রমাণ পাওয়া যায় পরন্তু অনেক বিধি ভঙ্গে প্রায়শ্চিত্ত বিধান পাওয়া যায় পরন্তু রাজদণ্ডের বিধান দেখা যায় না, যেমন সন্ধাত্তান বিধির সন্ধুৎভঙ্গেও প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে কিন্তু তাহাতে রাজদণ্ড নাই, ঐ রূপ বিধিভঙ্গে রাজদণ্ড ব্যবস্থা করিতে হইলে রাজ্যশাসন অসম্ভব হইয়া উঠে।

অপরাধ ও পাতক

উল্লিখিত প্রবন্ধ দ্বারা ইহা স্বীকৃত হইল যে, ইংরাজি মতে বর্ত্তমান সময়ে অপরাধ ও পাপ বিভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত, অর্থাৎ তন্মতে অপরাধের শাস্তির দণ্ডবিধি আছে উহার সহিত পাপের শাস্তির কোন বিধান নাই প্রাচীন ভারতের হিন্দুজাতির শাস্ত্রীয় দণ্ডবিধির সহিত এই স্থানেই বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, কারণ হিন্দু দণ্ডবিধিতে অপরাধ ও পাপ একই পর্য্যায় ভুক্তরূপে পরিগৃহীত। সুতরাং যে কোন অপরাধে অপরাধীকে ধর্ম্মাধিকরণে রাজদণ্ড ও বিদ্বৎসভার আদেশে প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিতে হইত আমরা সেই দ্বিবিধ দণ্ডকেই ভারতীয়

দণ্ডবিধির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। তবে যে সমস্ত অপরাধ ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইত না সে স্থলে কেবল প্রায়শ্চিত্তই দণ্ডবিধির স্থানীয় হইত। পক্ষান্তরে সেই সকল অপরাধই ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইলে রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তরূপ সামাজিক দণ্ড উভয়বিধই অপরাধীকে গ্রহণ করিতে হইত। এই নীতির অনুসরণ পূর্বক শূলপাণির প্রায়শ্চিত্ত/বিবেক গ্রন্থে সুবর্ণশ্লোকপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে বিষয়রূপ (যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকার) বলিয়াছেন, “দমনার্থং দণ্ডঃ প্রায়শ্চিত্তস্ত পাপক্ষমার্থং” অর্থাৎ দমনের জন্য অপরাধীর দণ্ড ও পাপক্ষমার্থ প্রায়শ্চিত্ত অপরাধীর প্রতি উভয়ই প্রযোজ্য। নারদ স্মৃতির ‘দ্বীপুংসযোগ’ নামক বিবাদপদস্থলে অগম্যাগমন বিষয়ে উক্ত আছে, রাজা অগম্যাগম্যের প্রতি দণ্ড বিধান করিবেন এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহার পাপের বিশোধন হইবে। (১) ব্রহ্মহত্যা সুরাপানাদ মহাপরাধে তপ্তলৌহ শলাকা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া রাতি ছিল কিন্তু দণ্ড গ্রহণের পর প্রায়শ্চিত্ত করিতে স্বাকার করিলে তাহার পক্ষে চিহ্নকরণ ব্যতীত অন্য রাজদণ্ড মাত্র গ্রহণ করা বিধি ছিল ইহা দ্বারাও প্রতীতি হয় অপরাধীর প্রতি রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই প্রযুক্ত হইত। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর ও স্তেয়প্রকরণে ইহা উক্ত করিয়াছেন তিন মিতাক্ষরায় বলিয়াছেন দণ্ড গ্রহণের উত্তরকালে প্রায়শ্চিত্ত করতে ইচ্ছুক না হইলে তাহাকেই চাহিত করিয়া দিবে। (২)

কেহ কেহ বলেন উক্ত মত সর্ববাদী সম্মত বলা যায় না তাঁহাদের মতে অপরাধী, রাজদণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত ইহার যে কোন একটি গ্রহণ

(১) অগম্যাগম্যস্তান্ত দণ্ডো রাজা প্রচোদিতঃ।

প্রায়শ্চিত্তবিধানস্ত পাপানামোদ্যাদিশোধনং ॥

নারদ স্মৃতি, দ্বীপুংসযোগ প্রকরণ ৭৭ শ্লোক।

(২) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ২৭০, স্তেয় প্রকরণ, মিতাক্ষরা।

করিলেই নিষ্কৃতি পাইতে পারে। কেননা মনুই বলিয়াছেন মাছুষ পাপ করিয়া রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইলেই নিষ্পাপ হইত, বিমুখশ্রোতর প্রমাণেও পাওয়া যায় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপের অপনোদন হয়, যাহারা প্রায়শ্চিত্ত করে না তাহাদের পক্ষেই রাজদণ্ড দ্বারা পাপক্ষয় হয়, যাহারা প্রায়শ্চিত্ত বিহীন এবং রাজদণ্ডবিহীন তাহারা ই নরকভোগী হয়। (৩) এ মতে প্রায়শ্চিত্ত ও রাজদণ্ড ইহার যে কোন একটা গ্রহণেই অপরাধী নিষ্কৃতি পাইতে পারে ইহা এক সম্প্রদায়ের মত। শাস্ত্রে অপর মতও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, অপরাধী রাজাকর্তৃক ধৃত হইয়া আনীত হইলে তাহার প্রতি রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই প্রযোজ্য, এবং অনুতপ্ত হইয়া স্বয়ং উপস্থিত হইলে তাহার প্রতি রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে যে কোন একটা প্রযোজ্য। (৪) এ মতে, অপরাধী রাজা কর্তৃক ধৃত হইয়া বা স্বাভাবিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাদী কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়া রাজার ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইলে তাহার প্রতি উভয়বিধ দণ্ডই প্রযোজ্য এ তাৎপর্য্যও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

উল্লিখিত ত্রিবিধ মতের মধ্যে প্রথমোক্ত মত ও তৃতীয় মত সমীচীন বলা যাইতে পারে, দ্বিতীয় মত সমীচীন বলা যায় না, কারণ দেখা যায় প্রায়শ্চিত্ত মুখ্যরূপে ও অসমর্থক্ষেত্রে অনুকল্পরূপে বিহিত আছে। এবং প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থার ভার সাধারণতঃ বিধ্বংসভার উপরেই থাকিত।

(৩) মনু ৮ম, ৩১৮ শ্লোক। প্রায়শ্চিত্তবিবেক স্বর্ণস্তের্য্যপ্রকরণ বিমুখশ্রোতর।

৪) আনীয়তে বলাম্বস্ত স্তেনোঽথ পার্শ্বিৎ প্রতি।

প্রায়শ্চিত্তস্ত তস্তোক্তং দণ্ডস্ত সুরসত্তমঃ। ভবিষ্যপুর্বাণ, স্বর্ণস্তের্য্য প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ধৃত।

স্বয়ং গমনপক্ষে ত্রা ক্লণ্ড নৃপং প্রতি।

দণ্ডদানশ্রুচাশ্রো বিজ্ঞেয়স্ত তপোপ্তহঃ। প্রায়শ্চিত্তবিবেক, স্বর্ণস্তের্য্যপ্রকরণ ভবিষ্যপুর্বাণ।

অবশ্য বিধৎসভাও রাজ্যের অনুমোদিত ছিল ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, ভবিষ্যতে তাহা প্রদর্শিত হইবে। তবে অপরাধী যদি মূল প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ কঠোর ব্রত নিয়ম তপস্বাদি না করিয়া অনুকল্প গোমূল্যাদি দান মাত্রে অব্যাহতি পায় তবে রাজ্য শাসন, সমাজ শৃঙ্খলা, রাজদণ্ডভয় একেবারেই থাকে না। সুতরাং অপরাধী রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই গ্রহণ করিবে এই মতই সমীচীন এবং তৃতীয় মতে অপরাধী অনুতপ্ত হইয়া রাজ্যের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইলে রাজা প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড ইহার অন্ত-
তর বিধান করিতেন ইহাও বলা যাইতে পারে, কেননা এ ক্ষেত্রে রাজা একটি দণ্ড দিয়া অপরাধী ক্ষমা করিতেও পারেন। প্রায়শ্চিত্তের অনুকল্প বিধান না থাকিলে অপরাধী মুখ্যরূপে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে অন্ততর দণ্ড স্বীকার বরণ করা যাইতে পারে।

তবেই প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে দেখা যায় অপরাধ হইলেই সে পাপী, সে অপরাধের জন্য রাজদণ্ড ও পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইত একই কার্যে মানুষ অপরাধী ও পাপী হইতে পারে এই মর্মের উপরেই জীমূতবাহনের দায়ভাগে উক্ত হইয়াছে যে, বিভাগের পূর্বে কোন অংশী, যদি সাধারণ সম্পত্তির কোন অংশবিশেষ, গোপন করিয়া রাখেন এবং বিভাগের পর তাহা অবগত হওয়া যায় তবে কোন কোন মীমাংসক, অপহৃৎকারী অংশীকে চোর ও পাপী এই উভয় শব্দেই নির্দেশ করিয়া থাকেন, এ ক্ষেত্রে গোপনকারী, চোর বলিয়া রাজদণ্ডার্থ, এবং পাপী বলিয়া প্রায়শ্চিত্তার্থ, ইহাই তাৎপর্য্য, (১) অবশ্য জীমূতবাহন অপহৃৎকারীকে পাপী বা চোর বলেন নাই কারণ চোরের লক্ষণ ঐ স্থলে ঘটে নাই কাজেই সে চোরও নয় পাপীও নয়। এবং যে স্থলে অনাবৃত বনস্পতির

(১) অত্র সাধারণধনে পরধন মপ্যন্তীতিভিন্নরূপে শুন এ ভবতি

কিঞ্চিচোচেতি যে মন্তন্তে তান্ প্রত্যাচ্যতে ইতি দায়ভাগ, বিভাগকালে নিরুত
পশ্চাৎ অবগত বিভাগ প্রকরণ।

ফল মূল হোমীয় কাষ্ঠ বা গোত্রাসার্থ তৃণ আহরণে চৌর্য্য হয় না ইহা প্রমাণ করিয়াছেন সেস্থলেও কুল্লুকভট্ট সেই প্রমাণের টীকায় চৌর্য্য না হওয়ায় রাজদণ্ড নাই এবং পাপ না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তও নাই একথা উক্ত করিয়াছেন । (২) এবং পঞ্চবর্ষন্যূন বয়স্কের অপরাধ ও পাপ হয় না এ প্রমাণেও রাজদণ্ডভোগের জন্ত ও প্রায়শ্চিত্তের জন্ত অপরাধ ও পাপ নির্দেশ করিয়াছেন । (৩) তবেই পাটান ভারতে দেখা যায় শাস্ত্রকারগণ অপরাধীর দণ্ডবিধি দ্বিবিধশাখায় বিভক্ত করিয়াছেন, রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত, অপরাধ ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইলে এবং সে জন্ত অপরাধী রাজশাসনে দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে সেই দণ্ডবিধি, অর্গশাস্ত্র বা দণ্ডনীতির অন্তর্ভুক্ত এবং প্রায়শ্চিত্তশাসনে দণ্ডিত হইলে সেই দণ্ডবিধি; ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, যে-স্থলে একই ধর্ম্মশাস্ত্রে উভয়বিধ দণ্ডের উক্তি হইয়াছে সেস্থলে বিভিন্ন প্রকরণে উভয়বিধ দণ্ডের ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছে । এবং প্রায়শ্চিত্তকে সামাজিক দণ্ডও বলা যাইতে পারে, অবস্থা ক্ষেত্রে এরূপও শাস্ত্রের উক্তি আছে যে, কারণ বশতঃ অপরাধীর প্রতি দণ্ড, দ্বিগুণ বিহিত হইলে প্রায়শ্চিত্তও দ্বিগুণ বিহিত হইয়া থাকে, দণ্ডের জায় প্রায়শ্চিত্ত বিধান” এই সাধারণ নীতিই প্রায় সর্বত্র অনুসৃত হইয়াছে । (৪)

(২) বানস্পত্যঃ মূল ফলং দার্ক্যার্থ্যং তথৈব চ ।

তৃণঞ্চগোভ্যাঃ গ্রাসার্থং অন্তেরং মনুরত্নবোঃ ॥ মনুস্ম, ৩৩৯ শ্লোক টীকা ।

(৩) উনৈকাদশবর্ষস্ত পঞ্চবর্ষাধিকস্ত চ ।

চরদণ্ডরঃ সূক্ষ্মদ্বাপি প্রায়শ্চিত্তং বিদুঃ কয়ে ।

ততোন্যুন্নতরস্তান্ত্র নাপরাধোন পাতকং ।

নচাস্ত রাজদণ্ডোহস্তি প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব বৃত্ত অঙ্গিরসঃ ॥

(৪) দণ্ডবৎ প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তীতি ক্রতেস্তথা ব্যবহারাজি । প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব ।

কালাতিরেকে দ্বিগুণং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ।

বিগুণং রাজদণ্ডঞ্চ দত্ত্বা শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ স্মৃতিসাগরসার ।

“সম্বৎসরাভিষেকস্য দ্বিগুণং দণ্ডঃ ॥” মনুস্ম, ৩৭০ শ্লোক

এই উভয়বিধ দণ্ড হিন্দু রাজা হইলে হিন্দু প্রজার প্রতিই সম্ভাবিত হইতে পারে, রাজা হিন্দু না হইলে এবং প্রজাও হিন্দু না হইলে একরূপ দ্বিবিধ দণ্ডের প্রয়োগ অপরাধীর প্রতি সম্ভাবিত হইতে পারে না। সুতরাং বর্তমান ধর্ম্মাধিকরণে অপরাধীকে কে বল রাজদণ্ডই গ্রহণ করিতে হয় পাপের দণ্ড গ্রহণের ব্যবস্থা সম্ভাবনা হইতেই পারে না। প্রাচীন ভারতে রাজা, প্রজাবর্গের ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিপালক থাকায় ঐকরূপ বিধান সম্ভাবিত ছিল।

ইদানীন্তন দণ্ডবিধি ও প্রাচীন ভারতের দণ্ডবিধির ফলগতও বৈশিষ্ট্য ছিল, দেখা যায়, বর্তমান ফৌজদারী দণ্ডবিধির প্রধানতঃ দুইটি কল, প্রথম, অপরাধী শাস্তি পাইলে দণ্ডভয়ে পুনর্ব্বার সে তাদৃশ অপরাধে লিপ্ত না হয়, দ্বিতীয়, অপরাধীর দণ্ড দর্শনে অত্র ব্যক্তি সেরূপ অপরাধে অগ্রসর না হয়। পরন্তু এই দণ্ড, পাপের প্রায়োচিত্ত রূপে স্বীকার করা যায় না কারণ, এমতে অপরাধ ও পাপ এক নয়। অপরাধ ও পাপ এক না বলিবার আরও বুক্তি এই, যে দণ্ড, অপরাধীর প্রতি প্রযুক্ত হইলে মাত্র অপরাধীর শাসন ও রাজ্যশাসনের সুশৃঙ্খলা মাত্র সাধন করে সে দণ্ডকে প্রকৃত পাপের দণ্ড বলা যায় না কেননা সে দণ্ড, অপরাধীর আত্মার কলঙ্ক রেখা প্রোঞ্জন করিতে বা অধ্যাত্মতাবের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না, পক্ষান্তরে যে দণ্ড, অপরাধীর আত্মার সাত্ত্বিক ভাব সংস্থাপন করতঃ আত্মমালিন্ত দূরীকরণে সমর্থ, সেই দণ্ডই পাপের দণ্ড, সুতরাং প্রাচীন ভারতে হিন্দু মতে ফৌজদারী দণ্ড বিধির ফল তিন প্রকার, প্রথম, অপরাধের দণ্ডরূপে রাজদণ্ড অপরাধীর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া তাহার শাসন দ্বারা বারান্তরে তাহাকে তাদৃশ অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করে, দ্বিতীয়, তাদৃশ দণ্ড দর্শনে অত্র ব্যক্তিও তাদৃশ অপরাধ হইতে দূরে

থাকে এবং তৃতীয় ভগবদ্ভাবনামুপ্রাণিত ব্রত সংযমাদিরূপ প্রায়-
 শিষ্ট দণ্ড প্রয়োগ করিয়া অপরাধীর আত্মতাবের উন্নতি সাধন
 দ্বারা আত্মগত পাপ অপনোদন পূর্বক জন্মান্তরীয় নরক হইতে
 অপরাধীকে নিবৃত্ত করে। এবং ইহাও দেখা যায় যে, ইংরাজিমতের
 রাজদণ্ড, যেমন প্রধানতঃ দৈহিক ও আর্থিক ভেদে বিবিধ হইয়া
 অপরাধীর শাসন ও রাজ্যস্থ প্রজাগণের সুশৃঙ্খলা সংরক্ষণ করে,
 প্রাচীন ভারতের দণ্ড বিধি যাহা অপরাধ ও পাপের দণ্ড স্বরূপে
 নির্দিষ্ট, তাহাতেও দৈহিক ও আর্থিক ভেদে বৈবিধ্য পরিলক্ষিত
 হয়, (১) এবং তাহাতেও উক্ত রূপ ফলই সম্পাদন করে, অধিকন্তু,
 প্রায়শ্চিত্ত রূপ দণ্ডবিধি অপরাধীকে স্বধর্ম্মে স্থাপন পূর্বক তাহার
 চরিত্র গঠন করে ও পাপীকে জন্মান্তরীয় নরক হইতে পরিত্রাণ
 করে। যেহেতু অপরাধ ও পাপ এতদ্ব্যতীত একই পর্যায়ভুক্ত
 স্বীকৃত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্তরূপ দণ্ডস্থলে দৈহিক দণ্ড ছিল
 সর্ব প্রথমে মস্তক মুণ্ডন, ইহা সমস্ত প্রায়শ্চিত্তেই বিহিত।
 দ্বিতীয়, উপবাসাদি দ্বারা শরীর শোষণ, ইহাকেও দৈহিক দণ্ড
 বলা যাইতে পারে, তবে দ্বিতীয়, দৈহিকদণ্ড উপবাসাদির সহিত
 ভগবদ্ভাব অনুপ্রাণিত থাকায় তাহা ঐহিক ও পারত্রিক উভয় বিধ
 মঙ্গল সংসাধন করিত। পরন্তু এই প্রায়শ্চিত্তরূপ শাসনকে
 দণ্ডনীতির শাসন বলিয়া অভিহিত করা যায় না ইহা সত্য কথা,
 যেহেতু ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, অর্থশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়।
 যাহা রাজনীতির অন্তর্গত তাহাই দণ্ডনীতির শাসন, তবে এই দণ্ডবিধির
 সহিতও রাজার সম্বন্ধ ছিল, বস্তুতঃ রাজার সম্পর্ক ব্যতীত প্রায়শ্চিত্ত
 রূপ দণ্ড বিধির বিধান, কেবল প্রজাবর্গ দ্বারা ই একরূপ পরিপুষ্ট

হইতে পারিত না, পাপীর প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড ব্যবস্থা বিধে সভা আদেশ করিলেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে বড় বড় পাপে রাজাও স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন (১) এবং প্রায়শ্চিত্ত রূপ শাসনবিধিতে যে আর্থিক দণ্ড ছিল সে অর্থ, রাজা লইতেন না তাহা ব্রাহ্মণ উদ্দেশে প্রদত্ত হইত, ঐ দান কোন কোন স্থলে মুখ্যপ্রায়শ্চিত্ত রূপে উক্ত আছে, এবং অধিকাংশ স্থলে মুখ্যপ্রায়শ্চিত্ত কষ্টকর বিধায় অপরাধী তাহার অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইলে। ধেনুদান বা তাহার অনুরূপ রূপে দেনু মূল্য দান রূপ গোণ ভাবে উক্ত আছে। এখনও সামাজিকতা বা আন্তিক্য বৃদ্ধির প্রেরণায় হিন্দুজাতির মধ্যে পাপের অপনোদন জন্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। তবে সে ব্যবস্থার সহিত এক্ষণে রাজার কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রাচীন ভারতে অর্থশাস্ত্র নিয়মিত দণ্ডের সচিৎ ধর্মশাস্ত্র নিয়মিত দণ্ডবিধির সামঞ্জস্য ও ধর্মশাস্ত্র নিয়মিত দণ্ড বিধির সহিত অবস্থা বিশেষে রাজার সম্বন্ধ থাকার কারণ এই যে, বর্তমান সময়ে ইংরেজ শাসনাধিকৃত দেশে ফৌজদারী আইনের প্রণয়ন কর্তা স্বয়ং রাজা, সাম্রাজ্য শাসনের অঙ্গকূলে রাজা স্বয়ং শাসন আইন প্রণয়ন করিয়া তাহা দ্বারা প্রজা শাসন করিতেছেন, তবে একরূপ বিধান কেবল মাত্র ব্রিটিশ শাসন ভিতরেই নয়। যিনি বখন সম্রাট্ হইয়াছেন তখন তিনিই স্বীয় সাম্রাজ্য শাসনের জন্য শাসনানুকূল দণ্ড বিধি প্রণয়ন করিয়া তাহা দ্বারা প্রজাশাসন করিয়া গিয়াছেন, পরন্তু প্রাচীন ভারতে রাজা স্বয়ং দণ্ডবিধির সৃষ্টি কর্তা ছিলেন না, দণ্ড বিধি ও বিচার পদ্ধতির বিধান কর্তা ছিলেন আর্য্য মহর্ষিগণ, ইহা প্রথমেই সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। রাজা, মহর্ষিগণের সেই উজ্জলপ্রতিভাপ্রণীতবিধি

(১) স্বয়ং বা ব্রাহ্মণে: কৃচ্ছ্র মন্ত্রদোষে বিধীয়তে।

রাজ্যচ ব্রাহ্মণৈশ্চৈব মহৎত্ পরিচক্ষ্যতে। দেবলবচন। প্রায়শ্চিত্তবিবেক

সকল অবলম্বন করিয়া প্রজা শাসন করিতেন। তবে বর্তমান ইংরাজি ফৌজদারী নীতিও অনেক স্থলে ভারতীয় দণ্ড নীতির সহিত অবিকল সমান দেখিতে পাওয়া যায় এই পুস্তক পাঠ কালে পাঠক তাহা স্থানে স্থানে বুঝিতে পারিবেন। দেওয়ানি বিধি বা আইন সকল, তত্তদ্দেশবাসীর, প্রাচীন মৌলিক শাস্ত্র মূলক হইলেও বর্তমান ফৌজদারী আইন সকল রাজা স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছেন এবং ঐ সকল আইন রাজা বা গবর্ণমেন্ট স্বয়ং প্রণয়ন করিয়াছেন, দেখা যায় বর্তমান ফৌজদারী আইনের যেক্রপ ধারা আছে ঐ রূপ ধারা নির্দেশ পূর্বক দণ্ডবিধির ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে হিন্দু শাস্ত্রে নাই। তবে যে সকল অপরাধের দণ্ড, শাস্ত্রকারগণ নির্দেশ করেন নাই, বা যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধির শাস্ত্রে উল্লেখ নাই অপরাধের বা পাপের অবস্থা পর্যালোচনা পূর্বক সে স্থলে দণ্ড, বা প্রায়শ্চিত্ত, কল্পনা করা হইত। এবং অপরাধেরও শ্রেণী বিভাগ ছিল।

ক্রমঃ তাহা প্রদর্শিত হইবে। ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র যে কোন শাস্ত্র মূলক দণ্ডবিধি হউক না কেন তাহার মূলে “ধর্ম” কথাটি ওতপ্রোত ভাবে নিহিত, হিন্দু শাস্ত্রের ভিতরে ধর্ম শব্দটি তাগ করিয়া কোন বৈধ কর্ম নাই, সেই ধর্মের প্রমাণ ঋতি স্মৃতি পুরাণাদি, স্মৃতরাং হিন্দু রাজাগণ ধর্মামুসারে রাজ্য শাসনের অনুরোধে ধর্ম শাস্ত্র বিহিত বা অর্থ শাস্ত্র বিহিত, সর্ববিধ নৈতিক দণ্ড বিধির উপরেই দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইতেন, এই জন্যই ধর্ম শাস্ত্র নিয়মিত দণ্ড বিধি যাহার ব্যবস্থা বিধৎ সভাই দিতেন তাহাতেও অবস্থা বিশেষে অর্থাৎ মহৎ পাপে রাজাকে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিধান করিতে হইত।

প্রাচীন ভারতে হিন্দু জাতির কি শিক্ষা কি সম্ভ্যতাকি আচার কি ব্যবহার, কি রাজনীতি কি ধর্মনীতি সমস্ত বিষয়ই বর্ণাশ্রম ধর্মরূপ

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, হিন্দু জাতির বাহা কিছু শাস্ত্র আছে সমস্ত শাস্ত্রেই বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধান উল্লিখিত আছে, এবং বর্ণাশ্রম ধর্মকে ছাড়িয়া কোন কর্মই হিন্দু জাতির নাই, কাজেই রাজনীতি ও বর্ণাশ্রম ধর্মের সাহিত ওতপ্রোত ভাবে সম্বন্ধ, তাহার ফলে ইদানীন্তন শাসন প্রণালী যেমন বর্ণাশ্রম নির্বিশেষে সমান, প্রাচীন ভারতে তাহা ছিল না, তখন একই অপরাধে ব্রাহ্মণের যে দণ্ড হইত অগ্র জাতির তাহা হইত না, কখনও অপরাধ বিশেষে ব্রাহ্মণের দণ্ড অধিক ও অগ্র জাতির দণ্ড, বর্ণভেদে স্তরে স্তরে স্বল্প ছিল, কখন বা অপরাধ বিশেষে ব্রাহ্মণের দণ্ড স্বল্প, অগ্র জাতির দণ্ড অধিক ছিল, যেমন ব্রিটিশ শাসনে দেখা যায় ধেরূপ অপরাধে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হয়, সে অপরাধ সকল জাতির পক্ষে সমান, তাহাতে বর্ণভেদে দণ্ডভেদ নাই। কিন্তু প্রাচীন হিন্দুশাসন দণ্ডবিধির একরূপ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। তাহাতে দেখা যায় প্রাণদণ্ডোপযুক্ত অপরাধে ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড নাই, ব্রাহ্মণ যদি প্রাণদণ্ডোপযুক্ত অপরাধ করেন, তবে তাঁহাকে চিহ্নিত করিয়া স্বদেশ হইতে নির্বাসিত করা হইত, কঠোর শারীর দণ্ড ব্রাহ্মণের ছিল না, যেমন বিষ্ণুসংহিতা মহাপাতক অপরাধে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকল জাতিই বধাই হইবেন ইহা বলিয়াছেন (১) এই মহাপাতক অপরাধের মধ্যে ব্রহ্মহত্যা একটি অন্যতম, রাজনৈতিক দণ্ডবিধির ভিতরে মহাপাতক অপরাধ, যাহা প্রায়শ্চিত্ত বিধির অন্তর্গত তাহার উল্লেখ থাকায়, প্রতীয়মান হয় যে, রাজদণ্ড ও সামাজিকদণ্ড পরস্পর মিশ্রিত ছিল এবং সামাজিক দণ্ডের উপরেও রাজবিধান ছিল অনেকক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় সামাজিক দণ্ড গ্রহণ করিলে রাজদণ্ড

(১) মহাপাতকিনোব্রাহ্মণবর্জ্যসর্বেষধ্যাঃ। ন শারীরো ব্রাহ্মণস্তদণ্ডঃ স্বদেশাৎ-
কৃত্যৎ ব্রাহ্মণং বিবাসয়েৎ। বিষ্ণুসংহিতা ৫ম অধ্যায়।

কিছু অল্পই হইত যেমন মহাপাতক অপরাধে সামাজিক দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত করিলে ব্রাহ্মণকে রাজা কেবল নির্বাসিত করিবেন, পরন্তু তাহাকে চিহ্নিত করিয়া দিতেন না। (২) আরও দেখিতে হইবে সামাজিক দণ্ডের সহিত রাজার সম্পর্ক না থাকিলে, যে সকল গুরুতর অপরাধে রাজদণ্ড ছিল, অপরাধীর মৃত্যু, ঠিক সেই সকল গুরুতর অপরাধে বিধ্বংসভা ও, অপরাধীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড বিধান করিতে পারিতেন না, রাজাকে অপেক্ষা না করিয়া মৃত্যুদণ্ড বিধান করা সম্ভাবিত হইতে পারে না। এই কারণেই রাজনৈতিক দণ্ড ও ধর্মশাস্ত্রবিহিত দণ্ড অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তদণ্ড উভয় দণ্ডই প্রাচীন ভারতে কোজদারী বিধির অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। এবং প্রায়শ্চিত্ত দণ্ডের ফল ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধই ছিল, ঐহিক ফল বাহা প্রায়শ্চিত্ত বিধিতে দৈহিক দণ্ড অর্থাৎ মস্তক মুণ্ডন এবং উপবাসাদি দ্বারা শরীর শোষণ ছিল তাহা পূর্বেই আমি বলিয়াছি, তদতিরিক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধির আরও একটি ঐহিক দণ্ড ছিল সামাজিক শাসন অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তাহার সহিত সামাজিক ব্যবহার কেহ করিতেন না। এই সামাজিক অব্যবহার্যতাও শাস্ত্রানুগোদিত ছিল, শাস্ত্রে পাপস্থলে পাপের দ্বিবিধ শক্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন, একটি নরকোৎপাদিকা, দ্বিতীয়, ব্যবহারবিরোধিকা, অর্থাৎ পাপ করিলে পাপী জন্মান্তরে নরক ভোগ করিবে, এবং সমাজে অব্যবহার্য হইবে, প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপের ঐ দ্বিবিধ শক্তিই নষ্ট হইয়া যাইবে। তবে আধুনিক কতকগুলি নিবন্ধকার বলেন অতি বৃহৎ পাপে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহার সহিত সামাজিক ব্যবহার নাই,

(২) প্রায়শ্চিত্ত কুকাণাঃ সর্বেবর্ণাযথোচিতং।

ন্যাক্য রাজ্ঞা ললাটেভু দ্বাপ্যাপ্যন্তুমসাহসং ॥ মনু ৯ম, ২৪০ শ্লোক।

সেস্থলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা মাত্র জন্মান্তর ভাবি নরক নিবৃত্ত হইবে, তাহার ফলে পাপীকে জন্মান্তরীয় ফলভোগ করিতে হইবে না, তবে এ সিদ্ধান্ত সকলে স্বীকার করেন নাই, কোন কোন প্রাচীন নিবন্ধকার ঠিক ইহার বিপরীত বলেন তাঁহাদের মতে অতি বৃহৎ পাপেও প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপী সমাজে ব্যবহার্য্য হইবেন কিন্তু নরকের ফল তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে। (১) এ মতে বৃহৎ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলে অব্যবহার্য্যতা দোষ একেবারেই থাকিবে না, তবে ছোট পাপে প্রায়শ্চিত্ত করিলেই তাহা দ্বারা পাপের দ্বিবিধ শক্তির ধ্বংস হইবে ইহা প্রাচীন ও নবীন উভয় নিবন্ধকার সম্মত। যে সকল পাপে সামাজিক অব্যবহার্য্যতা স্বীকার আছে তাহার নির্দেশ পরে করিব।

বিষ্ণু সংহিতার দ্বায় মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতা শাস্ত্রেও ব্রাহ্মহত্যা অপরাধে এবং অন্যান্য মহাপাতক পাপ, যেমন সুরাপান ব্রাহ্মণসুবর্ণহরণ বিমাতৃগমন, এবং অন্যান্য বধযোগ্য অপরাধেও ব্রাহ্মণের বধদণ্ড, রাজনৈতিক দণ্ডরূপে বিহিত নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, ঐ সকল পাপে প্রায়শ্চিত্ত বিধিস্থলে ব্রাহ্মণের বধদণ্ড বিহিত হইত। উক্ত মহাপাতক পাপের মধ্যে একমাত্র সুরাপান ব্যতিরিক্ত অপরগুলি সমস্ত বর্ণেরই মহাপাতক। এবং সমস্ত মহাপাতকেই মুখ্যরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে মরণ প্রায়শ্চিত্তই সর্বত্র বিহিত হইয়াছে অবশ্য, মরণে অসমর্থ

(১) প্রায়শ্চিত্তেরূপৈত্যোনো যদজ্ঞানকৃতংভবেৎ ।

কামতোব্যবহাৰ্য্যন্ত বচনাদিহজায়তে ॥

যাজ্ঞবল্ক্য প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ ২২৬ শ্লোক

মিতাক্ষরা দেখ।

ব্যক্তির পক্ষে অল্পকল্প 'বিধানও আছে, মরণের অল্পকল্প চতুর্বিংশতি বাহ্যিক ব্রত, ঐ ব্রত অভ্যস্ত কঠোর। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত স্থল মাত্রেই মুখ্যরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে কঠোর ব্রতের বিধান হইয়াছে, যাহার অল্পখানে পাপীর অন্তরাত্মা বিস্তৃত হয় এবং সেই বিস্তৃতির ফলে তাহার ঐহিক শুভ ও জন্মান্তরীয় শুভ ঘটনা থাকে, আমি পূর্বেই বলিয়াছি হিন্দুশাস্ত্র মতে অপরাধ ও পাপ একই পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ অপরাধ করিলে তাহাকে অপরাধ ও পাপ উভয়ের শাস্তিই গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং অপরাধ যেমনই হউক না কেন তাহাই পাপ স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহার ফল ঐহিক ও পারত্রিক উভয়ত্রই দেখা যায়। প্রসঙ্গ ক্রমে এস্থলে আরও দুই একটি কথা আমার বলা আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্র প্রণেতা মহাবিশ্ব জন্মান্তর ও কর্মফলবাদী, জগতের অবস্থা বৈচিত্র্য সমাধানের উত্তরে জন্মান্তর ও কর্মবাদ ভিন্ন অল্প কোন সন্দেহ নাই ইহাই তাঁহাদের মত। তাঁহারা আর্ষপ্রতিভা বলে পাপ কর্মের গতি জন্মান্তরেও দেখিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের মতে পরিদৃষ্ট-মান এই জগৎ কর্মফলের উপরেই পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও ধ্বংসদ্বারা পরিভ্রমণ করিতেছে। জীব যেদিন বাসনামুক্ত হইয়া কর্মশাশ ছেদন করিবে সেই দিনই জন্মান্তরের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎস্বরূপে গম্যবসিত হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মসাব্যাক্রূপ মোক্ষ লাভ করিবে। তাঁহাদের মতে পাপের ফলে জন্মান্তরে জীবের নানারূপ কষ্ট ঘটনা থাকে, মৃত্যুর পর জীবের পাপের ফল প্রথমতঃ নরক ভোগ, নরকভোগের পর পাপের অবশিষ্ট ফলানুসারে জন্মগ্রহণ করিয়াও জীবকে নানাবিধ কষ্টভোগ করিতে হয়। যেমন ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তিকে দুঃসহ নরক যন্ত্রণা ভোগের পর কুমিষোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, পরে মনুষ্যশরীর প্রাপ্তিতেও তাহাকে সাতজন্ম নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত থাকিতে হইবে।

কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ জন্মান্তরীয় মহাপাতকেরই শেষপাপের সূচক বলিয়া শাস্ত্র-
কারগণ নির্দেশ করেন। এইরূপ সমস্ত পাপেরই ফল নরকের পর রোগ-
শোক দুঃখাদিরূপে জীব ভোগ করিয়া থাকে ইহা ঋষিরা নির্দেশ
করিয়াছেন। পরন্তু জপ, তপস্যা, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি কঠোর
ভগবত্পাসনা ও দানাদিরূপধর্মদ্বারা পাপের সেই সুদূর ভবিষ্যৎ গতি, ধ্বংস
প্রাপ্ত হয়, সুতরাং জীবের ভাবিহুঃখভোগ হইতে পরিত্রাণ হয়, একারণ
প্রায়শ্চিত্তরূপ ফৌজদারী দণ্ডবিধি মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল
লাভন করে। (১)

পাতক (sin)—পাপের ছোট বড় শ্রেণী বিভাগ নির্দেশস্থলে
শাস্ত্র প্রণেতাগণ নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণী দেখাইয়াছেন। একটি কথা এ-
স্থলে বলিয়া রাখা ভাল, হিন্দুশাস্ত্র মতে বিধির ব্যতিক্রম করিলেই পাপ
হয়, পরন্তু সমস্ত বিধি ইংরাজি মতের আইন অর্থে প্রযুক্ত নয় বা হিন্দু-
মতানুযায়ী রাজদণ্ড বিধিরও অন্তর্গত নয় অথচ সে বিধির অতিক্রম করিলে
মানবকে পাপী বলিতে হইবে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তও আছে তাহাকে
ধর্মশাস্ত্র মতে মানবের অবশ্যকর্তব্য অর্থাৎ ন্যায়কর্ম বলে। ধরিয়া
রাখিতে হইবে সেই সকল পাপগুলি প্রায়শ্চিত্তরূপ দণ্ডবিধির অন্তর্গত
হইলেও রাজকীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ভুক্ত হইবে না, ইহা সুখবন্ধেও
উক্ত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য পাপে প্রায়শ্চিত্ত ও রাজকীয় দণ্ড উভয়ই
প্রযুক্ত হইবে। এ জগৎ দণ্ডপ্রকরণের ভিতরেও রাজা অপরাধীকে
প্রায়শ্চিত্ত করাইবেন একথার উল্লেখও কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া

১ তপসোহস্তে বিদ্যাস্তি কর্মণাং বা পরিক্রমাং ।

তন্মাং কর্তব্য মৈতেন্ত প্রায়শ্চিত্তং বিদ্যায়ৈ ॥ যমঃ ।

যার (১) হিন্দুশাস্ত্র মতে পাপের শ্রেণীবিভাগ যথা, অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশকর, সঙ্করীকরণ, অপাজীকরণ, মলাবহ; ও প্রকৌর্ণ। এই শ্রেণীবিভাগে নববিধপাপ দেখা যায়, ইহার ভিতরে অধিকাংশ স্থলে রাজশাসন ও প্রায়শ্চিত্তশাসন উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। এই সকল পাপ হিন্দুশাস্ত্রে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পৰ্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, যথা, অগম্যা জ্ঞী সম্ভোগ, নরহত্যা, মদ্যপান, চুরি, ডাকাতি, (সাহস) অভক্ষ্যভক্ষণ, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাবলা, নিরপরাধ ব্যক্তিকে রাজার নিকট দোষী বলিয়া প্রকাশ করা, গুরুজনের উপর মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করা, বেদ বিস্মৃত হওয়া ও বেদ নিন্দা করা, কুট সাক্ষ্য দেওয়া, গবাদিবৃহৎ পশু হত্যা, শূশাল কুকুরাদি জীব হত্যা, মৎস্যাদি জলচর ও কীটপতঙ্গাদি হত্যা, অবজ্য স্বাক্ষন করা, অসংপ্রতিগ্রহ, অসংঅধ্যাপন, আত্মবিক্রয়, অকারণে পিতামাতা পুত্রাদি ত্যাগ, পরিবেদন করা, কন্যা দূষিত করা, আরক্ত ব্রত হইতে চ্যুত হওয়া, আবকের বস্ত্র বিক্রয় করা, অপকন্দশায় খাত্তাদি নষ্ট করা, স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী করিয়া তদুপার্জিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করা, পরহিংসা, ঋণ পরিশোধ না করা, নাস্তিকতা করা, ঋণ অপলাপ করা, বৃক্ষাদি ছেদন, অসংশাস্ত্রের অনুশীলন, শাস্ত্র বিরুদ্ধ নৃগণীতাদির অনুশীলন বাণী, কুপ, উপবন, সেতু, তড়াগ, বজ্র কারবার স্থান, প্রাচীর ও দেবগৃহাদি ভঙ্গ করা, প্রতিমা ভঙ্গ করা, অতিসম্পাত ও শপথ করা, আশ্রমচ্যুতি, মিথ্যা আশ্রুক হওয়া, আত্মহত্যার চেষ্টা করা, বলপ্রয়োগে নৌচ-জাতীর দাসত্ব, উচ্ছৃঙ্খলভোজনাদি করা ইয়া দেওয়া, জলে ও অগ্নিতে

(১) বর্ণনামানুপুস্ত্যে লক্ষ্যাপ্যম বশেষতঃ।

অকাব্যকারণঃ সর্বান প্রায়শ্চিত্তানকারয়েৎ। মৎস্তপুঃ ২২৭ অধ্যায়ঃ

রাধধর্ম দণ্ড প্রকরণ।

মলমূত্র প্রক্ষেপ করা প্রভৃতি। এই সকল পাপের ভিতরে যে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কথিত হয় নাই অথচ সে সকল কার্য্য অবৈধ, তাহা নবমপাতক প্রকীর্ত্তের অন্তর্গত, এই সকল পাপের ভিতরেও অনেক পাপ, রাজদণ্ডের অন্তর্গত অপরাধের মধ্যে পড়িবে না, পরন্তু প্রায়শ্চিত্ত বিধির অন্তর্গত হইবে, একারণ রাজা প্রাচীন ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষক বিধায় আবশ্যক হইলে সেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইতেন, রাজ-গোচরীভূত করিবার আবশ্যক না হইলে পণ্ডিত মণ্ডলীই তাহার প্রায়-শ্চিত্ত বিধান দিতেন। (২) ইহার ভিতরে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ অতি-পাতক, জ্ঞানতঃ মহাপাতক, ও বিশেষ বিশেষ অমুপাতকে পাপী সমাজে অব্যবহার্য্য হইতেন।

আরও দেখিতে হইবে, যে কার্য্যে শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক অবনতি ঘটে তাহা হিন্দুশাস্ত্রমতে অপরাধ ও পাপ, সুতরাং তাদৃশ কার্য্যে রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই প্রদত্ত হইত। এ কারণ অনেক স্থলে দেখা যায় বাদী প্রতিবাদী বিবাদের কথা না উঠাইলেও রাজার গোচরে কোন কোন অপরাধ বা পাপ আসিলে রাজা তাহার দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবহার বিধান করিতেন, দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায় যেমন “সুরাপান”, সুরাপান করিয়া যদি কোন অপরের অনিষ্ট সাধন না করে এবং তাহার প্রতিবাদীভাবে বিবাদ রাজদ্বারে উপস্থিত না হয় তবে ইংরাজ! কৌজদারী বিধিতে তাহার দণ্ড নাই, দণ্ড তুলিবার অধিকারও কাহারও নাই, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রমতে দেখা যায় সেরূপ ক্ষেত্রেও রাজা সুরাপানকে রাজদণ্ড দিতেন যদি সুরা-

একে ঘোঁ বা জরোবাগি ধনক্রয়ধর্ম্ম পাঠকাঃ।

স ধর্ম্ম ইতিবিজ্ঞানো নেতরেবাসহস্রশঃ।

বধদাস্ততমোমুতা মূখী ধর্ম্মমতবিদঃ

তৎপাংশতথাভূত্বা তৎকননুগচ্ছাত প্রায়শ্চিত্তবিবেক বমঃ

পান রাজ্যের গোচরে আসিত, রাজদণ্ড বা প্রায়শ্চিত্তদণ্ড বর্ণাশ্রমধর্মরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকায় সকল বর্ণের পক্ষে সুরাপানে অর্থাৎ বাদৃশ সুরাপানে পরের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয় নাই বা সামাজিক অনিষ্ট হয় নাই তাহাতে দণ্ডবিধান ছিল না, যেমন শূদ্র সুরাপান মাত্র করিলে কোন রাজদণ্ডও নাই প্রায়শ্চিত্তও নাই, সুরাপান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অর্থাৎ বাহারা দ্বিজাতির অন্তর্গত তাহাদের পক্ষেই মহাপাতক পাপ, (১) তবে সুরাপায়ী রাজদণ্ড পাইবায কারণ ঘটাইলে হিন্দু মতে শূদ্রও রাজদণ্ড পাইত, এবং বর্তমান ইংরাজী ফৌজদারী বিধিতেও দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হিন্দুশাসন মতে বর্ণ ভেদে এইরূপ দণ্ডের তারতম্য থাকিবার যুক্তি এই, যাঁহারা জ্ঞানে ও সদগুণে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, এবং সম্মানে যাঁহারা সকলের উপর সমাজের ভিতর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ জাতি, অপরাধ করিলে কোন কোন স্থলে (অর্থাৎ অপরাধ বিশেষে, কেননা অনেক অপরাধে ব্রাহ্মণেরও দণ্ড অধিক দেখা যায়)(২) অল্প দণ্ড পাইতেন, অল্প বর্ণের তদপেক্ষার দণ্ড অধিক হইত, জাতি অনুসারে গুণবত্তাই ঐরূপ দণ্ডতারতম্যের হেতু ছিল, এবং জাতি অনুসারে গুণবত্তার ক্রমিক ন্যূনতাই পর পর বর্ণের দণ্ডাধিক্যের হেতু ছিল, এই নীতি (principle) যে একেবারেই এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা বলা যায় না, এখনও দেখা যায় বর্ণভেদে না হউক সমাজের ভিতর যাঁহারা বিশেষ সম্মানার্থ ও

(১) ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তম্ভয়ং গুর্ভাক্রান্দনা গমঃ ॥

মহাস্তম্ভ পাতকাত্মাহঃ সংসর্গশ্চাপিতৈঃ সহ ॥

সুরাবে মলমদ্রানাং পাপাচ্চ মল মুচ্যতে ।

তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ রাজস্তৌ বৈশ্যস্ত ন সুরাংপিবেৎ ॥ যমুঃ

(২) বিদ্রবোহতিক্রমে দণ্ডভূয়স্বৎ । গোতম ধর্মসূত্র, ১২।১৪ ।

শুণবান্, তুল্য অপরাধে তাঁহাদের অপেক্ষা নীচ লোকের দণ্ড অধিক হইয়া থাকে, (যথামানহানি)। কেবল যে, জাতির তারতম্যই প্রাচীন ভারতে দণ্ড তারতম্যের হেতু ছিল তাহা নয়, অপরাধীর জাতি, শক্তি, শূণ, বয়স, কাল, অপরাধ প্রথম কি পুনঃ পুনঃ কৃত, অভিসন্ধি, অর্থাৎ অপরাধোপার্জিত অর্থে মাতৃপোষণ বা পরদারাদিকরা ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য হইত। (১) প্রায়শ্চিত্ত বা রাজদণ্ড উভয়ত্রই নীতি (principle) সমান এবং বর্তমান শাসন প্রণালীতেও এই নীতি অনুসৃত আছে। বয়স বিবেচনার বর্তমান শাসন প্রণালীতে ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডে দেখা যায়,

ধারা ৮২। ৭ বৎসরের নীচে কোন বালকের অপরাধ নাই।

„ ৮৩। ৭ বৎসরের উর্দ্ধ হইতে ঊনষাদশ বর্ষ পর্যন্ত বালকের অপরাধ গণ্য হইবে না, যদি তাহার বিচার বুদ্ধি না হইয়া থাকে অর্থাৎ সে কৃত কার্যের ফল যদি না বুঝিতে পারে।

„ ৮৪। অপরাধ করিবার সময়ে বিকৃত মস্তিষ্কতা হেতু কার্যের ফলাফল বাহার বোধ নাই তাহারও অপরাধ নাই।

„ ৮৫। ইচ্ছার বিরুদ্ধে মাতাল হইয়া (অর্থাৎ জোর করিয়া মাতাল করিয়া দিলে) যদি অপরাধ করে তবে সে অপরাধী হইবে না।

(১) অনুবধঃ পরিভ্রাজ দেশ কালৌ চ তত্ত্বতঃ ।

সারাপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ডোন্মু পাতয়েৎ ॥ মনু ৮ম ১২৬ ।

প্রকাশেচ রহন্তেচ অভিসন্ধ্যাত্তপেক্ষয়া ।

জাতিশক্তিশূণান্ দৃষ্ট্বা সক্রম্ বুদ্ধিকৃতং তথা ।

অনুবন্ধাদিকংদৃষ্ট্বা সর্বংকার্যংবধাক্রমং ॥

প্রায়শ্চিত্ত বিবেক, বিধামিজ ।

পরন্তু প্রাচীন ভারতে “দণ্ডের জ্ঞান, প্রায়শ্চিত্তবিধি” এই নীতির অনুসরণে (২) প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ডবিধির রীতি প্রায় সর্বত্র সমান হইলেও বয়ঃক্রম বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ডবিধির কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু শাস্ত্রমতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন বালকের অপরাধ বা পাতক হয় না সুতরাং পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক বালক পর্য্যন্তের প্রায়শ্চিত্ত বা রাজদণ্ড নাই। * কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত হলে পঞ্চবর্ষাধিক ও একাদশ বর্ষের ন্যূন বয়স্কের পাদ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত, তবে ঐ প্রায়শ্চিত্ত, বালকের প্রতিনিধি রূপে আত্মীয় স্বজনে করিয়া দিবেন একাদশবর্ষের পর পঞ্চদশ বয়স্ক পর্য্যন্ত অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত, তাহার পর পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত প্রযুক্ত হইবে। এবং অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ, স্ত্রীজাতি ও রোগীর প্রতিও অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত বিহিত। (৩)

রাজদণ্ডবিষয়ে প্রাচীন ভারতে, স্ত্রী, বালক, উন্নত বৃদ্ধ ও দরিদ্র ব্যক্তি সাধারণ অপরাধ করিলে রাজা তাহাদিগকে অর্থদণ্ড না দিয়া বেণুদল বা রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা দণ্ড প্রদান করিতেন। (৪) তবে স্ত্রীধন থাকিলে স্ত্রীজাতিও অর্থদণ্ডদানে বাধ্য হইতেন। বালকশব্দের সাধারণপরিভাষা, প্রায়শ্চিত্ত-স্থলে উনষোড়শ পর্য্যন্তই দেখা যায়। তবেই জানা গেল ৫ বৎসরের পর পূর্ণ ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বালক দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী হইলে

(২) “দণ্ডবৎ প্রায়শ্চিত্তানিভবন্তীতি জ্ঞানঃ” প্রায়শ্চিত্তবিবেক।

* ৮ পৃষ্ঠার নিম্নে প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

(৩) পাদো বালেষু দাতব্যঃ সৰ্বপাপেবয়ংবিধিঃ” লঘুহারীতঃ

অশীতির্ধন্তবর্ধাণি বালোবাণ্যনষোড়শঃ।

প্রায়শ্চিত্তোৰ্দ্ধমহস্তিস্তিরোরোগিণ এবচ ॥ শাতাতপ।

(৪) স্ত্রীবালোন্নতবৃদ্ধানাং দরিদ্রাধাক রোগিণাং।

শিকাবিদলরজ্জ্বাষ্টৌর্বিদধ্যান্ পতিদমঃ ॥ যদু ৯ম ২৩০।

সে সামাজ্য শাসনও প্রাপ্ত হইত একেবারেই যে দণ্ড হইত না তাহা নয়। তবে এ সকল বিষয়ে অপরাধের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা পূর্বক বিচারপতি দণ্ডের বিধান করিতেন। প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গে ইহাও পাওয়া যায়, দ্বিজাতিগণ ৮ বৎসর পর্য্যন্ত খাড়াখাড়া, পেয় অপেয়, বাচ্য অবাচ্য বা মিথ্যা বাক্যে পাপী হইবে না সুতরাং ঐ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র পাপে প্রায়শ্চিত্ত নাই, কিন্তু পাপ গুরুতর হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, যেমন ঐ বয়সের ব্রাহ্মণ বালক যদি মত্তপান করে তবে সে প্রায়শ্চিত্ত হই বা বহুকাল পর্য্যন্ত যদি স্নেহাদির অন্ন ভোজন বা তাহাদের ভৃত্য থাকে বা তাহাদের উচ্ছিষ্টমার্জনাদি করিলে সে প্রায়শ্চিত্ত হই, তবে প্রায়শ্চিত্ত কিছু অল্প।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি অপরাধ বিবাদস্থলে ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইলে বাদী প্রতিবাদীর মোকদ্দমা বিচার পূর্বক রাজাদণ্ড বিধান করিতেন, এবং সমাজ শাসন মতে অপরাধীকে প্রায়শ্চিত্তও করিতে হইত, অপরাধ ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত না হইলে অপরাধী প্রায়শ্চিত্ত মাত্র সমাজ শাসন গ্রহণ করিতেন। পরন্তু ইহাও দেখা যায় বিবাদ ক্ষেত্র নয় অথচ রাজা অপরাধ জানিতে পারিয়াছেন তাহাকেও রাজা দণ্ড দিতেন, যেমন যে কোন বর্ণ, সে যদি নিজের জাতিনাশক অভক্ষ্য ভক্ষণাদি করে তবে রাজা তাহাকে স্বদেশ হইতে নির্বাসিত করিবেন। (১) বর্ত্তমান দণ্ড বিধিতে ঐরূপ আকারে রাজার নিকট কোন ব্যক্তির অপরাধ জানাইবার অধিকার নাই, যদি তাহার কোন ক্ষতি না হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অক্ষুণ্ণতার উপর রাজকর্ত্তব্য প্রতিষ্ঠিত থাকায় প্রচৌন ভারতে হিন্দুশাস্ত্র মতে ঐরূপ দণ্ডবিধির ব্যবস্থা হইয়াছে, কেননা যে কোনরূপে দণ্ডাই

(১) জাতিভ্রংশ করন্ত অভক্ষ্য ভক্ষয়িতা বিবাস্তা।

হইলেই তাহাকে রাজা দণ্ড না দিলে এবং অন্তর্গত ব্যক্তিকে দণ্ড দিলে,

(১) তিনি নরকগামী ও অবশ্যই হইতেন।

প্রাচীন ভারতে দণ্ডবিধির উদারতা বা অপকৃপাতিতা আলোচনা করিলে উহার উপরে বিশেষ শ্রদ্ধা হয়, প্রজাসাধারণের সহিত নির্বিশেষে রাজা, বিশেষ আত্মীয়গণকেও অপরাধ অনুসারে দণ্ড দিতেন। এমন কি, পুত্র ভ্রাতা খণ্ডর মাতুল প্রভৃতি অপরাধ করিলে রাজা তাহাদিগকে দণ্ড দিতেন, তবে কেহ কেহ বলেন, পিতামাতা অপরাধ করিলে রাজা নিজের পিতা মাতাকে দণ্ড দিবে না, পরন্তু মনু পিতামাতার প্রতিও দণ্ডবিধানের ব্যবস্থায় কুণ্ঠিত হন নাই (২) এমন কি যে অপরাধে রাজ ব্যতিরিক্ত অন্ত প্রাকৃত জনের এক পণ দণ্ড হইতে পারে এরূপ অপরাধ যদি রাজা স্বয়ং করেন, তবে রাজারও সহস্রপণ দণ্ড হইবে, রাজার দণ্ড জলে অথবা ব্রাহ্মণকে দিবে এরূপ বিধান থাকায় রাজাও স্বয়ং দণ্ডার্থে অপরাধে দণ্ড গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু ইংরাজি আইনে স্বয়ং রাজা অপরাধ করিলেও তিনি দণ্ডার্থে হইবে না। ("Cf. The King can do no wrong.") বিবাদরত্নাকরের মতে রাজার দণ্ড অধীনস্থ রাজার প্রতিই প্রযোজ্য ইহা জানা যায় তবে শারীর দণ্ড কোন রাজার প্রতিই থাকার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এলফিনষ্টোন সাহেব তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে বলিয়াছেন প্রাচীন ভারতে ফৌজদারীদণ্ডবিধি সুক্ৰটিসম্পন্ন ইহা বলা যায় না বরং

(১) অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজাদণ্ড্যাংশৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।

অবশ্যোমহদাপ্রোতি মরকটৈব গচ্ছতি ॥ মনু ৮ম, ১২৮।

(২) পিতাচার্য্যঃ শূরদ্রাতা মাতাপুত্রঃ পুরোহিতঃ।

নাদণ্ড্যানামরাজোহস্তি যঃ স্বধর্মে ন তিষ্ঠতি। মনু ৮ম, ৩৩৫।

বন্ধরতা মূলক বলা যাইতে পারে যে হেতু দেখা যায় হিন্দুশাস্ত্রে অপরাধে যে অঙ্গদ্বারা করা হইত তাহার সেই অঙ্গে দণ্ড হইত, যদি কোন্ শূদ্র শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্ত হস্ত উত্তোলন করে অথবা পাদ উত্তোলন করে তবে হস্ত উত্তোলনে হস্তচ্ছেদন ও পাদ উত্তোলনে পাদচ্ছেদন দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে এইরূপ উৎকৃষ্টজাতির সহিত একাসনে উপবেশন করিতে শূদ্রকে লোহময় তপ্ত শলাকায় অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয় দিবে। (১) অথবা যেন মৃত্যু না হয় এরূপ করিয়া তাহার কটিদেশে কৰ্ত্তন করিয়া দিবে। এরূপ দণ্ডবিধি অমার্জিত ও কুরুচি সম্পন্ন এলফিনষ্টোন সাহেব যাহাই বলুন এই নীতি ইউরোপেও পূর্বে পরিগৃহীত ছিল না ইহা বলা যায় না, ঈজিপ্ট ও রোম প্রদেশে চক্ষুর পরিবর্তে চক্ষু উদ্ধরণ করার কথা এখনও প্রচলিত আছে (Eye for eye.) তবে এই নীতি অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুশাসন হইতেও বিলুপ্ত হইয়াছিল ইহার ও পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন তীর্থধ্বংস প্রস্থিতেদ (গাঁটকাটা) প্রভৃতি অপরাধে প্রথমবার যাহাতে সন্ধ্যাচ্ছেদ অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীচ্ছেদন বা ৪৫ পণ দণ্ড, দ্বিতীয়বারেও ঐরূপ ছেদন বা ৩০০ পণ দণ্ড, তৃতীয়বারে দক্ষিণ হস্তচ্ছেদন বা ৪০০ পণ দণ্ড চতুর্থ বারে বধদণ্ড, এস্থলেও দেখা যায় অঙ্গচ্ছেদের পরিবর্তে জরিবানাও বিধান ছিল। (২) এইরূপ অঙ্গচ্ছেদন যোগ্য অন্ত্যস্ত অপরাধেও অঙ্গচ্ছেদের পরিবর্তে অর্থদণ্ডের বিধান প্রবর্তিত দেখা যায়। হিন্দুজাতির ঐরূপ দণ্ডনীতির সহিত পাপের কলাকলের একরূপ সামঞ্জস্য অনুভব করা যায়, আমি পূর্বে উক্ত করিয়াছি অপরাধ ও পাপ একই কথা, অপরাধের দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত না হইলে তাহার ফল, সুদূর ভবিষ্যৎ জন্মান্তর পর্য্যন্ত গামী হয়, অলৌকিক প্রতিভা

(১) মনু ৮ম ২৭০। ২৮০। ২৮১ ত্রুটব্য। যাজ্ঞবল্ক্য আচারাদ্যায় ২১৫ শ্লোক ত্রুটব্য।

(২) কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, একাঙ্গবধনিষ্কর্য পরিচ্ছেদ ত্রুটব্য।

সম্পন্ন মনীষী মহর্ষিগণ আৰ্ষ ও প্রাতিভ চক্ষুদ্বারা পাপের জন্মান্তর ফল দর্শন করিয়া বাহ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা পর্যালোচনা করিলেও জানা যায় হিন্দুজাতির অপরাধের ঐহিক দণ্ডের বিধানের সহিত জন্মান্তরীয় দণ্ডের ও সামঞ্জস্য আছে, যে অঙ্গদ্বারা অপরাধ করিবে অপরাধী সেই অঙ্গে যেমন ঐহিক রাজদণ্ড গ্রহণ করে জন্মান্তরেও তত্তৎ অঙ্গদ্বারা পাপের ফল গ্রহণ করিবার বিধান ও দেখা যায়। শরীর বাক্য বা মনের দ্বারা জীব যে সকল শুভ বা অশুভ কর্ম করে তদনুরূপ জন্মান্তরে উত্তম মধ্যম ও অধম কর্ম জন্ত গতিও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শরীর পাপের ফল জীব জন্মান্তরে শরীর দ্বারাই উপভোগ করে, এইরূপ মনের দ্বারা মানস পাপের ফল ও বাক্যের দ্বারা বাচিক পাপের ফল জীব ভোগ করিয়া থাকে, যথা জন্মান্তরে স্বাবরতালান্ত শরীর পাপের ফল, বাহ্যারা অক্ষুট ভাষা অর্থাৎ পশুপক্ষী প্রভৃতি সেই যোনিতে জন্মলাভ বাচিক পাপের ফল, বাক্যে পাপ করিলে যে জন্মে বাক্য অক্ষুট হয় তাদৃশ পশুপক্ষী যোনিতে জন্ম হয় এবং অস্ত্যজ জাতি, বাহাদের মন, তমঃ স্বভাব পূর্ণ সেই জাতিতে জন্মগ্রহণ করা মানস পাপের ফল, সুতরাং দেখা গেল শরীর বাক্য ও মন ইহার মধ্যে বাহ্য দ্বারা পাপ করিবে জন্মান্তরে ও ঠিক তাহা দ্বারাই সেই পাপের ফল উপভোগ করিবে। (১) ঋষিগণ এই তত্ত্বের দৃষ্টান্তে ঐহিক রাজদণ্ডের বিধানও পাপের পরিণাম ফলের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। ইহা বর্করতা মূলক বলা যায় না।

(দণ্ডবিভাগ ও দণ্ডশব্দার্থ)

দণ্ড, প্রধানভাবে দ্বিবিধ দেখা যায়, অর্থদণ্ড ও শারীরদণ্ড, অপরাধীর নিকট হইতে ধনগ্রহণের নাম অর্থদণ্ড এবং কারাগারে অবরোধাদি

জীবনান্ত পর্য্যন্তকে শারীরদণ্ড বলা যায়। অর্ধদণ্ডে সামান্য কাকিনী হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাধ বিশেষে অপরাধীর সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত পর্য্যন্ত ও পাওয়া যায়। এতদ্বিত্তির আরও দুই প্রকার দণ্ড, হিন্দুশাস্ত্রে আছে প্রথম দিগ্‌দণ্ড, দ্বিতীয় বাগ্‌দণ্ড, অপরাধীকে ভৎসনাদি ধিকার দিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার নাম দিগ্‌দণ্ড, এবং নিন্দাশাপাদ করার নাম বাগ্‌দণ্ড, অপরাধীর অপরাধের অবস্থানুসারে বিচারক ঐ সকল অপরাধের একটি দুইটি তিনটি বা অবস্থা বিশেষে চারিটি দণ্ডই প্রয়োগ করিতে পারিতেন। বর্ত্তাপ এই সকল দণ্ডবিধি রাজারই প্রযোজ্য বলিয়া উক্ত আছে তথাপি গ্রামাধিপতি বা মণ্ডলাধিপতিগণও এ সকল দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারিতেন। হিন্দুশাস্ত্রে শারীর দণ্ড, বধদণ্ডনামে অভিহিত, অর্থাৎ যে দণ্ডে অপরাধীর শারীর ক্লেদ আছে সে দণ্ড, অপরাধের অনুরূপ বেত্রাঘাতই হউক বা জীবনান্তই হউক তাহাকেই বধদণ্ড বলিয়াছেন। (১) হিন্দুশাস্ত্রে দণ্ডশব্দের অর্থ বাহা দ্বারা ধমন হয় ব্রহ্মা দণ্ডরূপে ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি লোভী বুদ্ধিহীন চঞ্চল, জ্ঞানানুসারে তিনি দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারিবেন না, পক্ষান্তরে যিনি অপ্রতারক শুচি বুদ্ধিমান্ মহায়সম্পন্ন নীতিকুশল ও জিতেন্দ্রিয় তিনিই ধর্ম্মানুসারে দণ্ডবিধানের যোগ্য, শাস্ত্র অতিক্রম পূর্ব্বক লোভাদির বশবর্ত্তী হইয়া দণ্ডবিধান করিলে ঐহিক যশ ও পারত্রিক স্বর্গ ফল ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং শাস্ত্রোক্ত পথে দণ্ড বিহিত হইলে তাহা স্বর্গ কীর্ত্তি ও জয়ের হেতু হয়।

(অর্থ দণ্ডপ্রয়োগ)—বর্ত্তমান কোজাদরী বিধিতে অর্ধদণ্ড, বর্ত্তমান মূদ্রাধারা গৃহীত হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতে ক্রয় বিক্রয়াদি ও

(১) দিগ্‌দণ্ডস্তবধাগ্‌দণ্ডো ধনদণ্ডো বধস্তথা ।

যোজ্যাব্যস্তা সমস্তাব্যহপর্য্যবশাদিসে ॥ যাজ্ঞবল্ক্য আঃ ৩৬৭ শ্লোক ।

অর্থদণ্ড বিষয়ে অর্থ পরিমাণের একটা পরিভাষা ছিল। এবং ধাত্বাদি মাপ করিবারও পল কুন্ত জোণ খারী প্রভৃতি স্বতন্ত্র পরিভাষা ছিল। প্রাচীন ভারতের মুদ্রার আকৃতি বা ওজন যাহাই থাক, অপরাধের অনুরূপ পরিভাষিত অর্থদণ্ডের সংজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপ ছিল। পরিমাণ বোধক যে সকল পরিভাষা আছে তাহার মধ্যে প্রথম পরিমাণ, ত্রসরেণু। গবাক্ষ বিবর হইতে স্বর্ণের কিরণ পতিত হইলে যে ধূলি সমূহ উড়িয়ায়মান হয়, উহার মধ্যে যে বস্তুঃ সূক্ষ্মরূপে দৃষ্ট হয় উহাকে ত্রসরেণু বলা যায়। তাহার অষ্টাংশে এক লিঙ্কা পরিমাণ হয়। তিন লিঙ্কায় এক স্বর্ণসর্বপ, তিন রাক্ষসর্বপে এক গৌরসর্বপ, ছয় গৌরসর্বপে একষব, তিনষবে এক কৃষ্ণল (রতি) পাঁচ কৃষ্ণলে একমাষা, ষোল মাষে এক সূবর্ণ (৮০ রতি) চারি সূবর্ণে একপল, দশপলে একধরণ, এগুলি প্রধানতঃ স্বর্ণেরই বোধক। অর্থাৎ ষোল মাষে হেঁ এক সূবর্ণ হয় এই সূবর্ণ পরিমাণ, স্বর্ণের বোধক; তবেই সূবর্ণ শব্দে অশীতিরাত্তক। পরিমিত স্বর্ণকেই বুঝাইবে, এই নীতির উপরেই “ব্রাহ্মণসূবর্ণধরণরূপ মহাপাতক” বিষয়ের বিচারস্থলে এক সূবর্ণ শব্দেই সূবর্ণ পরিমাণ স্বর্ণধরণ মহাপাতক ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এবং সিদ্ধান্ত-কারীগণ আরও বলেন যে মাষ, বাপল প্রভৃতি শব্দ উহা প্রধানতঃ স্বর্ণেরই পরিমাণ জ্ঞাপক, ত্র যান্ত্রে এই সকল পরিমাণ বাচক শব্দ যে প্রযুক্ত হয় তাহা মূখ্যরূপে নয় পবন্ত লাক্ষণিক অর্থে। অর্থাৎ স্বর্ণভিন্নদ্রব্যের পরিমাণ জ্ঞাপনের জন্য বাদ পল, মাষ প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা যায় তাহা এই শব্দের স্বাভাবিক অর্থ নয় কিন্তু লক্ষণাবৃত্তি বোধ্য।

উক্তরূপে স্বর্ণের মান বলিয়া রোপ্যের মান বসিয়াছেন, এইরূপ দুই কৃষ্ণলে (২ রতিতে), এক রোপ্যমাসক, ষোল রোপ্যমাসে এক রোপ্য ধরণ বা রাজত পুরাণ হয়। দশ ধরণে এক শতমান বা পল হয় পূর্বোক্ত চারি সূবর্ণে এক নিষ্ক হয়, ইহা রাজত নিষ্ক।

তাত্ত্বের পরিমাণ এই রূপ যথা, পূর্বে চারি সুবর্ণে যে একপল সংজ্ঞা
 বলা হইয়াছে সেই পলের চতুর্থ অংশের নাম এক কৰ্ষ অর্থাৎ ৮০ রতি।
 তৎপরিমিত তাত্ত্ববিকার একপণ হয়, এই পণকে কার্ষাপণ ও (কাহন) বলে।
 পণ ও কার্ষাপণ তাত্ত্বের পরিমাণ। এজন্ত ৮০ রতি তাত্ত্ব পণ শব্দ
 ব্যবহৃত হয় ইহা নানা স্থানে পরিদৃষ্ট হয়, এ স্থলে তাত্ত্বপরিমাণক্ষেত্রে পণ
 ও কার্ষাপণ এক পর্যায়ের শব্দ হইলেও অঙ্কস্থলে দেখা যায় ৮০ বরাটকে
 (কড়ি) একপণ তাহার শোড়শপণে এক পুরাণ বা কার্ষাপণ সংজ্ঞা
 আছে। এতদ্ভিন্ন অঙ্ক ও পরিমাণ বোধক শব্দ অনেক আছে, এবং এই
 সকল সঙ্কেতের অঙ্ক ও পরিমাণ, বর্তমান সময়েও অনেক ব্যবহৃত হইয়া
 থাকে, যেমন ২০ গণ্ডায় একপণ ষোলপণে এককাহন (কার্ষাপণ) ইত্যাদি।
 কাহণকে পুরাণও বলে, ১) এবং পূর্বোক্ত নিষ্কশব্দে নানা পরিমাণ উক্ত
 দেখা যায়, চারি ভরি স্বর্ণকে নিষ্ক বলে, ১০৮ ভরি সুবর্ণকে নিষ্ক বলে,
 ২৮ রোপক পরিমাণে একদীনার হয়, এক দীনারকেও নিষ্ক বলে।
 অর্থাৎ ৮০ রতি সুবর্ণকে ৭০ অংশ করিলে তাহার এক অংশের নাম
 রোপক, তাহার ২৮ রোপকে একদীনার। এগুলি স্বর্ণের পরিমাণ, এবং
 রাজত নিষ্কও পূর্বে উক্ত করিয়াছি।

এই প্রকার হিন্দুশাস্ত্রে পরিমাণ ও অঙ্কের সাক্ষেতিক ভাষা নানাবিধ আছে,
 সে সকল সাক্ষেতিক শব্দ বর্তমান সময়ে কিছু কিছু ব্যবহৃত হইলেও সম্পূর্ণ
 রূপে ব্যবহার নাই, এ জন্ত ক্রয় বিক্রয়াদি বা দণ্ড বিধিতে প্রযুক্ত সেই
 সকল সাক্ষেতিক পরিমাণ ও অঙ্ক আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে শীঘ্র পারি না, যে
 সময়ে ঐ সকল সঙ্কেতের সর্বদাই ব্যবহার ছিল তখন সহজেই সকলের

(১) অশীতিভির্বারটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে।

ততঃ ষোড়শৈঃ পুরাণং ত্রাং রজতং সপ্তভিঃ স্তৈঃ। ভবিষ্যপুরাণ।

জয়স্বয়ম্ হইত। এবং দেশ জাতি বয়স অপরাধের অবস্থা প্রভৃতি পর্যালোচনাপূর্ব্বক, নিষ্ক মাষাদি শব্দ কোন স্থলে সৌবর্ণ কোন স্থলে বা রাজত রূপে প্রযুক্ত হইত।

অৰ্ধদণ্ড, দণ্ডবিধিতে সাধারণতঃ তিনভাগে(১) প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে বিভক্ত পাণ্ডয়া যায়, প্রথম সাহস, মধ্যমসাহস, ও উত্তম সাহস। ১০৮০ পণে বা কর্ষাপণে উত্তম সাহসদণ্ড, তাহার অর্দ্ধ মধ্যম সাহস, তাহার অর্দ্ধ প্রথম বা অধম সাহসদণ্ড(২) এস্থলে মনু প্রভৃতির মতে পণ ও কার্ষাপণ একপর্য্যায়ের শব্দ হওয়ায় অঙ্ক হিসাবে ২০ গণ্ডায় এক পণ ও ১৬ পণে এক কাহন বা বর্তমান হিসাবে ১ টাকার এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ এক সিকি ধরিয়া ১০৮০ সাকতে ২৭০ টাকা উত্তম সাহস দণ্ড বলা বাইতে পারে। পরিমাণ হিসাব ধরিলে ৮০ রতি পরিমাণ তাস্রে ১ পণ, তাহার ১০৮০ পণ পরিমাণ তাস্রে বা তাত্র মুদ্রায় এক উত্তম সাহস দণ্ড। (৩) কেননা পরিমাণ বাচক শব্দে পণ ও কর্ষাপণ তাস্রেরই পরিমাণ বোধক। সুতরাং যেখানে যেখানে ঐ রূপ পণ বা কার্ষাপণ শব্দ দ্বারা দণ্ডবিধি উক্ত আছে সেই সেই স্থলে তাত্র পরিমাণ গ্রহণ করিতে হইবে। মতান্তরে দশ মাষ পরিমিত অর্থাৎ ৫০ রতি পরিমিত তাত্র মুদ্রা পণ, তাহার সহস্রপণে উত্তম সাহস(৩)। অপরাধের লঘু ও গৌরব ও অপরাধীর আর্থিক অবস্থানুসারে উক্ত ত্রিবিধ দণ্ডের তারতম্যও ছিল, যেমন চতুর্বিংশতি পণ হইতে ষোল্লবতি পণ পর্য্যন্ত প্রথম সাহস, দ্বিংশত হইতে পঞ্চাশত পণ পর্য্যন্ত মধ্যম সাহস,

(১) দণ্ডীতি-পনঃস্রে দণ্ড উত্তম সাহসঃ।

তদর্দ্ধঃ মধ্যমঃ শ্রোক্তদ্ব্যর্দ্ধমধমঃ স্মৃতঃ। রাজবক্ষ্য আচার্য্যাদি। ৩৬৬ স্লোকা।

(২) “তাত্রকষ্যতঃ মুদ্রাযজ্ঞেরঃ কার্ষিকঃ পণঃ। বৃহস্পতি। বিবাদ রত্নাকর মনসংগোতরদ্ব।

(৩) “দশমাধামন্তঃ তাত্রং তৎপণোরাজমুদ্রতং”। গুক্রনীতিসার, ৪র্থ অং।

পঞ্চশতের পর সহস্র পণ পর্য্যন্ত উত্তম সাহস, এরূপ অত্রবিধগু মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, অপরাধ ও অপরাধীর অবস্থা বিশেষই এইরূপ ভারতম্যের কারণ ইহা শাস্ত্রকারগণই নির্দেশ করেন।

“দণ্ডের দ্বায় প্রায়শ্চিত্ত বিধি” এই নীতির অনুসরণে প্রায়শ্চিত্ত স্থলেও জ্ঞানকৃত মহাপাপে চতুর্বিংশতি বার্ষিক ব্রতের অনুকূলে ঠিক ১০৮০ কাহন দানও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে উক্ত আছে, এ বিষয়ে অধিক লেখা এস্থলে নিম্নপ্রয়োজন।

এতদ্ভিন্ন অর্থদণ্ড আরও অনেকবিধ ছিল, যেমন বধদণ্ডার্থ ব্যক্তি, শত সুবর্ণ দণ্ড দিবে, উত্তম সাহস দণ্ড অপেক্ষায় শত সুবর্ণ অর্থাৎ ১০০ ভরি স্বর্ণ মূল্য অনেক অধিক ইহা সহজেই জানা যায়। তবে এরূপ অর্থদণ্ডও উত্তম সাহসের অন্তর্গত। (১) এবং যে যে স্থলে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ বিশেষ উক্ত হয় নাই সে স্থলে তাম্র পণই গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন ক্ষত্রিয় যদ্বি ব্রাহ্মণের চৌর্য্যাপবাদরূপ নিষ্ঠুর ভাষণ করে, তবে শত দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, এরূপ স্থলে শতপণ দণ্ড ইহাই বুঝিতে হইবে। এই প্রকার সর্বত্র বুঝিয়া লইতে হইবে।

(১) বধার্থঃ সুবর্ণলভঃ দমনোপ্যন্ত পুরুষঃ। বৃহস্পতিঃ।

অষ্টাদশ

(বিবাদপদ)

গুরুলব্ধ ভেদে পাপ যেমন নবধাবিভক্ত পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ, যে বিষয় লইয়া সাধারণতঃ বিবাদ হয় তাহার ও একটা তালিকা হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া যায়, নির্দিষ্ট তালিকার মধ্যে কতকগুলি দেওয়ানি বিধি ও কতকগুলি ফৌজদারী বিধির অন্তর্গত বলিয়া আমাদেরিগকে বুঝিয়া লইতে হয়, সাধারণতঃ নির্দিষ্ট তালিকার মধ্যেও নানাশাখাপ্রশাখা পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা দেওয়ানি ও ফৌজদারী বিধির পরিচয় সম্যক পাওয়া যায়। তবে বর্তমান সময়ে ইংরাজ শাসনে যেমন দেওয়ানি ও ফৌজদারী কার্যবিধি সকল সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে উপভুক্ত আছে, প্রাচীন ভারতে সেরূপ ছিল না, সমস্ত অপরাধই একসঙ্গে অর্থাৎ দেওয়ানি ও ফৌজদারী কার্যবিধির আলোচনা তদানীং এক সঙ্গেই ছিল, দেওয়ানি ও ফৌজদারী বলিয়া কোন প্রভেদ ছিল না। ইদানীন্তন বহু শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা আছে প্রাচীন ভারতের দেওয়ানি কার্যবিধি সকল যেরূপ দায়ভাগাদি গ্রন্থ দ্বারা মার্জিত ও সর্বোৎকৃষ্ট পরিপূর্ণ পাওয়া যায় ফৌজদারী কার্যবিধি তদ্রূপ পাওয়া যায় না, পরন্তু ঐ ধারণা ভ্রান্তিমূলক, তদানীং শাস্ত্রকারগণ যে সকল বিষয়ই অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন তাহার কোন বিষয়ই অপরিপূর্ণ করিয়া যান নাই। তবে সকলে সকল কথা একসঙ্গে বলেন নাই ইহা স্বীকার্য, কালভেদে গ্রন্থভেদে ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিষয়ই পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, এরূপিত সকলদেশে সভ্য ও শিক্ষিত সমাজেই আছে, সমস্ত গ্রন্থ কখন এককালে হইতে পারেনা, সভ্যতার বিকাশও এক

সঙ্গে সমাজে বা দেশমধ্যে পরিস্ফুট হয় না। যে সকল বিবাদান্দায়ক বিষয় লইয়া একজন ঋষি সংখ্যানির্দেশ পূর্বক সাধারণ ভাবে এক প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন, সেই সকল বিবাদ পদ বিষয়ই গ্রহান্তরে শাখা প্রশাখা ভাবে আবার সবিস্তর উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এবং সেই সকল সবিস্তর নির্ণীত বিবাদ গদের ভিতর হইতে বর্তমান ফৌজদারী আইনের তুলনায় কতকগুলি বিবাদ, ফৌজদারী আইনের অন্তর্গত গ্রহণ করিতে হয়, কেননা হিন্দুশাস্ত্রে দেওয়ানি ও ফৌজদারী পৃথকভাবে নির্দেশ পাওয়া যায় না। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে দেওয়ানি ও ফৌজদারীবিধি সকল পৃথক ভাবে নির্দেশ না থাকিবার কারণ এই, সকল বিবাদেই রাজার দণ্ড দেওয়া গন্ধিত ছিল, অর্থাৎ জরিবানা ছিল, ক্রমে আমি তাহা প্রদর্শন করাইব।

বিবাদপদ, স্কুলঃ অষ্টাদশ প্রকার, অষ্টাদশ সংখ্যক বিবাদ বিষয়ের মধ্যে প্রথম ঋণদান, অর্থাৎ কি প্রকার ঋণ দেয়, কি প্রকার বা দেয় নয় তদ্বিষয়ক বিবাদ, নিজের ধন অস্ত্রের নিকটে গচ্ছিত রাখাকে “নিষ্কেপ” বলে, যে ধনের যে স্বামী নয়, তৎকর্তৃক সে ধনের বিক্রয়কে “অস্বামি বিক্রয়” বলে, মিলিত হইয়া বাণিজ্যকারী বৈশ্যাদিদিগের কার্য্যানুষ্ঠানের নাম “সম্মুখ সম্মুখান”, সম্প্রদানের প্রতি অপকর্ষবুদ্ধি, বা ক্রোধাদি প্রযুক্ত দত্তবস্তু গ্রহণ করার নাম “দত্তাপ্রদানিক”, ভূতাদিগের বেতন না দেওয়াকে “বেতনাদান” বলে, সকলে মিলিয়া এই সংকার্য্য করিব এমন প্রতিজ্ঞার উল্লেখনকে “সম্মিহ্যতিক্রম” বলে, কোন বস্তু ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া অধিক লাভ প্রত্যাশায় পশ্চাত্তাপ করার নাম “ক্রয়বিক্রয়ানুশয়,” স্বামী ও পশুপালের বিবাদের নাম “স্বামীপালবিবাদ” গ্রাম ও ক্ষেত্রাদির সীমা বিষয়ক বিবাদকে “সীমা বিবাদ” বলে, গালাগালি দেওয়া প্রভৃতি নির্ভর ভাষা কথনকে “বাক্পাক্ষ্য” (মানহানি) বলে, মারামারি করার নাম

“দণ্ডপারুষ্য”, পরধন হরণের নাম “স্তেয়”, বলপূর্বক পরধন হরণাদির নাম “সাহস”, পর পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের সম্পর্ক বিষয়ক বিবাদকে “স্রীসংগ্রহ” বলে, স্ত্রীর সহিত পুরুষের যে ধর্ম তাহাকে “স্রীপুংধর্ম” বিষয়ক বিবাদপদ বলে, পাশকাদি ক্রৌড়ার নাম “দ্যুত” এবং পণ পূর্বক পক্ষী মেঘ প্রভৃতির যুদ্ধকে “আহ্বয়” নামক বিবাদপদ বলে’ এবম্প্রকারে বিবাদপদ অষ্টাদশ প্রকার পরিভাষিত হইয়াছে। এই সকল বিবাদপদের বিষয়সমূহ নানা শাখা প্রশাখায় নানাগ্রন্থে বহু বিস্তৃত হইয়াছে, প্রায়শ অপরাধই এই পরিভাষিত বিবাদপদের শাখা প্রশাখার অন্তর্গত, এতস্তিন্ন কতকগুলি অপরাধ প্রকীর্ণ অপরাধের অন্তর্গত, নারদাদি ঋষিগণ তাহা সম্যকরূপে উক্ত করিয়াছেন। (১) পূর্বোক্ত পাতক গণনায় যে সমস্ত পাতকের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য হয় নাই সেসমস্ত পাতক যেমন প্রকীর্ণ পাতকের অন্তর্গত এবং সে সমস্ত পাতকে প্রায়শ্চিত্ত যেমন কল্পনা করিয়া দিতে হয়, অপরাধেও তজ্জপ। উল্লিখিত বিবাদপদসকলই নারদ ১৩২ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন। (২)

উণ্ডিন্নানু পিনাল কোডেও বর্ত্তমান ফৌজদারী অপরাধের কতকগুলি অপরাধের বিভাগ পরিভাষিত আছে। যেমন,

(১) রাজ্যের বিরুদ্ধে অপরাধ।

(২) মৈত্র ও নৌবিভাগ বিরুদ্ধে অপরাধ।

(৩) সাধারণ শাস্তির বিরুদ্ধে অপরাধ।

(৪) রাজকীয় কক্ষচারীদ্বারা ও ৩৭সম্বন্ধে উৎকোচ দিয়া অপরাধ।

(৫) রাজকীয় কক্ষচারীর আদেশ তুচ্ছ করা অপরাধ।

(১) “নবদণ্ডঃ যত পুণ্যৈব দণ্ডঃ তৎপ্রাণ প্রকীর্ণকং” নারদ-স্মৃতি

(২) “এষামেব প্রভেদোহস্তো দ্ব্যজিংশদধিকং শতং” নারদ-স্মৃতি ২০ শ্লোক

- (৬) মুদ্রা ও গভর্ণমেন্ট ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে অপরাধ ।
- (৭) পরিমাপক বস্তুর সম্বন্ধে অপরাধ ।
- (৮) সাধারণ স্বাস্থ্য, নিরাপদতাব, সাধারণ সুবিধা ও ভদ্রতানীতির বিরুদ্ধে অপরাধ ।
- (৯) ধর্ম সম্বন্ধে অপরাধ, অর্থাৎ পরের ধর্মে দোষারোপ করা প্রভৃতি ।
- (১০) মনুষ্য শরীর সম্বন্ধে অপরাধ । (দণ্ডপারুয্য)
- (১১) সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ, অর্থাৎ ধানকাটা, পরের গাছ কাটা ইত্যাদি ।
- (১২) দলিল, ট্রেডমার্ক ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ (জালিয়াতি)।
- (১৩) চুক্তিভঙ্গ অপরাধ ।
- (১৪) বিবাহ সম্বন্ধে অপরাধ (বিবাহিত স্ত্রী সম্বন্ধে ব্যভিচার দোষ ঘটনাদি) ।
- (১৫) মানহানি (বাক্পারুয্য) ।
- (১৬) ভীতি প্রদর্শন, অপমান ও বিরক্ত করা অপরাধ ।
- (১৭) অপরাধের উত্তম করা অপরাধ ।

এই সকল অপরাধ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া নানা ধারায় যেমন পরিগণিত আছে, হিন্দুশাস্ত্রেও ভদ্রপ পূর্ব্ব নির্দশিত বিবাদপদ সকল শাখা প্রশাখায় নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। যত্বপি বর্তমান আইনের ভিতর ঋণাদান বা নিঃক্ষেপ (গচ্ছিত রাখা) প্রভৃতি ফৌজদারী বিধির অন্তর্গত হইতে পারে না, এগুলি দেওয়ানি বিধির অন্তর্গত, তথাপি হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায় সকল বিবাদগুলিতেই রাজ্যের দণ্ডবিধান ছিল একারণে তাবৎ অপরাধই এক প্রকরণের ভিতরেই কথিত হইয়াছে একথা আমি পূর্বেও উক্ত করিয়াছি। যেমন, অধর্মণ বিচারালয়ে

উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিব স্বীকার করিয়া যদি না দেয় তবে শতকরা কুড়ি ভাগের এক ভাগ রাজাকে দণ্ড দিবেন, এবং ধারি না বলিয়া ঋণ অপলাপ করিলে শতকরা ১০ ভাগের ১ ভাগ রাজাকে দণ্ড দিবেন, এ স্থলে ঋণ তো দিতেই হইবে অধিকন্তু রাজাকে জরিবানাও দিতে হইবে।

(১) এবং উত্তমর্ণ, অবমর্ণ হইতে যে স্থলে স্বেচ্ছামতে আত্মদান আদায় করিতেছে, সে স্থলে অবমর্ণ, যদি আমি রাজার প্রিয়পাত্র এই গর্ব করিয়া উত্তমর্ণের নামে নালিশ করে তবে রাজা উহাকে ঋণের এক চতুর্ভাগ দণ্ড করিবেন এবং ঋণও দেওয়াইবেন। (২) তবেই জানা গেল, অর্থ দণ্ড, বর্তমান আইন ফৌজদারী বিধিরই অন্তর্গত পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাচীন ভারতের আইনে সর্বপ্রকার বিবাদেই প্রায় অর্থদণ্ডের কথা পাওয়া যায়। এবং চৌর্যাদিহুলে, ক্ষতিপূরণ, অথদণ্ড ও শারীরদণ্ড এই তিন প্রকারই পাওয়া যায়, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

নির্দিষ্ট অষ্টাদশ প্রকার বিবাদ পদের মধ্যে সাধারণতঃ বাকৃপাক্ষ্য (মানহানি) দণ্ডপাক্ষ্য, (মারানারি) প্রকাশ বা অপ্রকাশস্ত্যে, সাহস, (ডাকাতি প্রভৃতি) দ্রোহগ্রহ, অর্থাৎ বলাৎকার প্রভৃতি, দ্যুত, (জুয়া খেলা) আহবস, (পক্ষী বা মেবাদি শ্রাণী দ্বারা জুয়া খেলা) এবং জ্বীলোক ঘটত যাবতীয় বিবাদ, মিথ্যা সাক্ষ্য, জালকরা, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা, হত্যা, বর্ষসঙ্কর, পরদ্রোগমন, পতিব্যতিরেকে গর্ভোৎপাদন, গর্ভপাতন, ভীতি প্রদর্শন, শাস্ত্যাপন, গৃহাদিতে অগ্নিদান, রাজদ্রোহ, রাজার মূর্ত্যনাশক, রাজার মন্ত্রণা ভেদ, কারাক্ষেত্র বিমোচন, অস্বামিক দ্রব্যের

(১) ঋণেদেয়ে প্রতিজ্ঞাতে পক্ষকংশতমহীতি।

অপহৃৎস্বতদ্বিগুণং তদনোরনুশাসনং ॥ মনু ৮ম, ১৩৯।

(২) যঃ সাধংস্তঃ ছন্দেন বেদয়েৎ ধনিকং নৃপে।

স রাজা তচ্চতুর্ভাগং দাপ্যন্তত চ তর্কনং ॥ মনু ৮ম, ১৭৬।

বিক্রয় দান ও ভাগ, রাজারঘোষণাকে গোপন করা, প্রভৃতি কার্য্য বর্ত্তমান ফৌজদারী বিধির অন্তর্গত বিবেচনা করা যাইতে পারে। এবং পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ প্রকার বিবাদপদ মধ্যে অনেকগুলিই অবস্থান্তরে বর্ত্তমান ফৌজদারী বিধির অন্তর্গত ইহাও স্বীকার্য্য, বিশেষতঃ অস্থামিবিক্রয়, স্থামিপাল বিবাদ, এ সকল বিবাদপদ, বর্ত্তমান ফৌজদারী বিধির অন্তর্গত বলিতেই হইবে। কেননা, যে ব্যক্তি যে বস্তুর স্বামী নয় সে যদি তাহা বিক্রয় করে, এবং ক্ষেত্রে পশু যদি শত্রু নষ্ট করে তবে পশুস্বামী ও পূর্ব্বোক্ত অস্থামিদ্রব্য বিক্রেতা যে দণ্ডাই, এগুলি বর্ত্তমান ফৌজদারী বিধির অন্তর্গত। সাহস নামক বিবাদ পদের ভিতর বাক্পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য স্তেয় বা স্ত্রীসংগ্রহ সমস্তই আছে তথাপি রাজদণ্ড ও জনসাধারণের চীৎকার প্রভৃতি অপেক্ষা না করিয়া রাজপুরুষ ও জনসাধারণের সমক্ষে হত্যা, আঘাত, হরণ, পরদারপ্রদর্ষণ প্রভৃতি করাকেই সাহস বলে এবং ইহাতে দণ্ডেরও আধিক্য আছে এজন্য সাহসকে স্বতন্ত্র বিবাদ পদের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। সহঃ শব্দে বল এবং বলপূর্ব্বক কৃত অকার্য্যের নাম সাহস (১) সাহস অপরাধে অবস্থা বিশেষে প্রথম সাহস, মধ্যম সাহস, ও উত্তম সাহস, অর্থ-দণ্ডের বিধান, এবং প্রাণদণ্ড; সর্ব্বস্বহরণ, নিকীসন, অজ্ঞচেদ প্রভৃতি গুরুতর উত্তমসাহসদণ্ডও বিহিত আছে। এবং কোন কোন মতে সমস্ত প্রকারের জালিয়াতি এই সাহস অপরাধেরই অন্তর্গত। ফলতঃ হিন্দুশাস্ত্রে ফৌজদারী বা দেওয়ানি বিধির বাচক কোন নির্দিষ্ট শব্দ না থাকায় ঋষিগণ দণ্ডাই তাবৎ অপরাধই এক সঙ্গে নির্দেশ করিয়াছেন,

(১) সহসাক্রিয়তে কর্ণবৎকিকিৎস্বলদর্পিতৈঃ ।

তৎসাহসমিতিপ্রোক্তং সহোষলমিহোচ্যতে । নারদ ।

তাহার মধ্য হইতেই বর্তমান প্রচলিত ইংরাজিমতের ফৌজদারী বিধি সকল গ্রহণ করিয়া লইতে হয় ।

বাদী প্রতিবাদীভাবে ধৰ্ম্মাধিকরণে ঋণাদানাদি বিষয়ক বিবাদ উপস্থিত না হইলে রাজা বা রাজনিযুক্ত পুরুষ স্বয়ং লোভাদির বশবর্তী হইয়া কোন বিবাদ উত্থাপন করিবেন না, এ নীতি বর্তমান ইংরাজী আইনেও আছে । এবং বাদী প্রতিবাদী বিবাদ উপস্থিত করিলে আবেদিত বিষয় খনলোভে রাজা উপেক্ষাও করিবেন না । (১) তবে স্ত্রোত্র বা সাহসাদি বিষয়ে রাজা দেশ নিক্ষেপ করিবার ক্ষমতা স্বয়ংই তাহাদিগের নিগ্রহে উত্তোগী হইবেন । (২)

প্রাচীন ভারতে চৌর্য্য, জালিয়াতি, রাজদ্রোহ, নরহত্যা, ডাকাতি, অগম্যা গমন প্রভৃতি অপরাধ যে স্থলে গুরুতর হইত সে স্থলে অপরাধীর প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত, বর্তমান ফৌজদারী বিধিতে সকলস্থলে ঐ রূপ দণ্ড প্রচলিত নাই । পরন্তু ইংরাজ শাসনের প্রথমেও জালিয়াতি অপরাধে প্রাণদণ্ডের পরিচয় মহারাজ নন্দকুমারের কাঁসে পাওয়া যায় । সুসভ্য সমাজে

(১) দোষপাদয়েৎ স্বয়ং কাৰ্য্যং রাজা নাপ্যন্তপুরুষঃ ।

ন চ প্রাপিতমন্ত্ৰেন প্রসেদর্থং কথঞ্চন ॥ মমু ৮ম ৪৩ শ্লোক ।

ন রাগেণ ন লোভেন ন ক্রোধেন প্রসেন্ পঃ ।

পত্নৈরপ্রাপিতানর্থান্চাপি স্বমনীষয়া ॥

শুক্রনীতিসার ৪র্থ অধ্যায়, পঞ্চম প্রকরণ ৬৯ শ্লোক ।

(২) পরমং বহুমাতিষ্ঠেৎ স্ত্রোনানং নিগ্রহেনৃপঃ ।

স্ত্রোনানং নিগ্রহাদস্ত বশোরাষ্ট্রিক বর্ধতে ॥ মমু ৮ম, ৩০২ ।

ছলানি চাপরাধাংচ পদানি নৃপতেন্তথা ।

স্বয়মেতানি গৃহীয়াৎ নৃপদ্বাবেদকৈর্বিনা ॥

শূচকণ্ঠোভকাভ্যাংবা ক্রম্বাচৈতানি ভস্বতঃ ।

শুক্রনীতি ৪, ৫, ৭০ শ্লোক ।

গুরুতর অপরাধেও প্রাণদণ্ড, সুরূচিঅনুমোদিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এ সকল বিষয় লইয়া ইদানীং যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে, এ মতে, গুরুতর অপরাধী হইলেও তাহার চরিত্র সংশোধন করিয়া দেওয়াই উচিত কদাচ প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত নয়। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, অপরাধীর, নিজব্যক্তিগত বিবেচনার ফলে একজনকে হত্যা বা অন্ত কোন রূপ একটা গুরুতর অপরাধ করা তাহার পক্ষে তত গুরুতর বলা যায় না, যেত গুরুতর, সমবেত সভা কর্তৃক সেই অপরাধের প্রতিদানস্বরূপ তাহার বিষয়ে বিবেচনাপূর্বক প্রাণদণ্ডাদি আদেশ করা। সুতরাং ব্যক্তিগত বিবেচনার কার্য বিচার সিদ্ধ না হইতে পারে, তাই বলিয়া জনমণ্ডলী দ্বারা বহু বিবেচনাপূর্বক হত্যার ফলে পুনশ্চ হত্যা কখনই বিচার সিদ্ধ নয়। এ সকল বিষয় লইয়া হিন্দুশাস্ত্রেও যে আলোচনা একেবারে ছিল না তাহা নয়। হিন্দুশাস্ত্রও বলিয়াছেন, অপরাধী ব্যক্তিকে অপরাধের গুরুলঘুতা অনুসারে এক মাস তিন মাস, ছয় মাস, বৎসর, বা বাবজ্ঞাণন কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া নিকৃষ্ট কর্ম্ম করাইবে পরন্তু প্রাণদণ্ড দিবে না, ক্ষতিও বলিয়াছেন প্রাণীবধ করিতে নাই, অতএব রাজা সর্বথা বধদণ্ড পরিত্যাগ করিবেন। (১) এইরূপ নীতি থাকিলেও পুনঃ পুনঃ গুরুতর অপরাধে বা অন্তায় পূর্বক হত্যাদি গুরুতর অপরাধ করিলে রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষা করার অনুরোধে রাজাকে বাধ্য হইয়া বধদণ্ডের আদেশ দিতে হইত। বর্তমান সমালোচনায় পুনঃ পুনঃ অপরাধ করা একপ্রকার ব্যাধির মধ্যে পরিগণিত বিবেচনায় তাহার চিকিৎসা হওয়া উচিত এরূপও সিদ্ধান্তবাদ চলিতেছে।

পরন্তু হিন্দুশাস্ত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জগৎ স্বভাবতই বিষয়ের বশীভূত

(১) ন নিহন্ত্যচ্চ ভূতানি স্থিতি জাগতি বৈ শ্রুতিঃ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বধদণ্ডং ত্যজেৎ পুংঃ। গুরুনীতি চতুর্থ অধ্যায় ১ম প্রঃ ২৩।

এই বিষয়পরাধীন জগতে সাধুবৃত্ত ব্যক্তি সুচলিত, প্রায় সকলেই পরস্পর কাহিনীকাঞ্চনাদি বিষয়ে লোলুপ, কেবল দণ্ডভয়ে সনাতন ও সাধুসেবিত পথে জগৎ প্রতিষ্ঠিত হয়, সুতরাং রাজা অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান করিবেন অক্লান্তা জগৎ চলিতে পারে না, রাজা কারাগার প্রবেশন, নিগড়াই বন্ধন, তাড়ন, করচরণাদিচ্ছেদন রূপ নানা প্রকার বধদণ্ড দ্বারা অধ্যাত্মিক ব্যক্তিকে সংপথে আনিত করিবেন। সুতরাং দণ্ডবিধান চরিত্রগঠনেরও অনুকূল, তবে অপরাধের অত্যন্ত গুরুতায় প্রাণদণ্ডের আদেশ হিন্দুশাস্ত্র করিয়াছেন। আমি পূর্বেই উক্ত করিয়াছি যে হিন্দুশাস্ত্র ও তদনুসারে হিন্দুজাতির শিক্ষা প্রভৃতি বর্ণাশ্রম ধর্মরূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং রাজনীতিও তাহার সহিত সর্বোদে মিশ্রিত, একারণ ব্রাহ্মণ যত বৃহৎ অপরাধই করুন তাহার প্রাণদণ্ড আদেশ ছিল না। সর্বপ্রকার গুরুতর পাপ করিলেও ব্রাহ্মণের মস্তকমুণ্ডন করতঃ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করিয়া নির্কাসন দণ্ডই ছিল। (১) যে স্থলে প্রাণদণ্ড হইত সে স্থলে প্রাণদণ্ডের বিধান, কুকুরদংশন, জলে নিমজ্জন, দাহন, শূলনিপাতন, তীক্ষ্ণশস্ত্রাঘাত, মুসলাঘাত প্রভৃতি দ্বারা সাধিত হইত ইহার যথেষ্ট পরিচয় হিন্দু শাস্ত্রে পাওয়া যায় এবং বর্তমান বিধানের অনুরূপ উদ্ভব (ফাঁসি দ্বারা) প্রাণদণ্ডের পরিচয়ও হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া যায়। (২) মহাপাতকাদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্থলেও নানাবিধ প্রকারে প্রাণদণ্ডের বিধান পাওয়া যায়। যে সকল প্রাণদণ্ডের বিধি অত্যন্ত কষ্টকর ছিল, গ্রন্থকালের গোঁরব ভয়ে সে সকল এস্থলে উল্লেখ করিব না। মুসলমান রাজশাসনেও শূল বা

(১) ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্বাপালেষণাশ্রুতম্।

রাষ্ট্রাদেনং বহিস্কৃত্যৈব সমগ্রধনমকৃতম্ ॥ মহু ৮ম ৩৮০

(২) সাক্ষিচ্ছদো হত্যং ত্যাজ্যঃ শূলমারোহয়েত্ততঃ।

তথাপাশ্বমুখোবৃক্ষে গলেবদ্ধাবলম্বয়েৎ ॥ বৃহস্পতিঃ।

কুকুর দংশন প্রভৃতি কষ্টকর দণ্ড ছিল, এক্ষণে সে রীতি পবিত্যক্ত হইয়াছে, ইহা সমাজের পক্ষে সমীচীন, সে বিষয়ে কোন বিপ্রতিপত্তি নাই।

হত্যাপরোধ

(হত্যা)—হত্যা কাহাকে বলে, প্রাণবিশোগ ফলক ব্যাপারের নাম হত্যা, হত্যাপরোধ, দণ্ড পাক্ষ্য অপরাধের মধ্যে পারগণিত হইলেও বিস্তৃত সমালোচনার জন্য অগ্রেই উল্লিখিত হইল।

হত্যাপরোধে বধদণ্ড, ব্রাহ্মণের প্রতি ছিলনা সত্য, কিন্তু দেখা যায় মহাকবি শূদ্রক নৃপতি, ষাহাকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে এবং যিনি কালিদাসাদি অপেক্ষা অতি প্রাচীন, তিনি স্বরচিত মৃচ্ছকটিক প্রকরণে ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রতি জীহত্যা অপরাধে ধর্ম্মাধিকরণে বিচার দ্বারা প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন, ষাচাপি মৃচ্ছকটিক রামায়ণ বা মহাভারতাদির ঐতিহাসিক ঘটনা অবশ্যম্বেন রচিত নয়, কেবল কবিকল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি তাৎকালিক রাজ্যশাসনের রীতি নীতি গ্রহণ করা গ্রহণকারের স্বাভাবিক হওয়াই উচিত, ইহা সুধীগণের চিন্তনীয়। ব্রাহ্মণের বধদণ্ড নিষিদ্ধ এই বিধির প্রতিকূলে ভারত ইতিহাসের আলোচনায় মাণ্ডব্য ঋষির শূলে নিপাতন দণ্ডও সুধীজনের চিন্তনীয়। ব্রাহ্মণের বধদণ্ড নিষিদ্ধ হইলেও

শাস্ত্র অনুসন্ধানে জানা যায় কোন কোন অপরাধবিশেষে ব্রাহ্মণেরও বধদণ্ড ছিল, কোটিল্য অর্থশাস্ত্র বলিয়াছেন, রাজ্য কামুক, রাজার অন্তঃ-পুরের বিষাক্তক, রাজার শত্রুপক্ষের উৎসাহ দাতা, দুর্গ রাষ্ট্র বা রাজ্য-দণ্ডের বিরোধী ব্যক্তিকে হস্তমস্তকাদি দণ্ড করিয়া বধ করিবে এবং

ব্রাহ্মণ ঐ অপরাধ করিলে তাহাকে জলে ডুবাইয়া মারিবে। (১) অনেকের ধারণা, প্রাচীন সৌত্রযুগে বর্ণনির্কির্ষে বধে বধদণ্ড বিহিত ছিল, তদনুসারেই হত্যাপরাধে বা রাজদ্রোহাদি অপরাধে কোটিল্য প্রভৃতি শাস্ত্র, ব্রাহ্মণের প্রতিও বধদণ্ডের বিধান করিয়াছেন, পরবর্ত্তী সময়ে যখন বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রাভুর্ভাব হইয়াছিল, সেই সময়ে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাবল্য রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্ববিধ অপরাধেও বধদণ্ড নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহারা সংহিতাগ্রন্থরাশিকে কোটিল্য অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির পরবর্ত্তী বলেন। পরন্তু যাহারা বেদ ও বেদমূলক স্মৃতিাদি শাস্ত্রের সনাতনত্ব রক্ষা করেন তাঁহাদের মতে এ সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচিত। আপস্তম্ব ধর্মসূত্র বলিয়াছেন পুরুষবধ, স্ত্রের ও ভূম্যাদান অর্থাৎ স্থাবর অপহরণ করিলে তাহার সর্বস্ব গ্রহণপূর্ব্বক বধ করিবে, এবং ব্রাহ্মণ এই সকল অপরাধ করিলে তাহার চক্ষুনিরোধ অর্থাৎ নেত্রাবরোধ করিবে, এস্থলেও ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ড স্বল্পই বিহিত হইয়াছে, তবে অপরাধের সন্দেহ স্থলে দণ্ড দিবে না এই নীতি প্রাচীন ভারতেও ছিল। (২)

ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্তর্জাতির পক্ষে হত্যাপরাধ নাজেই বধদণ্ডের বিধান ছিল তাহাতে ক্ষত্রিয় বৈগু বা শূদ্রবর্ণভেদে তারতম্যের পরিচয় হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া যায় না, পরন্তু হত্যাপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্থলে প্রত্যেক বর্ণভেদে প্রায়শ্চিত্ত ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। যেস্থলে ব্রহ্মহত্যায় প্রায়শ্চিত্ত যত কঠোর, ক্ষত্রিয়াদি হত্যায় তাদৃশ কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই। ইণ্ডিয়ান পিনালকোডে যে যে রূপহত্যায় হত্যাপরাধ সংঘটিত হয়, হিন্দুশাস্ত্রেও

(১) রাজ্যকামুকমন্তঃ পুরপ্রধ্বংসকটব্যামিত্রোৎসাহকঃ দুর্গরাত্রিদণ্ডকোপকঃ বা

শিরোহস্তপ্রাদীপিকং ঘাতয়েৎ । ব্রাহ্মণঃ তমগঃ প্রবেশয়েৎ । কোটিল্য ৪।১১

(২) ন চ সন্দেহে দণ্ডং কুর্য্যাৎ । আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ২তীয় প্রশ্ন ৫ পটল ।

জ্ঞানকৃত হত্যাপরোধ ঠিক সেই সেই রূপেই পরিগৃহীত হইয়া থাকে, যেমন মতলব করিয়া হত্যা করা, বা আঘাতকারী যদি জানে যে হত্মমান ব্যক্তির প্লীহাদিতে রোগ আছে এবং ঐ স্থানে আঘাত করিলে হত্মমান ব্যক্তির মৃত্যু হওয়া সম্ভব এক্ষণে জ্ঞান সঙ্গে যদি সেই স্থানে গুরুতর আঘাত হয়, বা রোগাদি না থাকিলেও যে আঘাত দ্বারা সাধারণতঃ মৃত্যু হওয়া সম্ভব, মতলবপূর্বক যদি তাদৃশ আঘাত হয় যেমন মস্তকাদিতে আঘাত, বা মারিবার অভিপ্রায় না রাখিয়া মৃত্যুজনক কার্য্য যদি করে, যে সময়ে সে জানে ইহা দ্বারা হত্যা ঘটবার সম্ভবনা আছে, যেমন আকস্মিক উদ্বে-
জন্য ফলে জনতার ভিতরে গুলি বা লাঠী প্রয়োগ করা। এগুলি ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডে নরহত্যাপরোধ ধারায় উক্ত হইয়াছে, এবং এগুলি হিন্দু শাস্ত্রেও জ্ঞানকৃত পাপ বা অপরাধের অন্তঃপাতী।

হিন্দুশাস্ত্রে জ্ঞানকৃত অপরাধের বিচার স্থলে বলিয়াছেন, যে স্থলে জ্ঞান ও কামনা দুইই আছে সেই স্থলে অপরাধ জ্ঞানকৃত, যেমন ব্রাহ্মণ বলিয়া জানে এবং তাহাকে যদি হত্যা করে তবে তাহা জ্ঞানকৃত ব্রহ্মহত্যা, যেহেতু তথায় ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান ও হত্যার কামনা দুই আছে, যে স্থলে শূদ্রভ্রমে ব্রহ্মহত্যা করিবে সে স্থলে জ্ঞানকৃত ব্রহ্ম হত্যা নয় যেহেতু সে স্থলে হত্যার কামনা আছে কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান নাই, তবে ব্যক্তিমাাত্র জ্ঞান থাকায় সাধারণ নরহত্যাপরোধ হইবে। এবং সেস্থলে অজ্ঞান-
কৃত ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, কারণ প্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়স্থলেই প্রযুক্ত আছে। তবেই মতলব পূর্বক অপরাধ মাত্রই জ্ঞানকৃত অপরাধ। পশুপক্ষী প্রভৃতি মারিবারজন্তু প্রক্ষিপ্ত বাণ বা গুলি দ্বারা যদি নরহত্যা ঘটে তবে সে স্থলে বাণাদির প্রক্ষেপ্তা হত্যাপরোধে অপরাধী হইবে না, যেহেতু সে স্থলে অভিসন্ধি নাই। পরন্তু সেস্থলেও অজ্ঞানকৃত হত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে

হইবে। যেহেতু জ্ঞান অজ্ঞান বা বলাৎকার সর্বত্রই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। এবং অভিসন্ধি ব্যতীত কারণান্তরে স্থাপিত বিষ ভোজনপূর্বক যদি কেহ মরে, বা ব্যাঙ্গাদিবধের জন্ত স্থাপিত যন্ত্রাদিতে যদি অন্তের মৃত্যু ঘটে, বা সছদ্দেশে কৃত কুপ খাতাদিতে পড়িয়া যদি কেহ মরে তবে কুপাদিকর্তা ঐ ঐ ব্যক্তি হত্যাপরাদী হইবে না, এবং ঐ ঐ স্থলে প্রায়শ্চিত্তও করিতে হইবে না, মরণাভিসন্ধানপূর্বক কুপাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিলে হত্যাপরাদী হইবে, এবং এরূপ সংশয় স্থলে যন্ত্রাদি স্থাপিত হইয়াছে যে স্থলে মরণ শঙ্কা বলবতী আছে সে স্থলে যদি কেহ মরে তবে যন্ত্রাদির স্থাপনকর্তা হত্যাপরাদী হইবে যেহেতু সেস্থলে পক্ষান্তরে মরণাভিসন্ধান রহিয়াছে, জনতার ভিতরে গুলি বা লাঠি চালানর স্থায় (১)। পিনাল কোডে হত্যা-পরাদের ব্যতিরিক্ত স্থল (Exception) বলিয়াছেন, ভ্রমক্রমে বা দৈবাৎ যদি হত্যা ঘটে তবে হত্যাপরাদ হইবে না হিন্দুশাস্ত্রেও ঠিক ইহার অনুরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তাহা সচরিত্রের পক্ষে বলিয়াছেন। (২) এবং অপরাধের সামান্যতাব বলিয়াছেন কেবল হত্যা বলিয়া নয়।

ইংরাজি আইনে দেখা যায়, মতলবপূর্বক না হইয়া আত্মরক্ষার্থ সীমা অতিক্রম না করিয়া যদি হত্যা করে তবে তাহা হত্যাপরাদ নয়। হিন্দু আইনেও এইরূপ ছিল, যেমন প্রাণাত্যয় স্থলে যদি অকার্য্য করিয়া ফেলে তবে সেস্থলে দণ্ড হইবে না। (৩) এতদ্ব্যতীত আততায়ীক্ষেত্রে

(১) প্রায়শ্চিত্তবিধেক ব্রহ্মহত্যাশ্রকরণ দৃষ্টব্য।

(২) সন্দেহভানাস্ত সর্বেষামপরাধাধাঃ । ভলোং ।

অবশেনৈব দৈবাৎ তত্র দণ্ডঃ ন কল্পয়েৎ । কাষ্ঠ্যয়ন বিবাদয়তাকর ।

অবশেন ভয়াদিবশাৎ, দৈবাৎ প্রমাণাৎ । দণ্ডোৎকর্ষাদি শ্রকরণ ।

(৩) প্রাণাত্যয়ে তু যত্র শ্রাদ্ধকাৰ্য্য করণং কৃতং ।

দণ্ডস্তত্র হু নৈবস্তাদেযধর্মঃ স্মৃতো ভূগুঃ । বিবাদয়তাকর, দণ্ডোৎকর্ষাদিতঃ ।

কোন বিচার না করিয়া হত্যা করিতে পারে, তাহাতেও অপরাধ হইবে না। অগ্নি ও বিষদাতা, শস্ত্রপাণি, ধন ক্ষেত্র, বা স্ত্রীঅপহারী প্রভৃতিকে আততায়ী বলে, আততায়ী ব্যক্তি গুরু বালক বৃদ্ধ এমন কি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হইলেও বিচার না করিয়াই তাহাকে বধ করিবার বিধি ছিল (১), তাহাতে হত্যাপরাধ হয় না, এবং শাস্ত্র বিহিত তাড়নাদি করিলে শিষ্য বা পুত্রাদি যদি মরিয়া যায়, তবে তাড়নাদি কর্ত্তা হত্যাপরাধী হইবে না, কেননা দাস দাসী ভাৰ্য্যা পুত্র বা শিষ্য ইহারা অপরাধ করিলে অভিভাবকগণ রজ্জু বা বেণুদল দ্বারা তাহাদিগকে তাড়না করিতে পারেন তবে তাহাদের নিম্ন অঙ্গে প্রহার করিবে কদাচ মস্তকে প্রহার করিবে না মস্তকাদিতে প্রহার করিলে প্রহারকর্ত্তা চৌর্য্য অপরাধে লিপ্ত হইবেন।

হিন্দুশাস্ত্র আততায়ী স্থলে আরও বিচার করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পূর্বে অপকৃত হয় নাই সে যদি আততায়ী হইয়া আসে তবেই তাহাকে অবিচারে হত্যা করিতে পারে, এবং তাহার বধে অপরাধ ঘটিবে না, কিন্তু পূর্বে অপকৃত হইয়া প্রত্যাপকার করিতে আসিলে তাদৃশ আততায়ী বধে হত্যাপরাধ ঘটিবে ইহা হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, এবং ইহা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে, ইংরাজি আইনে অপকৃত ব্যক্তির প্রত্যাপকার করিবার অধিকার নাই, সে ধর্ম্মাধিকরণে জানাইতে পারে, প্রত্যাপকার করিতে যাইলে আততায়ী মধ্যে পরিগণিত হইবে এবং তাহাকে বধ করিলে বধাপরাধ হইবে না। হিন্দুশাস্ত্রে আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আততায়ী ব্যক্তি যদি ইচ্ছমান ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকগুণবান্ হনেন তবে তাদৃশ আততায়ীকে হত্যা করা নিষেধ, এই জন্তই ভরবঙ্গীতায় অর্জুন বলিয়াছেন, ভীষ্ম দ্রোণাদি আততায়ী

(১) গুরুংবালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুকৃতং।

আততায়িনম্যাস্তং হন্যাৎদেবাবিচারয়ত্। মনু ৮ম, ৩০০

হইলেও তাহাদিগকে হত্যা করিলে আমাদের পাপ হইবে। (১) এস্থলে আততায়ীর জ্ঞা ও বিদ্ভাদি দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বই অবধ্যতার হেতু।

ঘাতক কাহাকে বলে

ঘাতক সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, হত্যা উদ্দেশে শস্ত্রধারী হইয়া যদি বহুব্যক্তি মিলিত হইয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে একজনের আঘাতে হত্যা সাধিত হয় সে স্থলেও সকলেই ঘাতক নামে অভিহিত। এই ঘাতক বা বধী পাঁচ প্রকার, কর্তা, প্রযোজক, অনুমন্তা, অনুগ্রাহক, ও নিমন্তী, ঘাতক পঞ্চবিধ স্থির করায় ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় শাস্ত্রপারিগণিত বহুনিষ্পাদক মাত্রই ঘাতক, শাস্ত্র পরিগণিত একথা বলায় বাণ প্রস্তুতকারী বা বন্দুকাদি প্রস্তুতকারী ব্যক্তি পরম্পরায় বধ কার্যের সাহায্যকারী হইলেও ঘাতক মধ্যে পরিগণিত নয়। কেননা তাহারা শাস্ত্রপরিগণিত ঘাতক বলিয়া নিদিষ্ট নয়। প্রযোজক দ্বিবধ, স্বতঃপ্রবৃত্ত পুরুষকে বেস্তনাদি দ্বারা যিনি প্রবর্তন করেন এবং স্বতই প্রবৃত্ত পুরুষকে মন্ত্রণা উপায় বা উপদেশাদি দ্বারা যিনি প্রোৎসাহিত করেন। প্রথমোক্ত প্রযোজক, কোন কোন মতে সাক্ষাৎ ঘাতক অর্থাৎ কর্তার মধ্যে পরিগণিত। বধ্যব্যক্তির পলায়নাদির প্রতিরোধক, বা স্বল্পপ্রত্যুত্তকে অনুগ্রাহক বলে, অনুমন্তাও দ্বিবিধ, কোন ব্যক্তি বিরুদ্ধ থাকায় যদি হত্যা কার্য সাধিত না হইতে পারে তাহার নিরোধকারী ব্যক্তি একপ্রকার অনুমন্তা, এবং আমি এই ব্যক্তিকে হত্যা করিতেছি এইরূপ বলণে নিকটস্থ ব্যক্তি যদি একেবারেই কোনরূপ

নিষেধ না করে সে ব্যক্তিও অনুমত্তা বলিয়া পরিগণিত অর্থাৎ নিষেধের সামর্থ্য সত্ত্বে নিষেধ না করা অনুমতির মধ্যে। (১)

ধনাদি অপহরণ করিলে অমুক নিশ্চয়ই মরিবে এরূপ অভিসন্ধি সত্ত্বে অত্যাধিকারক কোন ব্যক্তির ধনাদি অপহরণ করিলে সে ন্যায় প্রার্থনায় বাহ্যকে উদ্দেশ্য পূর্বক প্রাণত্যাগ করিবে সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিমিত্তী বলে এবং আত্মবাতী পুরুষের আত্মহত্যার অনুকূলে যদি কেহ অভিসন্ধিপূর্বক ক্রোধ উৎপাদন করিয়া দেয় সেও নিমিত্তী নামক যাতক। কোন কোন নতে সাক্ষাৎ কর্তা প্রযোজক ও অনুমত্তা এই তিন প্রকারই যাতক, অপর দুইটি এই তিনের অন্তর্গত, আপত্ত্বধর্ম্মমূত্র এই তিন প্রকারেরই উল্লেখ করিয়াছেন। (২)

যাতক পাঁচ প্রকার হইলেও ইহাদের রাজদণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত বিধি সকলের পক্ষে সমান নয়, হত্যা কার্য্যের ব্যবধান ও অব্যবধান অনুসারে দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য হইবে।

বহু ব্যক্তি মিলিত হইয়া একজনের অঙ্গভঙ্গাদি করিলে বা বধ করিলে প্রত্যেকের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। (৩) এই দণ্ড সর্ব্ব বিষয়ে বৃদ্ধিতে হইবে, কারণ হস্তা ও হস্তমানের মধ্যে উত্তম বর্ণ ও অধম বর্ণ (ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি) ভেদ থাকিলে দণ্ড, দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুগুণরূপ অবস্থা ভেদে কল্পনা করিয়া প্রয়োগ করিবার বিধি ছিল। জাতির প্রতিলোম অনুলোমভেদে বাক্-

(২) পরবচনমশ্রুতিবিদ্ধ মনুসং ভবতীতি ন্যায়বিদঃ।

(১) প্রয়োজ্যতা অনুমত্তা, কর্ত্তেতি স্বর্গমরক ফলে

কর্ম্মহস্তাগিনঃ। যোভূয় আরভতে ত সন্ ফল বিশেষঃ। আপত্ত্বধর্ম্মমূত্র,

(৩) সমুৎস্থঃ প্রবৃত্তান্তপাপেব পুরুষাধনাঃ।

বথোক্তা দ্বিগুণদণ্ডঃ একৈকস্ত প্রযজ্যয়েৎ। বিবাদমুদ্বাকর।

“একত্রতাং বহুনাঞ্চযথোক্তা দ্বিগুণোদঃ”। যাজ্ঞবল্ক্য, তাঃ দঃ ২২।

মহাওনৈস্তকঃ ব্রহ্মো এতৌবং দ্বিগুণোদনঃ কোটিয়া ও আদি, ২১ অ।

পাক্ষ্য অর্থাৎ গালাগালি অপরাধে ষে রূপ দণ্ড কল্পনীয়, দণ্ডপাক্ষ্য অর্থাৎ মারামারি অপরাধেও তজ্রূপ। এই দণ্ড কল্পনা করিবার রীতি পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। বিশেষ এই, যে যে অপরাধে প্রাণ দণ্ডের বিধান আছে সেস্থলে হিন্দুশাস্ত্রে প্রাণদণ্ড ও অর্থদণ্ড উভয়ই প্রযুক্ত হইবে ইহা পাওয়া যায়, যেমন বৃহস্পতি বলেন (১) বধার্হ বাক্তি একশত সুবর্ণমুদ্রা জরিবানা দিবে, স্ততরাং অপরাধীর নিকট হইতে অর্থ দণ্ড আদায় করিয়া পরে তাহার বধাদেশ হইত। তবে এই মত, সর্ষবাদী সম্মত বলা যায় না, কারণ, কোটিল্য মতে পাওয়া যায় কোন দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত পণ্ড, অথবা দেব প্রতিমা, বা মনুষ্য, ক্ষেত্র, গৃহ, সুবর্ণ রত্ন, বা শস্ত্র অপহরণ করিলে তাহার প্রতি উত্তম দণ্ড অর্থাৎ ১০৮ পণ জরিবানা অথবা বধদণ্ড আদেশ করিবে। এস্থলে দেখা যায় বধদণ্ডার্হ ব্যক্তির প্রতি অর্থদণ্ড বা বধদণ্ড ইহার বৈকল্পিক বিধান ও ছিল। (২) শস্ত্র হরণে বধদণ্ডাদেশ নানাশাস্ত্রে পাওয়া যায়, তবে দ্রব্যের পরিমাণ ও কার্যের অনুবন্ধাদি সেস্থলে বিচার করিয়া দণ্ডাদেশ হইত, কেননা বধদণ্ড বলিলে কেবল প্রাণদণ্ডই বুঝাইবে না ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে বেজাঘাত হইতে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত শরীর দণ্ড মাত্রই বধদণ্ড নামে শাস্ত্রে অভিহিত, স্ততরাং দশকুস্ত্র পরিমাণের অধিক ধান্য হরণ করিলে যে বধদণ্ড মনু বিধান করিয়াছেন, (৩) তাহাতে ঐরূপ চোরকে একেবারেই প্রাণদণ্ড দিবে না প্রথমে লঘুদণ্ড পরে অপরাধের গৌরব অনুসারে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত দেওয়ার বিধি ছিল। চৌর্য্য প্রকরণে এ বিষয় বিচারিত হইবে। তবে চৌর্য্যস্থলে প্রাণদণ্ডাদেশ বর্তমান শাসনে একেবারেই নাই।

(১) “বধার্হঃ সুবশাপতং দমং দাপ্যন্ত পুরুষঃ” বৃহস্পতি।

(২) কোটিল্য অর্থশাস্ত্র একাদ্রবধ নিষ্ক্রিয় প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

(৩) “ধান্যদশভ্যঃ কুস্ত্রেভ্যো হরতো হৃদিকংবধঃ”। মনু ৮ম, ৩২০।

আশু মৃতক পরীক্ষা

বর্তমান সময়ে যেমন করোনার কোর্ট (coroner's court) দ্বারা মৃতদেহের পরীক্ষা হয়, প্রাচীন ভারতেও তদ্রূপ মৃতদেহ পরীক্ষার প্রণালী পাওয়া যায়। (১) আশু মৃত ব্যক্তিকে তৈলাভ্যক্ত করিয়া পরীক্ষা করিবার বিধি ছিল। আশু মৃত ব্যক্তির মলমূত্র নির্গত, কোষ্ঠ চর্ম বায়ুপূর্ণ, হস্তপদ চক্ষু উন্মীলিত ও কণ্ঠদেশ শিথিলত দেখিলে তাহাকে স্বাসকদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলা বুঝিতে হইবে, তাদৃশ অবস্থায় যদি মৃত ব্যক্তির উরু ও বাহু সঙ্কুচিত থাকে তবে তাহাকে উদ্বন্ধন হত বলিয়া বুঝিবে, মৃত ব্যক্তির গুহদেশ ও চক্ষু নিম্নত, জিহ্বা দষ্ট ও উদর পূর্ণ, দেখিলে তাহাকে উদক হত অর্থাৎ জলে ডুবাইয়া মারা বুঝিবে। এবং মৃত ব্যক্তির হস্তপদ দন্ত ও নখ বিবর্ণ, এবং শরীরের মাংস রোম ও চর্ম শিথিল ও মুখ ফেনলিপ্ত থাকিলে তাহাকে বিষ হত বলিয়া বুঝিবে। তাদৃশ অবস্থায় দংশন স্থান শোণিতাবিশিষ্ট দোখলে সর্প বা বিষাক্তকীটহত বুঝিবে। এই প্রকারে শব দেহ সম্বন্ধে নানাবিধ পরীক্ষার প্রণালী প্রাচীন ভারতে ছিল এবং অর্থশাস্ত্রে ইহাও পাওয়া যায় যে, কাম ক্রোধাদি বশতঃ পুরুষ বা স্ত্রী যে কেহ, রজ্জু শস্ত্র বা বিষাদি দ্বারা আত্মহত্যা করিলে চণ্ডাল দ্বারা তাহাকে রাজমার্গে টানিয়া আনিবে এবং তাহার শ্মশান বিধি বা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিবে না পরন্তু যে করিবে তাহাকে সমাজচ্যুত করিবে, ধর্মশাস্ত্রানুসারেও তাহার এইরূপ বিধি, পরন্তু বর্তমান সময়ে আত্মঘাতীর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তাদিপূর্বক শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া প্রচলিত হইতেছে।

(১) কোটিল্য অর্থশাস্ত্র, “আশু মৃতক পরীক্ষা প্রকরণ” উষ্টব্য।

পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে, হিন্দুশাস্ত্রমতে যাহা অবৈধ তাহার অনুষ্ঠানে অপরাধ ও পাপ হয় কাজেই অপরাধানুসারে দণ্ড ও পাপানুসারে প্রায়শ্চিত্ত উভয়বিধ দণ্ডই রাজ্য ও সমাজ শাসনের অনুকূলে হিন্দুশাস্ত্র বিধান করিয়াছেন, আত্মঘাতীর পক্ষে রাজদণ্ড সম্ভাবিত নাই, তাহার পাপকরের জন্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে যাহা করলে পাপী প্রেতাত্মা আত্মহত্যা জন্ত পাপের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইয়া জন্মান্তরীয় নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। এই জন্তই উপক্রমে উক্ত হইয়াছে যে, রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই হিন্দুশাস্ত্রমতে ফৌজদারী বিধির অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। এবং আত্মঘাতের উত্তম করিয়া আত্মঘাত করিতে না পারিলেও তাহাতে রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই বিহিত হইবে। (১) বর্তমান ফৌজদারী আইনেও আত্মঘাতোত্তমে রাজদণ্ডের বিধান আছে।

হত্যাপরোধে ঘাতক ব্যক্তিকে জানিতে না পারিলে, মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানিয়া তাহার পুত্র ও বন্ধুবান্ধবকে মৃত ব্যক্তির সহিত কাহারও কলহ ছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিবার বিধি ছিল। এবং তাহার স্ত্রী যদি ব্যভিচারিণী হয় তাহাকে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করিবে এবং হত্যাস্থানের সমীপস্থ ব্যক্তিগণকে ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করিবে, মৃত ব্যক্তির সহিত কাহারও শত্রুতা থাকিলে তাহাকে ধরিয়া ঘাতকের অনুসন্ধান রাজপুরুষগণ করিতে পারিতেন এবং আশঙ্কা করিয়া কোন ব্যক্তিকে ধরিলে সে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত শপথাদি দ্বারা আত্মগোপন প্রমাণ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিত। ঘাতককে সম্যকরূপে জানিতে পারিলে তাহার সহায় ও

(১) জলায়ুৎকন ভ্রষ্টাঃ প্রভজ্যানশনচ্যুতাঃ।

বিষ প্রপতন শ্রাদ্ধ শস্ত্রঘাতচ্যুতাস্তি যে।

সর্ব্বোত্তে প্রত্যবাসতাঃ সর্ব্বধর্ম্মবাহকৃতাঃ।

চাত্রায়ণেন শুধ্যমুণ্ডপুচ্ছ ধরেনবা। বন, প্রায়শ্চিত্ত বিবেক।

বান্ধবগণ বাহারা সাহসকারী ঘাতক জানিয়াও তাহাকে পারিত্যাগ করে নাই তাহাদিগের সহিত বিচিত্র ও জনসাধারণের উদ্বেগজনক বধোপায় দ্বারা ঘাতকে রাজা হত্যা করিতেন, উক্ত সগায় ও বান্ধবগণ ঘাতকের অভ্যস্ত সম্মিহিত হইলে এইরূপ দণ্ডদেশের বিধি হইত, অতথা সহায় বা বান্ধবগণ যদি ঘাতকের সহিত ব্যবাহিত থাকে তবে তাহারা পূর্বোক্ত প্রযোজক বা অনুগ্রাহক প্রভৃতির অন্তর্গতরূপে অপরাধের গুরু-লঘুতানুসারে দণ্ডের নূনতা ভোগ করিত। (১)

ক্লেশকর উপায়ে অথবা ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বা প্রহার দ্বারা গর্ভনাশ করিলে প্রথমসাহস, মধ্যমসাহস, ও উত্তমসাহস দণ্ড, ক্রমান্বয়ে গর্ভপাতকারীর প্রতি বিধান ছিল এবং গর্ভপাত করাইতে গিয়া যদি গর্ভিনীও হত হইত তাহার প্রতি বিচিত্র বধের আদেশ হইত। তবে বর্ণভেদে গর্ভপাতের দণ্ডের তৈষ্য ছিল ইহা পাওয়া যায়। হত্যাকারী ব্যক্তির নিকট হইতে মাত্র অর্থদণ্ড গ্রহণ করিয়া নিষ্কৃতি দিবার ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু শাস্ত্রে একেবারেই ছিল না। হত্যা প্রকাশ্যেই হউক বা অপ্রকাশ্যেই হউক লোকহিতকারী রাজা তাহাকে কখনই মুক্তি দিবেন না। ভয়প্রযুক্ত বা লোভবশতঃ রাজা ঘাতকের প্রতি বধাদেশ না করিলে তাঁহার রাজ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। (২)

স্ত্রীজ্ঞাতি পাতি গুরু বা প্রজা হত্যা করিলে বা অগ্নি বা বিষ দ্বারা গৃহ

(১) অবিজ্ঞাত হতস্তাপ্ত কলহং স্তবদ্বন্দ্ববাঃ।

ঔষ্টব্য বোষিতশাস্ত্র পরপুংসিরতাঃ পৃথক্।

স্ত্রীদ্রব্য বৃত্তিকামোবা কেন বা সাহসং গতঃ।

ভৎপ্রদেশ সনাসন্নং পৃচ্ছেৎপি শনৈঃ শনৈঃ। ইত্যাদি, বিবাদদ্বন্দ্বকর

ঘাত কাণ্ডেণ তরঙ্গ দেখ।

(২) বিবাদ ব্রহ্মকর সাহস তরঙ্গ দেখ।

দাহ বা লোক হত্যা করিলে বা সন্ধিচ্ছেদ করিলে গোদ্বারা তাহার শরীর বিদারণ করিয়া ফেলা রাজদণ্ড ছিল কিন্তু জী জাতি গভিণী হইলে প্রসবের পর ঐ রাজদণ্ড বিহিত হইত, (১) প্রায়শ্চিত্ত স্থলে ব্যভিচার দোষেও দেখা যায়, গভিণীজীলোক ব্যভিচার করিলে গর্ভপাত শাস্ত্য প্রসবের পর প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি আছে, তবে ঐ প্রায়শ্চিত্ত মুখ্যরূপে অনুষ্ঠানেই ঐরূপ বিধির সম্ভাবনা, অনুকল্প স্থলে অধিকার থাকিলেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা যে কোন সময় হইতে পারে। (২) এই দৃষ্টান্তে সর্বত্র মুখ্য প্রায়শ্চিত্তস্থলেই প্রসবের পর গভিণীর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা অনুভবনীয়।

স্বেয় বা চৌর্য্য অপরাধ (Theft)

চৌর্য্য কাহাকে বলে এ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্র সুন্দর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কেহ বলেন, গুপ্ত বা প্রকাশ্য ভাবে দিবা বা রাত্রিকালে পরদ্রব্য হরণের নাম চৌর্য্য, (৩) কিন্তু শব্দার্থ বিচার করিয়া দেখিলে ইহা প্রকৃত চৌর্য্য লক্ষণ হয় না, কারণ পরদ্রব্য হরণ শব্দের অর্থ কি? পরদ্রব্য হরণ শব্দে যদি পরদ্রব্যে স্বত্ব স্থাপন করা একরূপ অর্থ হয়, তাহা হইলে লক্ষণে দোষ হইল কেননা, চৌর্য্য দ্বারা কাহারও স্বত্ব হয় না, হরণ অর্থে অপ্রকাশ করা, বা আমি লই নাই একরূপ অগলাপ করাও বলা যায় না, কারণ উক্ত লক্ষণে প্রকাশ্য গ্রহণেও চৌর্য্য হয় ইহা বলা হইয়াছে, পরের দ্রব্য

- (১) অগভিণীং গভিণীং মাসাবর প্রজাতাং পতিগুরুপ্রজা ব্যতিক্রম্য অগ্নিবিষদাং সন্ধিচ্ছেদিকাম বা গোভঃ পাটয়েৎ । কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র ।
- (২) অন্তরুদ্রীত্ব যা নারী সমেতাক্রম্য কামিনা ।
প্রায়শ্চিত্তং ন কুৰ্য্যাস্মা যাবদ্ গর্ভো ন নিঃসৃতঃ ॥ মিতাকরা প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় ।
- (৩) প্রচ্ছন্নং বা প্রকাশ্যম্ভা রাত্রে বা যাদি বা দিবা ।
যৎপরদ্রব্য হরণং তেদং তৎপরিকীৰ্ত্তিতং ॥ শূলপানিধৃত কাত্যায়ন ।

স্থানান্তরে সহাইয়া রাখার নাম হরণ ইহাও হরণ শব্দের অর্থ হয় না, কারণ, যেস্থলে কোন ব্যক্তির নিক্ষেপ, (গচ্ছিত রাখা বস্তু) বাহ্য স্ব স্থানেই আছে তাহা অপলাপ করিলে ঐ লক্ষণানুসারে চৌর্য্য হয় না কেননা সেস্থলে নিক্ষেপ বস্তু স্থানান্তরে অপসারিত হয় নাই, অতএব উক্তরূপ লক্ষণকে প্রকৃত চৌর্য্য লক্ষণ বলা যায় না।

অত্র কেহ বলেন পরের দ্রব্য পরের অনুমতি ব্যতীত স্বত্ব স্থাপন করাকে চৌর্য্য বলে, স্মার্ত্তরঘুনন্দনভট্টাচার্য্য ও ভবদেবভট্ট, এই মত সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে চোরেরও স্বত্ব হয়, অতএব চোরও চোরিতদ্রব্যের স্বামী হইতে পারে তবে সে অপ্রশস্ত স্বামী ইহা বলিতে হইবে, কেননা চোর যদি চোরিতদ্রব্য বিক্রয় করিয়া ধরা পড়ে তবে সেই দ্রব্য পূর্ব্বস্বামী প্রাপ্ত হইবেন, এবং তাহা অস্বামিবিক্রীত অর্থাৎ অপ্রশস্ত স্বামি-বিক্রীত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। (১) এস্থলে অস্বামী শব্দের অর্থ অপ্রশস্ত স্বামী, নঞর্থ অপ্রাশস্ত্য, এই মতে তাঁহারা চোরের স্বত্ব বিষয়ে প্রমাণ বলেন যে, কোন ও ব্যক্তি খাওয়াভাবে জীবন ধারণে অসমর্থ হইলে সে দস্যু বা চণ্ডালাদির দ্রব্য হরণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে, যাজ্ঞবল্ক্যও বর্ণিয়াছেন বুভুক্ষিত ব্যক্তি খাওয়াভাবে তিন দিন উপবাসের পর ব্রাহ্মণ ভিন্ন ব্যক্তির দ্রব্য হরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, মনুও এই মত সমর্থন করিয়াছেন এবং সেই চোরিতদ্রব্য দ্বারা বলিবেশ্বদেব কৰ্ম্মও হইতে পারে ইহাও উক্ত আছে। (২) তবে ঐ নিম্ন নিতান্ত অণক্তের পক্ষে, সমর্থ পক্ষে চৌর্য্য নরক হয় ইহার যথেষ্ট

(১) “দ্রব্যমস্বামিবিক্রীতং পূর্ব্বস্বামী সমাপ্নুয়াৎ।” যাজ্ঞবল্ক্য, অস্বামিবিক্রয় প্রঃ ১৬।

শ্লোক টীকা দেখ।

(২) তথৈব সপ্তমে ভক্তে ভক্তানি বড়নস্তা।

অ যন্তন বিধানেন হর্তব্যং হীন কৰ্ম্মণঃ ॥ শুদ্ধিতত্ত্বত মনু।

প্রমাণ স্বাক্ষর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও প্রদর্শন করাইয়াছেন। তবেই হরণ করার বিধি ও হৃতদ্রব্য দ্বারা বৈদিক কৰ্ম্মের বিধান থাকায় হৃতদ্রব্যে চোরের স্বত্ব অবিসম্বাদী।

কিন্তু এই চৌর্য্যস্বত্ববাদ সমীচীন বলা যায় না, পরদ্রব্যে পরের অনু-মতি ব্যতিরেকে স্বত্ব স্থাপন করাকে যে চৌর্য্য বলিয়াছেন উহা প্রকৃত চৌর্য্য লক্ষণ হইতে পারে না। কেননা স্বত্ব কাহাকে বলে, প্রাচীনমতানু-সারে ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার্য্য যদি স্বত্ব হয় তবে অব্যবহারকালে স্বত্বাভাব প্রতীতি হয়, ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার যোগ্য বলিয়া যাহা শাস্ত্রবোধাত্ম তাহাই স্বত্ব, এরূপ যদি স্বত্বের লক্ষণ হয় তবে বুঝিতে হইবে চৌর্য্য বিষয়ে কোন শাস্ত্র নাই, এবং কোন স্মৃতিকারই চৌর্য্যকে অৰ্জ্জন অর্থাৎ স্বত্ব হেতু ভূত ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

যদ্যপি শাস্ত্রকারগণ অৰ্জ্জন অর্থাৎ স্বত্ব হেতু ভূত ব্যাপার ত্রিবিধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, যথা সাম্প্রিক, রাজসিক, ও তামসিক, এবং প্রত্যেকটিই আবার সাত প্রকার, এবং ঐ ত্রিবিধ অৰ্জ্জন উপায়ে অৰ্জ্জিত দ্রব্য ও ত্রিবিধ এবং প্রত্যেক দ্রব্যই সাত প্রকার যেমন শাস্ত্রজ্ঞান, শৌর্য্য, তপস্শ্রা, বিবাহ, শিশু, বজ্রমান এবং উত্তরাধিকার সূত্রে যাহা অৰ্জ্জিত হয় তাহা সাম্প্রিক দ্রব্য, এবং সূদ, কৃষি, বাণিজ্য, শুল্ক, গান, পরের তোষামোদ বা কৃতোপকার ব্যক্তি হইতে যাহা অৰ্জ্জিত হয় তাহা রাজসিক দ্রব্য, এবং পার্থিক, দ্যূত, চৌর্য্য, আস্তি, প্রতিরূপক, সাহস, ও চলনাপূরক যাহা অৰ্জ্জিত হয় তাহা তামস দ্রব্য, (১) সুতরাং পাওয়া যাইতেছে চৌর্য্যও এক বিধ

(১) দানের অপাত্র ব্যক্তি যদি আমি দানপাত্র এরূপ প্রকাশ করিয়া অর্থ অৰ্জ্জন করেন তিনি পার্থিক, পর পীড়াকে আস্তি বলে, কৃত্রিম রত্নাদিকে প্রাতরূপক বলে, সমুদ্র যান বা পর্ব্বতাদি আরোহণাদিকে সাহস বলে, ব্রাহ্মণ বেশে শূদ্র অৰ্জ্জন করিলে, তাহাকে চলন্য বলে।

পার্থিক দ্যূত চৌর্য্যস্তি প্রতিরূপক সাহসৈঃ।

ব্যাকেনোপার্জিতং যৎযজ্ঞং কৃকং সমুদ্রজতং॥ শূলপাণি বৃত্ত, ধিকুধদোত্তর।

অর্জন বটে তবে তাহা তামস, এবং চৌর্য্য দ্বারা অর্জিত দ্রব্য তামস দ্রব্য নামে অভিহিত, তথাপি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে এখানে চৌর্য্য শব্দে মুখ্য চৌর্য্য নহে গোণ চৌর্য্য, যে স্থলে পথে কোন দ্রব্য পতিত থাকে অথচ তাহার স্বামী জানি না এরূপ ক্ষেত্রে সে দ্রব্য গ্রহণ করাও একপ্রকার চৌর্য্য পরন্তু ইহা মুখ্য চৌর্য্য হইতে পারে না এ স্থলে সেইরূপ চৌর্য্যই উক্ত হইয়াছে, ইহাকে মুখ্য চৌর্য্য বলিলে চৌর্য্যের প্রকৃত লক্ষণে যথেষ্ট দোষ ঘটে, মনে কর, পর ও নিজের অনেকগুলি অঙ্গুরীয় একসঙ্গে আছে তাহার মধ্য হইতে নিজের অঙ্গুরীয় ভ্রমে যদি পরের অঙ্গুরীয়টি বিক্রয় করি তবে আমি চোর কিনা? তোমার চৌর্য্য লক্ষণে আমি চোর, কেননা পরের দ্রব্যে পরের অল্পমত ব্যতীত স্বত্বস্থাপন করা এস্থলেও হইয়াছে, এবং অবিত্তক ভ্রাতৃগণ মধ্যে কোন ভ্রাতা সাধারণ সম্পত্তির কোন অংশ অপহবপূর্ব্বক বিক্রয় বা ভোগ করিলে সেস্থলেও উক্ত চৌর্য্য লক্ষণ ঘটিয়া যায়, পরন্তু সেস্থলে প্রকৃতই চৌর্য্য হইবে না। এপক্ষে হলায়ুধ, বিশ্বরূপ, শূলপাণি, জীমূতবাহন বাচস্পতিমিশ্র, প্রভৃতি সকলেই একমত, আর্ভ-রঘুনন্দনও এপক্ষে একমত্যা গ্রহণ করিয়াছেন কারণ তন্মতে চৌর্য্য লক্ষণে পরদ্রব্য অর্থে পর মাত্রেয় দ্রব্য, অবিত্তক ধন, পরমাত্রেয় দ্রব্য নয়, বর্তমান রাজ নিয়মেও সাধারণ দ্রব্যাপহারীর চৌর্য্যহিসাবে কোন রাজদণ্ড নাই। কেবল মিতাকরাকার ও বালক প্রভৃতি কতিপয় নিবন্ধকারই সাধারণধনাপহারস্থলে চৌর্য্য স্বীকার করিয়াছেন, কারণ তাঁহাদের মতে ধন স্বামী প্রভৃতির অসমক্ষে বন্ধনাপূর্ব্বক পরদ্রব্য হরণ, বা ধনস্বামীর সমক্ষে তাহার দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ভয়ে আমি ইহা লই নাই এইরূপ সঙ্কো-পন করা, এই উভয়ই স্তেয়।

বিভাগের পূর্বে সাধারণ সম্পত্তির অংশ বিশেষ কোন অংশী গোপন করিয়া পরে প্রকাশ পাইলে গোপনকারী ব্যক্তিকে রাজা বলপূর্ব্বক দেওয়াই-

বেন না বরং মিষ্টবাক্যে দেওয়াইবেন, এবং বাহা ভুক্ত হইয়াছে তাহাও সে দিতে বাধ্য হইবে না বরং প্রকাশিত অবশিষ্ট অংশের ভাগও সে পাইবে, যদি তাহার চৌর্য্য সিদ্ধ হইত তাহা হইলে মিষ্টবাক্যে দেওয়ান দূরের কথা তাহার বিশেষরূপ রাজদণ্ডও হইত। (১) সুতরাং পরের দ্রব্যে পরের অনুমতি ব্যতীত স্বত্বস্থাপন করাকে চৌর্য্য বলা যায় না।

প্রকৃত চৌর্য্যের লক্ষণ এই, পরদ্রব্য বলিয়া বিশেষরূপ জ্ঞান সত্ত্বে সেই দ্রব্য, তাহার বিনা অনুমতিতে ইহা আমার ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার্য্য এই বুদ্ধিতে ব্যবহার করার নাম চৌর্য্য। উক্ত ব্যবহার, মানদসংকল্পরূপই হউক বা কাস্মিকদানবিক্রয়াদিরূপই হউক উভয়থাই চৌর্য্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অবিশক্ত সাধারণ সম্পত্তির অপহরণ চৌর্য্য হইল না কারণ, সে স্থলে এই সম্পত্তির মধ্যে কোন্ অংশ আমার কোন্ টুকু বা পরের ইহার বিশেষরূপ জ্ঞান নাই, যে হেতু তাহার ভাগ হয় নাই। এবং ইহা আমার নিজস্ব এরূপ ভ্রমে যদি পরদ্রব্য বিক্রয় করা যায় তাহা চৌর্য্য হইল না, কারণ সেস্থলেও পরের দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান নাই এবং ভূনিধাত দ্রব্য, বাহা হিন্দুশাস্ত্রে নিধিনামে অর্থাৎ অস্বামিক বস্তু বলিয়া কথিত আছে সেই নিধি দ্রব্যের প্রাপ্তিতেও চৌর্য্য হইল না, কারণ, সে স্থলে ইহা পরের দ্রব্য এরূপ জ্ঞান নাই, কেননা তাহা অস্বামিকও হইতে পারে। এই ক্ষতই শাস্ত্রে উক্ত আছে, রাজা নিধিলাভ করিলে ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধাংশ দান করিবেন, পরন্তু বিদ্বান ব্রাহ্মণ নিধি লাভ করিলে তাহা সম্পূর্ণই ভোগ করিতে পারিবেন, কেননা ব্রাহ্মণ সকলের প্রভু। (২) এবং যে স্থলে বস্তু

(১) বহুনাগরতঃ দ্রব্যং বলায়ৈব প্রদাপয়েৎ ।

বৃদ্ধানাংবিভক্তানাং ভোগং নৈব প্রদাপয়েৎ ॥ কাত্যায়ন ।

“চৌর্যং প্রদাপ্যাপহৃতং বাতয়েৎ বিবিশৈবৈধেঃ ॥”

(২) রাজালঙ্ক । নিধিং দত্তাদ্বিজ্ঞেত্যোহর্দ্ধং দিভ্যঃ পূনঃ ।

বিদ্বানশেষবাদ্যন্তঃ স সর্বশ্চ প্রভুবতঃ ॥ বাজকক্য, ব্যবহার অঃ ৩৪ শ্লোক ।

চুরি করিয়া তাহার অঞ্চলে অজ্ঞাতভাবে সুবর্ণ প্রাপ্ত হয় সে স্থলেও জ্ঞানতঃ সুবর্ণাপহরণ হইবে না, কারণ অপহরণে স্বর্ণজ্ঞান নাই, যে স্থলে বা অসুবর্ণ বস্তু সুবর্ণ বুদ্ধিতে অপহরণ হয় সে স্থলেও সুবর্ণাপহরণ নয়, কারণ সেখানে ইচ্ছানুরূপ দান বিক্রয়াদি বিনিয়োগে, সুবর্ণ, ব্যবহার কর্ত্তে আসিতেছে না, তবে যে স্থলে সুবর্ণই পারদরসে লিপ্ত থাকায় সীসক বুদ্ধিতে অপহরণ হয়, সে স্থলে ইহা পরের, এরূপ জ্ঞান আছে এবং দান বিক্রয়াদি বিনিয়োগসংকল্পেও সুবর্ণই বিষয়ীভূত হইতেছে সেস্থলে সুবর্ণস্তেয় বটে তবে সুবর্ণ জ্ঞাতি জ্ঞান না থাকায় অজ্ঞানকৃত সুবর্ণাপহরণ বলিতে হইবে। বস্ত্রচৌর্য্যস্থলেও বস্ত্রাঞ্চল লব্ধ সুবর্ণে সুবর্ণাপহরণ না হইলেও ঐ সুবর্ণ যদি ইচ্ছানুরূপ বিনিয়োগে ব্যবহার করে তবে সেস্থলেও অজ্ঞানকৃত সুবর্ণাপহরণ হইবে, কিন্তু দান বিক্রয়াদি কায়িক ব্যবহারে অথবা আমি ইহা ব্যবহার করিব এরূপ মানস সংকল্পরূপ ব্যবহারে না আনিলে সুবর্ণাপহরণ হইবে না।

স্তেয় বা চৌর্যালক্ষণ উক্তরূপ স্পষ্ট হওয়ায় মনু যে অনাবৃত বনস্পতির ফলমূল হোমীয় কঠি বা গোগ্রাসার্থ তৃণ পরের হইলেও তাহার গ্রহণকে অস্তেয় বলিয়াছেন তাহা স্তেয় দোষ পরিহারের জন্য, বাস্তবিক স্তেয় হইবেনা। এরূপ তাৎপর্য্য সেস্থলে নয়। (১) চৌর্য্য, মুখ্য ও গোপ রূপে নানাবিধ, দাতার কথিত প্রমাণ অপেক্ষা অধিক প্রমাণ বস্তু গ্রহণ করা, নিক্ষেপ স্বামীকে না বলিয়া তাহার নিক্ষেপ বস্তু ব্যবহার করা, ভৃত্যকে বেতন না দেওয়া, যাচঞা করিয়া দ্রব্য আনয়ন করিয়া তাহা প্রত্যাৰ্পণ না করা, নিক্ষেপের অপলাপ করা, স্ববৃত্তিসম্ভবে অগ্নিবৃত্তি অবলম্বনে ধনো-

(১) বানস্পত্যং কলং মূলং দার্কীয়ার্থং তথৈবচ।

তৃণকপোভ্যো গ্রাসার্থমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ ॥ মনু ৮ম, ৩৩২।

পার্জন করা, অর্থাৎ দান করিবার জ্ঞান অঙ্গীকার করিয়া তাহা না দেওয়া, দেবতার নামে পরের ধন গ্রহণ করা, কুটুলাদ্বারা বিক্রয়াদি করা প্রভৃতি গোণ চৌর্য্য। (১)

এই গোণ ' মুখ্য চৌর্য্যভেদের উপরেই হিন্দুশাস্ত্রে তস্কর, প্রাচ্য ও প্রকাশ বিশেষণ দ্বারা দ্বিবিধ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা প্রকাশতস্কর ও অপ্রকাশ তস্কর। যাহারা কপট ভূলাদি দ্বারা ক্রেতার নিকট অর্থ হরণ করে, যে বৈজ্ঞানিক রোগ রুদ্ধ করিয়া তাহার নিকট হইতে অর্থ হরণ করে, যাহারা জুয়া খেলা করিয়া অর্থ অর্জন করে, যাহারা সভ্য হইয়া অর্থলোভে অন্ত্রায় বলে, যাহারা কার্য্যে অবিকার লাভ করিয়া উৎকোচ গ্রহণ করে, যাহারা শাস্তিরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া শাস্তি না করিয়াই অর্থগ্রহণ করে, কুটশয়ন কুটসাক্ষ্য বা কুটমূল্য ব্যবস্থাপনাদি দ্বারা বা ঐচ্ছিকালিক বিজ্ঞা প্রভৃতি দ্বারা যাহারা অর্থ হরণ করে, ভয়প্রদর্শন বা আশাদান পূর্ব্বক পরের ধন যাহারা গ্রহণ করে, এই জাতীয় তস্কর, প্রকাশতস্কর নামে অভিহিত, এবং সজ্জিচ্ছেদ, গ্রহিভেদ, বা রক্ষকের দৃষ্টিবঞ্চনা পূর্ব্বক যাহারা অপহরণ করে এতজ্জাতীয় ব্যক্তিগণ অপ্রকাশ তস্কর অর্থাৎ মুখ্য চৌর্য্য। (২)

৮০ রতি ব্রাহ্মণস্বর্গহরণ মহাপাতক পাপ, এবং গুরুতর অপরাধ,

(১) অদত্তাদানানভিনিস্কৃত গ্রহণাদিনির্দেশোপযোগ্যং

ভৃত্যেভ্যো ভৃত্যাদানাদ্ যাচিতানির্ধাতন্যং

ত্ৰাসাপনয়নাত ছদ্মব্যংসনায়্য অনুপায়গ্রহণাৎ

প্রতিশ্রুতাদান্যং দেবতাভিসন্ধানাচ্চেতিদশবিধঃ স্তেজঃ।

প্রাপ্তিস্ত্রবিবেক ধৃত, হারীত।

(২) মমু ৯ম ২৫৬ হইতে ২৬০ শ্লোক দ্রষ্টব্য—

ঐ পরিমিত ব্রাহ্মণস্বর্ণহরণে প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, স্বর্ণহরণে অনুবন্ধাদি বিবেচনা পূর্বক প্রাণান্তক রাজদণ্ডেরও বিধান আছে, সুতরাং এস্থলে রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই চলিতে পারে না, তবে প্রায়শ্চিত্তের অনুকল্প স্বীকার পূর্বক রাজদণ্ডের বিধান হইতে পারে, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে অতি গুরুতর অপরাধ হইলেও ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হইবে না সুতরাং অন্তর্জাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণের পক্ষে দণ্ড স্বল্প হইলেও সাধারণ বস্তুর চৌর্য্যে অন্তর্জাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণের দণ্ডাধিক্য হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি মনুই বলেন চৌর্য্যের গুণদোষজ্ঞ শূদ্র যদি চৌর্য্য করে, তবে যে বস্তু চুরিতে যে দণ্ড শাস্ত্রোক্ত, উক্তায় আট গুণ ঐ শূদ্রের দণ্ড হইবে, এতাদৃশ বৈশেষের ষোড়শ গুণ দণ্ড হইবে, ঐরূপ ক্ষত্রিয়ের ছত্রিশ গুণ দণ্ড হইবে, ঐরূপ ব্রাহ্মণের চৌষষ্টি গুণ দণ্ড হইবে, অথবা অতিশয় গুণবান্ ব্রাহ্মণের শতগুণ, তদপেক্ষা গুণবান্ ব্রাহ্মণের একগুণ আটশ গুণ দণ্ড হইবে। (১) পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা রাজদণ্ড বিধিও বর্ণাশ্রম ভেদে বিভিন্নরূপে প্রাচীন ভারতীয় রাজ্যে প্রবর্তিত ছিল, সুতরাং কোন স্থলে ব্রাহ্মণের দণ্ড স্বল্প, কোন কোন স্থলে বা অন্ত্যাপেক্ষা ব্রাহ্মণের দণ্ড অধিক। অশরিত বনস্পতির মূল ফল হোনিয় অগ্নির কাষ্ঠ গোত্রাসার্থ ভূণ হরণ করিলে চৌর্য্য হয় বটে তবে ঐ চৌর্য্যে কোন পাপ বা অপরাধ নাই কাজেই প্রায়শ্চিত্ত বা রাজদণ্ড নাই এ কথা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে।

বর্তমান ক্ষোভদারী আইনে চোর ধরা পড়িলে যদি চোরিত দ্রব্য পাওয়া যায় তবে ঐ দ্রব্য, দ্রব্যস্বামীকে দেওয়া হয় এবং চোর রাজদণ্ড প্রাপ্ত হয়। প্রাচীন ভারতে ঠিক এরূপ রীতি ছিল না তখন, পরীক্ষা

দ্বারা বা পরীক্ষা নিরপেক্ষে যদি কেহ চোর বলিয়া নিশ্চিত হইত, তবে তাহার নিকট হইতে চোরিত দ্রব্য পাওয়া যায় ভালই পাওয়া না বাইলেও চোরিত দ্রব্যের মূল্য কল্পনা করিয়া সেই মূল্য চোরের নিকট হইতে আদায় করিয়া দ্রব্যস্বামীকে দেওয়া হইত, পরে চোর রাজদণ্ড ভোগ করিত, এই রাজদণ্ড, অবস্থা ভেদে প্রথমসাহস মধ্যমসাহস ও উত্তমসাহস এমন কি অনুবন্ধাদি বিবেচনায় প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারিত। (১) আরও বিশেষ এই যে বর্তমান শাসন আইনে কেহ চোর বলিয়া ধৃত হইলে, সেই ধৃত ব্যক্তির কোন প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজন হয় না, যে চোর ধরিবে সেই ব্যক্তি (ফরিয়াদী) চোর বলিয়া প্রমাণ করিবে, অর্থাৎ প্রমাণের ভার সম্পূর্ণ ফরিয়াদীর উপর, আসামীর উপর নয় কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়, চোর আশঙ্কায় ধৃত ব্যক্তিকেও আমি চোর নই ইহা প্রমাণ করিতে হইত, প্রমাণ করিতে না পারিলে সে চোরদণ্ডভাগী হইত। (২) তবে আশঙ্কিত ব্যক্তির উপরে চৌর্য্যশঙ্কা সম্ভাবিত হইলেই সে আত্মশুদ্ধি প্রমাণ করিবে, অত্যাণা আত্মশুদ্ধি প্রমাণ করা সম্ভব হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের গুরুতর চৌর্য্যাপরাধে সচিহ্ন নির্বাসন দণ্ড ছিল প্রাণদণ্ড ছিল না, এই চিহ্ন ললাটদেশে দেওয়া হইত, ব্রাহ্মণ বিমাতৃগামী হইলে ললাটে যোনিচিহ্ন, সুরাপায়ী হইলে সুরা পাত্রের চিহ্ন, চোর হইলে কুকুরপদ চিহ্ন, ব্রহ্মঘাতী হইলে মস্তকস্থান পুরুষ চিহ্ন দেওয়া হইত, এই চিহ্ন যাবজ্জীবন স্থায়ী করিবার জন্ত তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা করা হইত, তবে যে ব্যক্তি দণ্ডের পর প্রায়শ্চিত্ত করিতে

(১) চৌর্য্য প্রদাপ্যাপহতঃ বাতয়েদ্বিবিধৈর্বধৈঃ।

সচিহ্নঃ ব্রাহ্মণং কৃতা স্বরাষ্ট্রাৎ বিশ্রবাসয়েৎ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য, শ্তেয়প্রকরণ ২০৭।

(২) গৃহীতঃ শঙ্করা চৌর্য্যে নাস্ত্রানং চেদ্বিশোধয়েৎ।

দাপয়িত্বা গতং দ্রব্যং চোরদণ্ডেন দণ্ডয়েৎ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য, শ্তেয়প্রকরণ ২৬৯।

ইচ্ছুক তাহাকে উক্তরূপে চিহ্নিত করা হইত না কেবল উক্তম সাহস দণ্ডই তাহার প্রতি বিহিত হইত, ইহা আমি পূর্বেও উক্ত করিয়াছি। (১)

প্রাচীন ভারতে চৌধ্যাবধয়ে আরও নীতি ছিল এই যে, যদি গ্রামের ভিতরে চুরি হইত তবে রাজ নিযুক্ত গ্রামপতি চৌর উপেক্ষা করার দোষে দোষী হইতেন সুতরাং গ্রামপতি চৌর ধরিয়া রাজাকে দিবেন, না পারিলে অপহৃত ধন, ধনস্বামীকে দিবেন, এবং যদি প্রমাণ করিতে পারেন চৌর গ্রাম হইতে নির্গত হইয়াছে অথাৎ গ্রামের ভিতরে নাই তবে যে গ্রামে চৌর প্রবেশ করিয়াছে সেই গ্রামপতিই চৌর ও হৃতদ্রব্য ধরিয়া দিবেন, এইরূপে মার্গপাল, সামন্ত, দিকপাল, পঞ্চগ্রাম বা দশগ্রাম হইতে চৌর ও চোরিতদ্রব্যের আদায় করা হইত, হহাদিগের নিকট হইতে হৃতদ্রব্য আদায়ের সম্ভাবনা না থাকিলে রাজা নিজের ধনাগার হইতেও ধনস্বামীকে অপহৃত ধনের সমান ধন প্রদান করিতেন। (২) তবে ইহাও ঠিক যে, ধনস্বামী নিজের ধন যে অপহৃত হইয়াছে ইহা প্রমাণ করিলে তবে ধন পাইতে পারিতেন। (৩) তবেই প্রাচীন ভারতে দেখা যায় চুরি হইলে গৃহস্থ চোরিতদ্রব্য প্রমাণ করিতে পারিলে, গৃহস্থের কোন ক্ষতি হইত না, দোষ হইত গ্রামরক্ষকের এবং গ্রামরক্ষকই চৌর ও চোরিত দ্রব্যের দায়ী হইতেন, এইরূপে মুসলমান রাজত্বকালেও ফৌজদারদিগের নিয়োগ পত্রে ঐরূপ স্থানীয় বিধান পরিলক্ষিত হয়। গ্রাম রক্ষক চোরিত দ্রব্যের দায়ী হওয়ার প্রাচীন ভারতে চুরির সংখ্যাও স্বল্প হইবার সম্ভাবনা করা যাইতে পারে, এবং চোরের সহিত গ্রামরক্ষকের কোনরূপ সংযোগ থাকাও সম্ভব হইত না। এইরূপ, পথের মধ্যে চুরি হইলে মার্গপাল এবং

(১) মনু ৯ম, ২৪০ দ্রষ্টব্য।

(২) চৌরহতমবাজভ্য বখাস্থানং গময়েৎ স্বকোশাধাদিত্যৎ। গৌতমধর্মসূত্র
১০অঃ, ৪৬। ৪৭ হুক্ত।

(৩) বাজবল্ক্য, স্তের প্রকরণ ২৭১। ২৭২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অন্তঃ হইলে যথানিয়মে পঞ্চগ্রামী প্রভৃতি চোর ও চোরিত দ্রব্যের দায়ী হইত।

শুদ্ধস্থানে নিযুক্ত পুরুষকে শুদ্ধাধ্যক্ষ বলে, স্থান রক্ষায় অধিকৃত পুরুষের নাম স্থানপাল, যদি শুদ্ধাধ্যক্ষ বা স্থানপাল পুরুষ, কোন নষ্ট বা অপহৃতদ্রব্য, প্রাপ্ত হইলেন এবং তত্তদ্রব্যের অনিকারী ব্যক্তিকে তৎকালে পাওয়া না যায় তবে রাজা সম্বৎসর কাল সেই দ্রব্য চতুর্দিকে ঘোষণা পূর্বক স্বয়ং রক্ষা করিবেন, সম্বৎসরের মধ্যে সেই সেই দ্রব্যের স্বামী উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে সেই দ্রব্য দিতেন, সম্বৎসর অতীত হইলে রাজা তত্তদ্রব্যের অধিগন্তা অর্থাৎ লাভকারীকে এক চতুর্থাংশ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিতেন। (১) এজন্ত শুদ্ধাধ্যক্ষাদিগণ অপহৃত দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে তাহাদের সেই দ্রব্য রাজার কাছে গিয়া উপস্থিত করিবার নিয়ম ছিল, আত্মসাৎ করিবার নিয়ম ছিল না, এবং মহু বলেন, যে ধনের স্বামী জ্ঞাত নাই উক্ত ধন প্রাপ্ত হইয়া রাজা পটহাদি দ্বারা ঘোষণা করিয়া স্বামীর অপেক্ষায় বর্ষত্রয় পর্যন্ত উক্ত ধন আত্মকোষে স্থাপিত রাখিবেন, তিন বর্ষের মধ্যে স্বামী আগত হইলে সাক্ষাদি দ্বারা প্রমাণ করিয়া ঐ ধন তিনি পাইবেন, তিনি বৎসর মধ্যে ধন স্বামী না আসিলে রাজা উক্ত ধনের ব্যয় করিতে পারিবেন। (২) চোরিত দ্রব্যের নাম শুদ্ধভাষায় হোড়, বা লোপ্ত, লোপ্তের সহিঃ ধৃত হইলে চোর অবধারিত হইল, লোপ্ত না পাইলে নিম্নলিখিত কারণে চোর বলিয়া আশঙ্কায় ধৃত হইতে পারে।

১। জন সাধারণ বাহাকে চোর বলিয়া প্রত্যাশন করে।

২। পূর্বে যে ব্যক্তি কোন সময়ে চোর বলিয়া ধৃত হইয়াছে।

(১) গৌতম ধর্মসূত্র দশম অধ্যায় ৩৫।৩৬।৩৭ সূঃ।

(২) প্রনষ্ট স্বামিকং রিকং রাজ্যাকং নিধাপয়েৎ।

অর্থাৎ ত্র্যাক্ষরেৎস্বামী পরে নৃপতির্হয়েৎ। যমু ৮ম, ৩০ শ্লোক।

৩। গ্রামের ভিতরে এমন ব্যক্তি বাস করে, তাহার বাসস্থান কোথায় কেহ জানে না।

৪। গ্রামের মধ্যে যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হইয়া জাতি নাম ধাম গোপন করে বা অপলাপ করে।

৫। জুয়াখেলা মদ্যপান ও বৈশ্বাসক্ত পুরুষ বা অসৎ ব্যক্তির সহিত এক কার্যে যে ব্যক্তি লিপ্ত থাকে।

৬। চৌর্য্য বিষয়ক জিজ্ঞাসিত পুরুষের মুখ বিবর্ণ ও শুষ্ক এবং কণ্ঠস্বর বিভিন্ন হইলে বা ললাট দেশ ঘর্ম্মাক্ত হইলে।

৭। যাহারা পরের অর্থাদি ও বাসভবনাদি অনুসন্ধান করে।

৮। যাহারা বৈশ্বাস্তর গ্রহণ করিয়া গুপ্তভাবে বিচরণ করে।

৯। আর নাই অথচ যে বহুতর ধন ব্যয় করে।

১০। যাহারা চোরাই দ্রব্য বিক্রয় করে।

এইরূপ নানাবিধ চিহ্ন দ্বারা যে ব্যক্তি চৌর বলিয়া আশঙ্কিত হয় তাহাকেও চৌর কিনা তদ্বিষয়ে সম্যক পরীক্ষা করিবায় রীতি ছিল, সম্যক পরীক্ষা দ্বারা চৌর বলিয়া নিশ্চিত হইলে সেই ব্যক্তি আমি চৌর নহি এইরূপ আত্মত্বের প্রমাণ দিবে, প্রমাণ দিতে না পারিলে, সে ব্যক্তি চৌরের দণ্ড প্রাপ্ত হইত ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। (১)

বর্তমান সময়ে যেমন চৌবান্দ ধরিবার জন্য গুপ্তচর প্রযুক্ত হইয়া থাকে, প্রাচীন ভারতেও তদ্রূপ ছিল, চৌর গ্রহণে তৎপর, বিচিহ্নবাদী ও সতর্ক গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া রাজা চৌর অনুসন্ধান করিতেন তবে চৌরের সহিত অচৌর ব্যক্তি দৃষ্ট হইলে রাজা বদৃচ্ছাক্রমে অবিচারে তাহাকে দণ্ড দিতেন না। (২)

(১) বাজবল্য সংহিতা স্তোত্রপ্রকরণ ২৬৬।২৬৭।২৬৮ শ্লোক।

(২) বিবাদ রহু'কর চৌরাদেশণ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

গ্রামের মধ্যে বাহারা জ্ঞানতঃ ও স্বেচ্ছাক্রমে চোরকে থাকিবার স্থান, আহারা দান, ও চৌর্য্যোপকরণ শস্ত্রাদির সাহায্য করিবে, বা চোরিত দ্রব্য ক্রয় বা প্রতিগ্রহ করিবে বা বাহারা চোরকে প্রচ্ছাদন করিবে, বা ধরিবার সামর্থ্য সঙ্গে চোরকে পরিত্যাগ করিবে তাহারাও তিন্দুশাস্ত্র মতে চোর সদৃশ দণ্ডনীয় হইত। বিশেষতঃ গ্রামাদি রক্ষা করিবার জন্ত নিযুক্ত পুরুষ যদি গ্রামের উপদ্রব ক্ষেত্রে, বা চৌর্য্যাদর্শনে চোর ধরিবার জন্ত যত্ন না করে তবে রাজা তাহাদিগকে সপরিবারে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবে। (১) ইংরাজি ফৌজদারী আইনেও চোরের সাহায্যকারী চোরের সদৃশ দণ্ডনীয় এই নীতি আছে।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, অপরাধীমাত্রই পাপী স্তত্রাং অপরাধী অপরাধানুরূপ রাক্ষস ও পাপানুরূপ প্রায়শ্চিত্ত যেমন প্রাপ্ত হইত, আবার তাহাকে ক্ষতিপূরণও দিতে হইত, তবেই চোরকে ক্ষতিপূরণ, রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তরূপ সামাজিক দণ্ড তিনই গ্রহণ করিতে হইত, তবে চোর ধরা না পড়িলে চোরোদ্ধর্তা, গ্রামাধ্যক্ষ, মার্গপাল, সীমান্দার, বাহাদের উপরে যে স্থানের রক্ষাভার অর্পিত তাহারাই চোরিতদ্রব্যের দায়ী হইত, অবশেষে রাজা পর্য্যন্তও স্বীয় রাজকোষ হইতে হতদ্রব্য পরিমিত ধন, ধনস্বামীকে প্রদান করিতেন।

শাস্ত্রকারগণ কোন কোন স্থানে প্রাচীন ভারতের উচ্চ সামাজিক চিত্রও দেখাইয়াছেন, এরূপ চিত্র বর্তমান সময়ে প্রায় কুজ্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। যথা, চোর চুরি করিয়া অন্ততঃ হইয়া স্বয়ং রাজার নিকট গিয়া বলিত, আমি চুরি করিয়াছি, আমাকে আপনি শাসন করুন, রাজা তাহাকে শাসন করিবে, শাসন না করিলে চোরের পাপ রাজাতে বর্তিবে, এরূপ অপরাধীর স্বাপরাধ স্বয়ং জ্ঞাপন করা রূপ উচ্চ আদর্শের

(১) মনু স্মৃতি, ২৭১-২৭৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য, শুক্রনীতিসার চতুর্থ অধ্যায় ৩১৮ শ্লোক।

সমাজ চিত্র বর্তমান সময়ে প্রায়ই দেখা যায় না, তবে ইহা স্বীকার্য্য যে, ঐরূপ ক্ষেত্রে পানীর শাস্তি অতি অল্প হইত, যেমন, অপরাধীর রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয় গ্রহণস্থলে অপরাধী অনুতপ্ত হইয়া রাজাকে স্বীয় অপরাধ জ্ঞাপন করিলে দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত উভয়ের মধ্যে একটা গ্রহণ করিলেও তাহার নিকৃতি হইত, এবং এই মর্মেয় উপরেই ব্রাহ্মণ স্বামিক-সুবর্ণস্তেয় প্রকরণে শূলপানিও ব্রাহ্মণের প্রতি দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে অত্বতর বিধান করাও প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত করিয়াছেন। (১)

অপরাধী রাজার নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইলে দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত অত্বতরের মধ্যে একটা করিলেই চলিত, এই নীতি যতপি সুবর্ণস্তেয় প্রকরণে কেবল ব্রাহ্মণের প্রতিই আদেশের প্রমাণ দেখা যায়, তথাপি সমস্ত বর্ণের পক্ষেই ঐ নীতি অনুসরণীয় এই সিদ্ধান্তই সমোচীন বলিয়া আমরা বিবেচনা করি, সুতরাং মাত্র ব্রাহ্মণের প্রতি ঐরূপ আদেশের প্রমাণ, কেবল প্রদর্শন মাত্রের জন্য উল্লিখিত হইয়াছে, রাজদণ্ড স্থলে যেমন চোর ধরা পড়িলে চোরের নিকট হইতে চোরিত দ্রব্য আদায় করার ব্যবস্থা ছিল, চোরের প্রায়শ্চিত্ত স্থলে ও চোরিত দ্রব্য ধন স্বামীকে প্রদান পূর্বক প্রায়শ্চিত্তের বিধান উক্ত হইয়াছে (২) এই ক্ষতি পূরণ কেবল যে চৌর্য্যস্থলেই প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা নয়, যে যে স্থলে ক্ষতি পূরণ সম্ভাবিত আছে সর্বত্রই ক্ষতি পূরণ করিতে হইত। কাহারও কোন পশু হত্যা করিলে পশু স্বামীকে তত্ত্বা পশু বা তাহার মূল্য দিয়া পরে রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত

-
- (১) স্বয়ং গমন পক্ষেতু ব্রাহ্মণস্ত নৃপং প্রতি ।
 দণ্ডদানস্ত চাশক্তৌ বিজ্ঞেয়স্ত তপো ॥
 প্রায়শ্চিত্ত বিবেক ধৃত সুবর্ণস্তেয় প্রকরণীয় ভবিষ্যপুরণ ।
- (২) বদন্তাপহৃতং দ্রব্যং তত্ত্বৈব নিবেদয়েৎ ।
 প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কুর্য্যাৎ এবং শুদ্ধিমবাগ্ন্যাং ॥
 প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত ভবিষ্য পুরণ ।

অপরাধীকে গ্রহণ করিতে হইত। (১) এবং অজ্ঞভেদ, ক্ষত বা রক্তপাত করিয়া দিলে আঘাতিত ব্যক্তির সুস্থতার জন্ত ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যয় দিতে হইত, না দিলে রাজা উহার নিকট হইতে ঐ ব্যয় ও দণ্ড দেওয়াইতেন। এবং মনুর মতে যে সকল দ্রব্যের দণ্ডবিশেষ কথিত হয় নাই অর্থাৎ কটক, তাম্রঘট প্রভৃতি দ্রব্য, যাহার ঐ সকল দ্রব্য যে ব্যক্তি জ্ঞানতঃ কিম্বা অজ্ঞানতঃ নষ্ট করিয়া দিবে, সে দ্রব্যাস্তর দিয়া দ্রব্য স্বামীর সন্তোষ করিবে এবং রাজাকে দণ্ড দিবে। (২) এইরূপ প্রত্যেক বিষয়েই ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে ছিল, বর্তমান ফৌজদারী আইনে ঐরূপ ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা নাই। প্রত্যেক স্থলে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা থাকিলে দুই ব্যক্তিগণ চৌর্যাদি অপরাধ করিতে সহসা সাহসী হয় না, এজন্য অপরাধীর নিকট হইতে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা মন্দ ছিল না বলিয়া মনে হয়। প্রকাশ তস্কর ও অপ্রকাশ তস্কর উভয়বিধ তস্করের প্রতিই অবস্থানুসারে, ও চোরিত দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্যাদি বিবেচনা পূর্বক অর্থদণ্ড ও শারীর দণ্ড উভয়বিধ দণ্ডই প্রযুক্ত হইত। দেখা যায়, যাহারা জাণ সুর্য পুনঃ পুনঃ প্রস্তুত করিয়াছে তাহাদের শরীর ক্ষুর দ্বারা কণ কণ করিয়া ছেদন করিবে, এরূপ কঠোর দণ্ডেরও বিধান ছিল।

ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রে আরও একটি বিশেষ নীতি পরিলক্ষিত হয় যে, প্রভুর আজ্ঞায় চোর বন্দ পররাষ্ট্র হইতে ধনাদি অপহরণ করিয়া আনে তবে তাহার শাস্ত্র নির্দিষ্ট অংশ বিশেষ রাজাকে দিয়া অবশিষ্ট অংশ স্বয়ং

(১) প্রমাপণে প্রাপ্তভূতঃ প্রতিকল্পস্ত দাপয়েৎ।

তস্মাক্ষরূপং মূল্যং বা দাপ্যমিত্যত্রবীক্ষতুঃ ॥ পরাশর সংহিতা ৯ম অধ্যায়।

(২) মনু ৮ম, ২৮৭১২৮৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য

গ্রহণ করিতে পারিত, ঐরূপ চৌর্য্যে কোন দণ্ড বিধান হইত না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, সুদূর প্রাচীন গ্রীস দেশেও স্পার্টান্ জাতীর ভিতরে ঐরূপ নীতি প্রবর্তিত ছিল দেখা যায়। (১)

(বাকপারুষ্য অপরাধ)

বাকপারুষ্য অর্থে মানহানি, (Defamation) কোন ব্যক্তির প্রতি দেশ, জাতি, কুল, বিজ্ঞা, শিল্প প্রভৃতি উদ্দেশ্যপূর্ব্বক অবচনীয় ভাষায় আক্রোশবাণী বাকপারুষ্য নামে অভিহিত; যেমন, গোড়দেশবাদী কলহপ্রিয় ইহা দেশাক্রোশ, বিশ্বামিত্রবংশীয়গণ বড় ক্রূরচরিত্র ইহা কুলাক্রোশ, ব্রাহ্মণগণ বড় লোভী ইহা জাত্যাক্রোশ, এইরূপ বিজ্ঞা শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক আক্রোশবাণীও বাকপারুষ্য। এই বাকপারুষ্য তিন প্রকার নিষ্ঠুর, অশ্লীল, ও তীব্র, এবং এই ত্রিবিধ বাকপারুষ্য উদ্ভবের ত্তর গুরু অর্থাৎ নিষ্ঠুর অপেক্ষা অশ্লীল গুরু ও অশ্লীল অপেক্ষা তীব্র গুরু, ইহার দণ্ডও উদ্ভবাত্তর গুরু, সাধারণ নিন্দনীয় ভাষা নিষ্ঠুর বাকপারুষ্য, যেমন ধিক্ মূর্খ! এইরূপ আক্রোশ বাণী নিষ্ঠুর বাকপারুষ্য, অশ্লীল ভাষায় নিন্দা করা অশ্লীল বাকপারুষ্য এবং হাপাতকাদি দোষ সংযুক্ত নিন্দনীয় ভাষাকে তীব্র বাকপারুষ্য বলে, যেমন “তুমি সুরাশায়ী” এরূপ আক্রোশ বাণী তীব্র বাকপারুষ্য। এই বাকপারুষ্য ভেদে দণ্ডের ভারতম্য বর্ত্তমান ক্ষোভদারী আইনেও আছে। তবে প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি বর্ণপ্রভেদ ধর্ম্মের অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত থাকায় যে কোন অপরাধে বর্ণভেদে দণ্ডের ভারতম্য বিস্তৃত হইয়াছে, সুতরাং বাকপারুষ্যও সমান ও অনমান বর্ণে দেখা যায় দণ্ডবিধি ভিন্ন ভিন্ন ছিল। অক্রোশক ও আক্রোশ

(১) পুণ্যস্তু কনং বৎসস্য চৌর্য্যে সাম্যজ্ঞানান্তং।

রাজে দশাংশমুক্ত্য বিভ্রাণেরন্ যথাবিধি ॥ কাত্যায়ন, বিবাদভ্রাক

উভয়ে সৰ্বণ হইলে আক্ৰোশকের দণ্ড সমান হইবে। অসমান বৰ্ণ হইলে শূদ্র ব্যতীত নীচবর্ণ উত্তমবর্ণকে আক্ৰোশ করিলে ক্রমাৱয়ে দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ দণ্ড ভোগ করিবে, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রাহ্মণের প্রতি বাক্-পাক্ষ্য অপরাধে অপরাধী হইলে সর্বর্ণে সর্বর্ণে বাক্পাক্ষ্যে ষাট্শ দণ্ড শাস্ত্রবিহিত, তাদৃশদণ্ড ক্ষত্রিয়ের প্রতি দ্বিগুণ ও বৈশ্যের প্রতি ত্রিগুণ বিহিত হইবে। পরন্তু শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে আক্ৰোশ করে তবে তাড়ন বা জিহ্বাচ্ছেদনরূপ বধ দণ্ডই হইবে। এইরূপ বৈশ্য ও শূদ্র ক্ষত্রিয়ের প্রতি বাক্পাক্ষ্য অপরাধে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রাহ্মণের প্রতি আক্ৰোশে ষাট্শ দণ্ডার্হ, এস্থলে ক্রমাৱয়ে তাদৃশ দণ্ডার্হ হইবে এবং শূদ্র বৈশ্যের প্রতি আক্ৰোশ করিলে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের প্রতি বা বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের প্রতি আক্ৰোশে ষাট্শ দণ্ডার্হ তাদৃশ দণ্ডার্হ হইবে, ইহা প্রতিলোম আক্ৰোশে জ্ঞাতব্য। অহুলোম বাক্পাক্ষ্যে অর্দ্ধ অর্দ্ধ হানি কল্পনা করা হইত। যেমন ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রের প্রতি বাক্পাক্ষ্য অপরাধ করিত তবে ক্ষত্রিয়াদির ব্রাহ্মণের প্রতি বাক্পাক্ষ্য অপরাধে ষাট্শ দণ্ড শাস্ত্রোক্ত, তাদৃশ দণ্ডের অর্দ্ধ অর্দ্ধ বিধানে দণ্ড কল্পনা করা হইত; এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের প্রতি উক্ত অপরাধে অপরাধী হইলে বৈশ্য ও শূদ্র, ক্ষত্রিয়ের প্রতি উক্ত অপরাধে ষাট্শ দণ্ডার্হ তাহার অর্দ্ধ অর্দ্ধ হানি কল্পনা করা হইত, এবং বৈশ্য, শূদ্রের প্রতি উক্ত অপরাধে অপরাধী হইলে শূদ্র বৈশ্যের প্রতি উক্ত অপরাধে ষাট্শ দণ্ডার্হ তাদৃশ দণ্ডের অর্দ্ধভাগী হইত। কিন্তু পুরুষ যদি স্ত্রীলোকের প্রতি বাক্পাক্ষ্য অপরাধে অপরাধী হইত, সে স্থলে স্ত্রীলোক হীনবর্ণ হইলেও পুরুষের প্রতি অর্দ্ধ বিধান হইত না। পরন্তু সর্বর্ণে সর্বর্ণে বাক্পাক্ষ্যে ষাট্শ দণ্ড বিহিত তাহার দ্বিগুণ হইত, আক্ৰোশ হীনবর্ণ বিধায় আক্ৰোশকের দণ্ড স্তম্ভ হইত না। পূর্বোক্ত ত্রিবিধ বাক্পাক্ষ্যের উপরেই এই নীতির

অনুসরণে দণ্ডবিধান ছিল এবং বাক্পাক্ষ্যের উত্তরোত্তর গুরুতা অনুসারে প্রথমসাহস, মধ্যমসাহস ও উত্তমসাহস দণ্ড কল্পনা করা হইত।

এবং অনাকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য আক্রোশবাণী প্রয়োগ করিলেও তাহা বাক্পাক্ষ্য অপরাধের অন্তর্গত হইত, যেমন তোমার হাত ভাঙ্গিয়া দিব, বা পা ভাঙ্গিয়া দিব এরূপ ভাষা কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিলে তাহাতে দেহের হস্তপদাদি অঙ্গ বিশেষের উল্লেখ অনুসারে দণ্ডেরও তারতম্য বিহিত ছিল। অর্থাৎ মস্তক ভগ্ন করিব এরূপ বাক্পাক্ষ্যে যাদৃশ দণ্ড, হস্ত ভগ্ন করিয়া দিব এরূপ বাক্পাক্ষ্যে তাদৃশ দণ্ড হইবে না পরন্তু নান দণ্ড হইবে। এই নীতি “তোমাঃ খুন করিব” এরূপ স্থলেও প্রযোজ্য। এবং ঐ সকল স্থলে হস্তপদাদি ভাঙ্গিয়া দিতে সমর্থ ব্যক্তি এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিলে তাহাকে অর্থদণ্ড দেওয়ার পর হস্তপদাদি ভাঙ্গিয়া না দিবার জন্য রীতিমত জামিন দিতে হইত। (১) বর্তমানেও শাস্তি রক্ষার জন্ত ঐ স্থলে অপরাধীর নিকট হইতে জামিন লওয়া হইয়া থাকে (cf. Security to keep peace).

এতদ্ব্যতীত যে ব্যক্তি যথার্থ কাণ, খঞ্জ, পতিত, বা চোর, ব্যঙ্গ বা অপমান করিবার জন্ত তাহাদিগকে ঐ ঐ ভাষায় গালি দিলে সত্য কথা হইলেও গালিদাতার এক কার্যাপণ দণ্ডের বিধান ছিল, (২) বিস্ত

(১) বাহুবীবা নেত্র সর্পিণি বিনাশে বাচিকে দমঃ।

সত্যপুর্দাক্ষিকঃ পাদ নাসাকর্ণ করাদিষু ॥

যঃ শক্তস্ত বদন্তেবং দণ্ডনীয়ঃ পণান্ দশ ॥

ভাষাশব্দঃ প্রতিভুবং দাপ্যঃ কেয়াং তন্ত বৈ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য বাক্পাক্ষ্য ২০৮।২০৯ ॥

(২) কাণং বাপ্যথবা খঞ্জং অস্তং বাপিতথাবিধং।

তথ্যোনাপি ক্রবন্ দাপ্যো দণ্ডং কার্যাপণায়ং ॥ মহু ৮ম, ২৭৪ ॥

সামাজিক উপকারার্থ, পতিত বা চোরাদি ব্যক্তির সংসর্গ সাধারণে পরিহার করুক এ অভিপ্রায়ে যথার্থ চোর বা পতিত প্রভৃতকে তত্তৎভাষায় নিন্দা করিলেও তাহাতে অপরাধ হইত না (১) বর্তমান প্রচলিত দণ্ডবিধিতেও এইরূপ প্রতিশ্রুতি দৃষ্ট হয় (cf. Justification) এবং পিতা-মাতা স্ত্রী ভ্রাতা পুত্র গুরুকে নিন্দা করিলে ১০০ পণ পর্য্যন্ত দণ্ড হইত। স্বকার্য পরায়ণ পিতার প্রতি আক্রোশাণী প্রয়োগ করিলে জিহ্বাচ্ছেদ অথবা সর্বস্ব হরণ পর্য্যন্ত দণ্ড ছিল, এমন কি রাজা অপরাধী হইলেও যে ক্ষমতি রাজাকে প্রহার করিবেন তাহার শত ব্রহ্মহত্যা অপেক্ষা অধিক অপরাধ হইবে তাহাকে শূলে আরোপণ পূর্বক অগ্নিদ্বারা দাহ করিবার বিধি ছিল। (২) এ প্রসঙ্গ দণ্ডপাক্ষ্যের অন্তর্গত হইলেও প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

দণ্ডপাক্ষ্য অপরাধ।

দণ্ডপাক্ষ্য অর্থে হিংসা, ভয় ধূলি প্রভৃতি বা মলমূত্র পঙ্কাদি বা হস্তপাদাদি বা অস্ত্রশস্ত্রাদি বা লোষ্ট্রপাষণাদি দ্বারা পরগাত্রে হিংসা করার নাম দণ্ডপাক্ষ্য, (৩) পরগাত্র শব্দের অর্থ জীবদেহ পরস্বামিক স্থাবর ও বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত ধর্তব্য, ক্রমে তাহা প্রদর্শিত হইবে। এই দণ্ডপাক্ষ্য জীবদেহে অবগোরণ (দণ্ড উত্তত করা) নিঃশঙ্কপাতন (দণ্ড নিপাতন) ও ক্ষতদর্শন (রক্তদর্শন) ভেদে তিন প্রকার। আবার এই ত্রিবিধ দণ্ডপাক্ষ্য, হীন মধ্যম ও উত্তম

(১) যজ্ঞস্থান পরিহারার্থে পতিতস্তেন কীর্তনং।

বচনভিত্তি ন শাস্ত্রো দোষো যজ্ঞ বিস্তারয়েৎ। বিবাদরত্নাকরঃ দণ্ডপাক্ষ্য তরঙ্গঃ।

(২) নারদস্মৃতি বাগদণ্ডপাক্ষ্য প্রঃ ৩০।৩১।

(৩) নারদস্মৃতি বাগদণ্ডপাক্ষ্য প্রঃ ৪ শ্লোক।

ব্যক্তি গত হইলে পুনশ্চ তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে। বাক্ কলহই হটক বা দণ্ডকলহই হটক কলহে প্রবৃত্ত উভয়ের মধ্যে যিনি ক্ষমাশীল হইবেন তাহার দণ্ডতো হইবেই না পরন্তু সে ব্যক্তি পূজ্য হইবেন। এবং যে ব্যক্তি প্রথমে কলহ প্রবৃত্ত হইবে সে অধিক দণ্ডাই হইবে, দুইজনে মারামারি করিলে উভয়ের অপরাধ বিশেষ জানিতে না পারিলে উভয়ের দণ্ডই সমান প্রযোজ্য হইবে। প্রাচীন ভারতে আরও নীতি ছিল এই যে, যদি চণ্ডালাদি অসত্যজ জাতি, উত্তম বর্ণগণের প্রতি অপরাধ করিত তবে উত্তমবর্ণ সজ্জনগণই অসত্যজ জাতির প্রতি দণ্ডবিধান করিতেন প্রথমেই রাজার কাছে যাইতে হইত না, সজ্জনগণ দণ্ডদানে অসমর্থ হইলে রাজা দণ্ড দিতেন এবং সেই দণ্ড, শারীর দণ্ড হইত, অর্থ দণ্ড হইত না, কারণ অসত্যজ জাতির ধন, মলাত্মক, মলাত্মক ধন দণ্ডরূপে রাজা গ্রহণ করিতেন না। (১)

অবগোরণে অর্থাৎ দণ্ডোত্তমে রাজদণ্ডের বিধান থাকায় জানা যাইতেছে, বর্তমান ফৌজদারী বিধিতে যেমন অপরাধের চেষ্টায় অপরাধী হয় তদ্রূপ প্রাচীন ভারতে হিন্দুশাস্ত্রেও যে কোন অপরাধের উত্তম করিলে তাহাতেও অপরাধী হইত। ইতি পূর্বে হত্যাপরাধ বিবেচনা স্থলে আত্মঘাতোত্তমে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দেখাইবার স্থলে ইহার উল্লেখ করিয়াছি। এবং বাক্পাক্ষ্যাক্ষেত্রে যেমন প্রতিলোম অমূলোম জাতিভেদে দণ্ডের তারতম্য প্রদর্শিত হইয়াছে ঐ নীতি দণ্ডপাক্ষ্যেও

(১) নারদ স্মৃতি দণ্ডপাক্ষ্য প্রকরণ, ১১।১২।১৩।১৪ শ্লোক।

প্রাতিলোম্যোত্তম্যো চাভ্যোঃ পুরুষাণামলাঃ স্মৃতাঃ।

ব্রাহ্মণাভিক্রমে বধ্যাঃ ন দাতব্য্য ধনং কচিৎ। বিবাদঃপ্রাকরধৃত

বৃহস্পতিঃ।

অনুসরণীয় ছিল। (১) এবং মনুষ্যের প্রতি বা পশ্বাদির প্রতি হিংস্রাৎপাদন করিলে হিংস্রাৎপাদনের অভিসন্ধি জানিয়া তদনুসারে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, অতএব প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতাবশতঃ বা ভয় ও বলৎকারে কোন ব্যক্তি কর্তৃক অন্ত্রায় কৃত হইলে সে স্থলে দণ্ড বিধানের প্রথা ছিল না, এ নীতি বর্তমান আইনেও আছে। (২)

প্রহারের উদ্দেশ্যে যে দণ্ড বিহিত, দণ্ড নিপাতনে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড বিহিত হইত, এবং পরগাত্রে হিংস্রাৎপাদনের উপাদানদ্রব্য অর্থাৎ লোষ্ট্র বা লণ্ডু বা শস্ত্রাদি বিচার পূর্বক দণ্ডের তারতম্য বিহিত ছিল। এবং তাড়নার্থ দণ্ড স্পর্শ করিলে দণ্ড উত্তত করায় যে দণ্ড তদপেক্ষায় অর্দ্ধ দণ্ড ছিল, অধমবর্ণ উত্তমবর্ণকে যে অঙ্গ দ্বারা আঘাত করিবে তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবে ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। দণ্ডপারুষ্য স্থলে আরও এই নীতি প্রাচীন ভারতের দণ্ডবিধিতে পাওয়া যায় যে, বহুলোক মিলিত হইয়া যদি একজনকে আঘাত করে তবে একজন আঘাত করিলে যে দণ্ড বিহিত, প্রত্যেকে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড ভোগ করিবে, এবং ঐরূপ মারামারি স্থলে দ্রব্য অপহৃত হইলে অপহৃত দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিবে ও অপহৃত দ্রব্যের দ্বিগুণ দ্রব্য রাজদণ্ড দিবে। যদি অপহারক ব্যক্তি অত্যন্ত নিঃস্ব হয় তবে কর্মহারী অর্থাৎ সেবাদি কর্ম করিয়া তাহা পরিশোধ করিবে। আহত ব্যক্তিকে সমুখান ব্যয় অর্থাৎ

(১) বাক্পারুষ্যে ষথৈবোক্তঃ প্রতিলোমাহুলোমতঃ ।

তথৈব দণ্ডপারুষ্যে পাত্যো দণ্ডো যথাক্রমঃ ॥ বিবাদ রত্নাকর হৃত

কাত্যায়ন ।

(২) মনু ৮ম, ২৮৬ শ্লোক ।

সদৃ ভানাত্ত সর্বেষাং অপরাধো বদা ভবেৎ ।

অবশ্যেনৈব দৈবাত্ত ভজ্ঞ দণ্ডং ন কল্পয়েৎ ॥ কাত্যায়ন ।

ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যয় আঘাতকারীকে দিতে হইত, ইহা পূর্বেও উক্ত হইয়াছে।

পুত্রের অপরাধে পিতা বা কুকুরাদির অপরাধে কুকুরাদির স্বামী দণ্ডনীয় নয়, তবে যদি পিতা বা প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া পুত্রাদি অপরাধ করে তবে সে স্থলে পিতাদি দণ্ডনীয় হইত। (১) অনেক সময়ে দণ্ডপারক্য প্রভৃতি বিষয়ে অতের প্রতি বিদেষ বশতঃ বাদী স্বশরীরে ক্ষতাদি করিয়া মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারে এক্ষন্ত সেশ্বে বিশেষ পরীক্ষা পূর্বক ব্যবহার গ্রহণের বিধি ছিল। এবং গর্দভ গো মহিষাদি জন্তু পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত ও তৃষিত অবস্থায় অথবা অসময়ে তাহাদিগকে বাহিত করিলে গবাদির স্বামী দণ্ডার্থ হইত। এ সমস্ত নীতি বর্তমান কোজদারী বিধিতেও পাওয়া যায়। (২)

দণ্ডপারক্য অপরাধ কেবল মনুষ্যের প্রতিই ঘটিল থাকে তাহা নয়, মানব, গবাদি পশু, পক্ষী প্রভৃতি এবং বৃক্ষাদি স্থাবর প্রভৃতিতেও দণ্ড পারক্য অপরাধ ঘটে স্ততরাং যে স্থলে সারথির অকোশলে শকটাদি দ্বারা প্রাণিহিংসা হয় সে স্থলে আশাক্ত সারথির নিয়োগ জন্ত শকট স্বামীর দণ্ড হয়, সারথি উপযুক্ত থাকিলে ঐরূপ দোষ ঘটিলে সারথিরই দণ্ড হয়, এবং সারথি অনুপযুক্ত হইলে শকটস্বামী ও শকটারোহী উভয়েই সমান দণ্ডার্থ এ নীতিও ছিল। তবে সারথির অনবধানতা ব্যতিরেকে বলাবদ্ধাদির নাসালগ্ন রজ্জু ছিঁড়িয়া গেলে রথাদির যুগকাষ্ঠ ও ভূমির

১। পুত্রাপরাধে ন পিতা নাথে ন গুনি দণ্ডভাক্।

ন মর্কটেচ তৎস্বামী তেইব গ্রহিতো ন চেৎ ॥ নারদ স্মৃতি দণ্ডপারক্য

প্রকরণ ৩২ শ্লোক।

২। শ্রান্তান্ ক্ষুধার্তান্ তৃষিতানকালে বাহয়েজ্জু ঃ।

খর গো মহিষোষ্ট্রাদীন প্রাপ্নুয়ৎ পূর্ব সাহসঃ ॥ কাত্যায়ন বিবাদরত্নাকরত্বত।

উচ্চ নীচ তাঁর বক্রগননে চক্রের মধ্যস্থ কাঠ বা চক্র ভগ্ন হইলে, রথাদি যানের চক্ষ বন্ধন, পশুদিগের মুখ বন্ধন, রজ্জু ও বস্ত্রা ছিন্ন হইলে, এবং সরিয়া য ও সরিয়া যাও এরূপ পদ ব্যবহার করিলে যদি যান দ্বারা প্রাণি মারণাদি ঘটে তাহাতে কাহারও দণ্ড নাই। (১) এবং রথসঙ্কট অপরাধে গবাদি বৃহৎ পশু মারণ ও মনুষ্য মারণ বাহাই হউক তাহাতে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত না, পরন্তু মনুষ্য মারণে উত্তমসাহস ও গবাদি বৃহৎ পশু মারণে তাহার অঙ্গদণ্ড এইরূপ দণ্ড বিহিত হইত। এবং যে সকল বৃক্ষ উপজীব্য অর্থাৎ বাহার ফলভোগ হয়, এবং বাহার নুতন অক্ষুর ভাঙ্গিয়াছে এরূপ বটাদি বৃক্ষ এবং দেবালয় সমীপে বা পুণ্যস্থানে বা সৌমনির্ণায়রূপে যে সকল বৃক্ষ থাকে তাহাদিগকে ছেদন করিলে অপরাধাধিকার দণ্ডের বিধান প্রাচীনভারতে ক্ষোভদারী দণ্ড বিধিতে পাওয়া যায়। (২) গবাদি পশু বা অজাদি ক্ষুদ্র পশু ইহাদিগের লিঙ্গচ্ছেদ বা হত্যা উভয়ই সমান রাজদণ্ড ছিল, এবং দণ্ডের স্থায় প্রায়শ্চিত্ত এই নীতির অনুসরণে ঐ ঐ স্থানে প্রায়শ্চিত্তও সমান হওয়ার বিধি আছে। স্বর্গ রঘুনন্দনভট্টাচার্য্য গোবধ প্রকরণে প্রমাণ দ্বারা ইহার সমর্থন করিয়াছেন : তিনি দেখাইয়াছেন ব্রাহ্মণ যদি বৃষের মুক্ষমোষণ অর্থাৎ লিঙ্গচ্ছেদন করে, তবে চাত্রাশ্রয় প্রায়শ্চিত্ত করিবে এবং ঐ কার্যের যিনি প্রযোজক হইবেন তিনি চাত্রাশ্রয়ের অর্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, এইরূপ গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত বিধানের কারণ এই যে, লিঙ্গচ্ছেদন ও মৃত্যু উভয় কার্যে তুল্য ব্রাহ্মদণ্ড বিধান থাকায় প্রায়শ্চিত্তেও তদ্রূপ হওয়া উচিত। (৩)

১। মনু চম, ২১১, ২২২। ২১৩। ২২৪ শ্লোক ঐষ্টব্য।

২। বাজ্ঞবল্ক্য, দণ্ডপারব্য প্রকরণ ২২৮। ২২৯ শ্লোক ঐষ্টব্য।

(৩) মুক্ষমোষণের বিপ্রো ব্রতাক্রান্ত্রাশ্রয়ং চরণে।

প্রযোজকস্তু কুর্কীত ব্রতস্যার্ধং বিশুদ্ধয়ে ॥ স্মৃতিসাগরসারধৃত গোষ্ঠিল।

লিঙ্গস্যচ্ছেদনে মৃত্যৌ মধ্যমো মূল্যমেববা।

মহাপশুনামেতেষু স্থানেবু দ্বিগুণোদমঃ ॥ বাজ্ঞবাক্য দণ্ডপারব্য ২২৩ শ্লোক।

দ্যুত ও সমাহার্য বিবাদ পদ।

দ্যুত ও সমাহার্য নামক যে দুই বিবাদ পদ, তাহা স্বরূপতঃ একার্থক, কারণ পণপূর্বক অপ্রণীতস্থ পাশকাঙ্গি দ্বারা ক্রীড়া করাকে “দ্যুত” বলে, এবং ঐ প্রথা কুকুট পাবাবত বা মেঘাদি প্রাণী দ্বারা ক্রীড়া করাকে “সমাহার্য” বলে। (১) এই উভয় বিবাদ পদেই প্রধান দ্যুতধিকারীর নাম সত্যিক, ক্রীড়া দ্বারা জায়গতঃ যে অর্থ জিত হইত তাহাতে সত্যিকের নিকট রাজার একটা প্রাপ্য অংশ ছিল, রাজগ্রাহ্য অংশ রাজাকে আদায় দিয়া ক্রীড়া করিলে রাজা ধূর্ত বঞ্চকাঙ্গির হস্ত হইতে কেবল যে সত্যিককেই রক্ষা করিতেন তাহা নয়, পরন্তু ক্রীড়া ক্ষেত্রে অস্ত্র ব্যক্তিও জয়ী হইলে তাহার জিত ধন, পরাজিত ব্যক্তি দিতে স্বীকার না করিলে রাজা দণ্ডবিধি অনুসারে তাহাকে দেওয়াইতেন, অবস্থানুসারে সত্যিকও স্বয়ং বন্ধক বা আসেবাদ দ্বারা পরাজিতের নিকট হইতে জিতধন আদায় করিয়া জয়ীকে দিতে পারিত। তবে রাজগ্রাহ্য অংশ না দিয়া ক্রীড়া করিলে জয়-পরাজয়ক্ষেত্রে রাজা কোনরূপ বিচার ভার গ্রহণ করিতেন না। তবেই প্রতীতি হয় তানুসারে দ্যুত বা সমাহার্যে কোন বিবাদের সম্ভাবনা ছিল না যে স্থলে কুটপাশকাঙ্গি দ্বারা বা ছল গ্রহণ পূর্বক বা বুদ্ধি ভ্রামক মণমন্ত্র বা ওষধি অবলম্বনে ক্রীড়া হইত রাজা সে স্থলে ক্রীড়াকারী ব্যক্তিকে তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা ললাট দেশে ঋণদাদি চিহ্নিত করিয়া স্বরাষ্ট্র হইতে নির্বাসিত করিতেন। এজন্য দ্যুত ও সমাহার্য প্রকাণ্ড স্থানে ও রাজার নিযুক্ত অধ্যক্ষাদির জ্ঞাত-সারে হওয়াই জায়সঙ্গত ছিল, অত্যা ডাঃ অপরাধ, বর্তমান কোজদার-আফনেও জুখাখেনা দোবাবহ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। (২) দ্যুত ও

(১) অপ্রাণিভির্ধ্বজিত তন্মো'কদ্যু' মুচ্যতে।

প্রাণিভিঃ ক্রিয়মানস্ত স বিজ্ঞেঃ সমাহার্যঃ ॥ মমু ১ম, ২৩৩ শ্লোক।

(২) দ্যুতসমাহার্য প্রকরণ, বাজবল্যসংহতা ২০০।২০১।২০২ শ্লোক।

সমাহার এক জাতীয়ই অপরাধ পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এবং উহা কামজ-বাসনের অন্তর্গত, এজন্য মনুর মতে দাত ও সমাহার মাত্রই দোষাবহ। (১)

অস্বামি-বিক্রয়

যে বস্তুর যে স্বামীনর সে যদি সেই বস্তু বিক্রয় করে তাহাকে অস্বামি-বিক্রয় বলে, যেমন নিক্ষেপ অস্বাহিত ছাদে অপছত বন্ধক ও বাচিত বস্তুতে বাস্তবিক স্বামিত্ব নাই পরন্তু ঐ সকল বস্তু গোপনে বিক্রয় করিলে অস্বামি-বিক্রয় হয়। (২) নিজের দ্রব্য পরকে বিশ্বাস করিয়া নিঃশঙ্কে তাহার নিকট নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখার নাম নিক্ষেপ, নিক্ষেপ্তা পুরুষ নিক্ষেপ বস্তু স্বয়ং সময়ান্তরে গ্রহণ করিতে পারেন, এবং নিক্ষেপ্তা পুরুষ সেই নিক্ষেপ বস্তু যদি পুরুষান্তর স্বামীকে দেওয়ার জন্ত আদেশ করেন, তাহা নিক্ষেপের নাম অস্বাহিত, এবং রাজা বা চৌরাদির ভয়ে অথবা জাতি বঞ্চনাপূর্বক অন্তের দ্রব্য কাহারও নিকট স্থাপন করার নাম ছাদ, নিক্ষেপ অস্বাহিত ও ন্যাস এই তিনের অর্থগত কিছু কিছু বৈষম্য থাকিলেও স্থলার্থে ঐ তিনই নিক্ষেপ বলা যাইতে পারে, (৩) নিক্ষেপাদি বস্তুর দান বিক্রয় বা বন্ধক সমস্তই নিষিদ্ধ ও অপরাধার্থ, নির্জনে, গৃহমধ্যে, গ্রামের বাহিরে, অল্প মূল্যে, বা অসময়ে, অর্থাৎ রাত্রিকালে ঐ সকল বস্তু জানিয়া ক্রয় করিলে ক্রেতাও দোষী হইয়া থাকেন এমনকি ভস্করবৎ দণ্ড প্রাপ্ত হন। ঐ সকল বস্তু না জানিয়া অপ্রকাশ ক্রয় স্থলে ক্রেতা দ্রব্যস্বামী কর্তৃক চোর বলিয়া অভিযুক্ত হইলে

(১) মনু, ৯ম, ২২৪ শ্লোক।

(২) নিক্ষেপাস্বাহিত ছাদ-স্বত বন্ধক বাচিত।

উপাংশে যেন বিক্রীতং অস্বামীসোহভিধীয়তে ॥ বিবাদ রত্নাকর,

বৃহস্পতি,

(৩) বিবাদরত্নাকর নিক্ষেপ তত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

বিক্রেতাকে দেখাইতে পারিলেই ক্রেতা নির্দোষ হইবেন, দ্রব্যস্বামী তাহার দ্রব্য প্রাপ্ত হইবেন, ক্রেতা বিক্রেতার নিকট মূল্য প্রাপ্ত হইবে এবং বিক্রেতা অপরাধানুরূপ রাজদণ্ড প্রাপ্ত হইবে। (১) প্রকাশক্রম স্থলে কিন্তু ঐরূপ হইবে না, রাজপুরুষের জ্ঞাতসারে বা বাজারের ভিতরে অপরিজ্ঞাত ব্যক্তির নিকট হইতে যদি ক্রয় করা হয় বা বিক্রেতা যদি মরিয়া গিয়া থাকে, তবে দ্রব্যস্বামী ক্রেতাকে ক্রয়ের অর্ধমূল্য দিবেন এবং ক্রেতা দ্রব্যস্বামীকে দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিবেন, এস্থলে ক্রেতা ও বিক্রেতার অর্ধক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বিক্রেতা পরের দ্রব্য না জানিয়া বিক্রয় করিলে নির্দোষ, এবং দ্রব্যস্বামী অপহৃত দ্রব্যাদি সাক্ষীদ্বারা প্রমাণ করিয়া পাইতে পারিতেন, পরন্তু প্রমাণ করিতে না পারিলে অস্বামি-বিক্রেতার প্রতি প্রযোজ্য রাজদণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড পাইতেন। (২)

উপনিধি স্থলে বা স্বর্ণকারাদির নিকট অলঙ্কারাদি নির্মাণ জন্ত প্রদত্ত স্বর্ণাদি হরণ স্থলে বা অন্যবিধ অস্বামি-বিক্রয় স্থলেও এই নীতি প্রাচীন ভারতে ছিল, বর্তমান কোজদারী আইনেও এইরূপ দোষ দেখা যায়।

নিষ্কেপাদি বস্তুরাজা কর্তৃক, দৈব ঘটনায়, বা চোরাদি কর্তৃক বিনষ্ট হইলে নিষ্কেপ রক্ষিতা তাহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য নহেন, কিন্তু নিষ্কেপ্তা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া না দেওয়ার পর ঐরূপ দোষে নষ্ট হইলে নিষ্কেপ রক্ষিতা তাহার মূল্য দিতে বাধ্য ও রাজদণ্ডগ্রহীত হইতেন এবং নিষ্কেপাদি যদি নিষ্কেপরক্ষিতা কর্তৃক উপভুক্ত হয় তবে সে রাজদণ্ডগ্রহীত এবং উপভোগের অনুরূপ ক্ষুদ্রসমেত প্রতাপর্গীষ। (৩)

(১) যাজ্ঞবল্ক্য, ২।১৭০ শ্লোক।

(২) পরদ্রব্যোহভিলষতি ঘোহস্বামী লোভ সংযুতঃ।

অভাবয়ংসুতঃ পশাৎ দাপ্যঃ স্থাদিগুণং দমং ॥ বিবাদরত্নাকর, বৃহস্পতি

(৩) ন দাপ্যোহপহৃতং তত্ত্ব রাজদৈবিক তস্মৈঃ।

ভ্রেষশ্চেৎ মার্গিতেন্দন্তে দাপ্যঃ দণ্ডঞ্চ তৎসমং ॥

আজীবন শ্বেচ্ছয়া দণ্ড্যোদাপ্যন্ত্যোপি সোদয়ং। যাজ্ঞবল্ক্য, ২।৬৬।৬৭।

সাহস অপরাধ।

সাহস কাহাকে বলে ইত্যাদি বিষয় ইতিপূর্বে সাধারণভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহার পুনরুক্তি নিম্নরোধন, তবে সাহস অপরাধে ইহাও সাধারণ নীতি ছিল যে, সাহসকারী অপেক্ষা যে সাহস করায় সে দ্বিগুণ দণ্ডার্থ, (১) বিশেষতঃ অর্থ প্রলোভন দিয়া সাহসের কারক ব্যক্তি চতুর্গুণ দণ্ডার্থ হইত। বাকৃপাক্ষ্য ও দণ্ড পাক্ষ্যের ন্যায় সাহস অপরাধও অপহৃত দ্রব্যাদির মূল্য অনুসারে প্রথম মধ্যম ও উত্তম সাহস ভেদে তিন প্রকার, যাজ্ঞবল্ক্য মতে পূজনীয় ব্যক্তির নিন্দা ও অজ্ঞা অতিক্রম করা ভ্রাতৃবধূর তাড়না করা, প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান না করা মুদ্রিত গৃহ উদ্বাটন করা, স্বগৃহ সংলগ্ন গৃহক্ষেত্রাদির বাহারা স্ব মী এবং স্ববংশোদ্ভব ব্যক্তি বা স্বগ্রাম বাসীগণের অপকার করা প্রভৃতি অপরাধও সাহসের অন্তর্গত। (২) কেননা সাহস প্রকরণে প্রসঙ্গক্রমে ইহা যাজ্ঞবল্ক্য মতে উক্ত হইয়াছে, এবং সাধারণের সমক্ষে চুরি ডাকাতি জালিয়াতি যে সাহস তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে। সাহস অপরাধও সাহসকারীর প্রতি ব্যক্তিগত ক্ষতিপূরণ, রাজদণ্ড ও প্রাপ্তিচর এই ত্রিবিধ দণ্ডই প্রযুক্ত হইবার বিধি ছিল। বস্তুতঃ বাকৃপাক্ষ্য, দণ্ডপাক্ষ্যাদির হায় সাহস নামে কোন অপরাধশ্রেণী নাই, পরন্তু দণ্ডপাক্ষ্য জ্ঞাসংগ্রহ হত্যা প্রভৃতি অপরাধ সাধারণের সমক্ষে বলসূরক রূত হইলেই তাহা সাহস পর্য্যায় ভুক্ত।

স্বামিপাল বিষয়ক অপরাধ।

পণ্ডস্বামী ও পণ্ডপালক এতদুভয়বিষয়ক অপরাধের নাম “স্বামিপাল বিবাদ,” স্বামিপাল বিবাদক্ষেত্রে দেখে যায় পণ্ডস্বামীর জ্ঞাতসারে মহিষী

(১) যে সাহসংকর্য্য সদাপো দ্বিগুণং দমং।

যশ্চৈবমুত্তরং দাতা কাংসেসেচতুর্গুণং। যাজ্ঞঃ ২।২৩।

(২) যাজ্ঞবল্ক্য, ২।২৩২, ২৩৩।

প্রভৃতি বৃহৎ পশু বা গবাদি মধ্যপশু অথবা ছাগাদি ক্ষুদ্রপশু যদি কাহারও ক্ষেত্রে শস্তাদি নষ্ট করে তবে পশুস্বামী দণ্ডনীয় হইবে, পশু-স্বামীর অজ্ঞানতঃ শস্তাদি নাশ ঘটিলে পশুস্বামীর অর্দ্ধদণ্ড হইবে, এবং পশুর বৃহৎ ও ক্ষুদ্রতানুসারেও উত্তরোত্তর অর্দ্ধদণ্ডের বিধান হইবে। আরও নীতি একরূপ ছিল যে, পশু সকল পরক্ষেত্রে শস্ত ভক্ষণ করিয়া যদি অনিবারিত হইয়া শস্তক্ষেত্রে শয়ান থাকে তবে দণ্ড দ্বিগুণ এবং বৎসের সহিত শয়ান থাকিলে চতুগুণ দণ্ড পশুস্বামী দিবেন, এবং ক্ষেত্রীকে নষ্টশস্ত বা তাহার মূল্য দিয়া ক্ষতিপূরণ করিবেন, যদি পালকের হস্তে পশু ক্ষুণ্ণ থাকে তবে পালক, তাড়ণ ও দণ্ড উভয়ের দায়ী হইবে, পরন্তু ক্ষতিপূরণ পশুর স্বামীকেই দিতে হইবে। কিন্তু অনবৃত্ত ক্ষেত্রে পালক বা পশুস্বামীর অনিচ্ছায় শস্তনাশ ঘটিলে কাহারও কোন দোষ হইবে না, অনাবৃত্ত ক্ষেত্রে ইচ্ছাপূর্বক পশু দ্বারা শস্ত নাশ ঘটাইলে তাদৃশ ঘটনাকারী চোরের ত্রাণ দণ্ডাই হইবে। কিন্তু ইহাও প্রতিপ্রসন্ন স্থলে দেখা যায়, মহোক্ষ অর্থাৎ অনাবৃত্ত বন্যাদি, বৃষাৎসর্গাদিতে উৎসৃষ্ট বৃষভাদি পশু, নবপ্রসূত গবাদি, বা গ্রামান্তর হইতে যখনই হইয়া আগত বা পালক রহিত হইয়া মেঘগর্জনাदि ভয়ে পলাত পশু যদি কাহারও ক্ষেত্রে শস্ত নাশ করে তবে সেস্থলে দোষ হইবে না। পরন্তু পালক থাকিলে সেই পশুপালক দণ্ডনীয় হইবে। প্রাচীনকালে গবাদি পশুচারণের জন্ত কিয়ৎ পার্শ্বমিত ভূভাগ অকুণ্ট অবস্থায় পার্শ্বক্লিষ্ট থাকিত এবং সেই স্থানে গ্রাম্যজন বা রাজার ইচ্ছানুসারে পশুচারণ হইত, কিন্তু দ্বিজাতিগণ যাজ্ঞীয় কাষ্ঠ, গণাদির জন্ত তৃণ ও দেবার্জনার পুষ্প ও অপরিবৃত্ত বৃক্ষের ফল নিজ বৃক্ষের ত্রায় আচরণ করিতে পারিতেন, এবং অস্থায়িক স্থান হইতে দ্বিজাতি ভিন্নও উক দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারিত। তবে দ্বিজাতি ভিন্ন বা আপৎ কাল ব্যতিরেকে বা গবাদি

পুত্র জন্ম না হইয়া অকৃত্রিম কারণে ঐ সকল দ্রব্য, দ্রব্যস্বামীর বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করিলে চৌর্য্য দোষ ঘটত। (১)

স্ত্রীসংগ্রহ অপরাধ

বিরংসামতলবে পুরুষকৃত পরদার অথবা শাস্ত্রনিষিদ্ধ রমণীর সহিত অথবা স্ত্রীজনকৃত পরপুরুষের সহিত নির্জনে সম্ভাবনাদি হইতে রেতঃসেকান্ত সম্ভোগ পর্য্যন্ত যাবতীয় রতিসাধন কার্য্য স্ত্রীসংগ্রহ অপরাধ নামে অভিহিত। অযোনিতে সম্ভোগ, কন্ডাদূষণ, এবং পুত্র সহিত সম্ভোগও উক্ত অপরাধ পর্যায়ভুক্ত ছিল। যদি কোন পুরুষ স্নানাপূর্ব্বক বা দর্প বা মোহবশে জনসমাজে আমি অমুক স্ত্রী উপভোগ করিয়াছি একরূপ প্রকাশ করে তাহাও নাবদ স্মৃতিমতে স্ত্রীসংগ্রহ অপরাধ। বস্তুতস্ত তাহা বাক্যপাক্ষ্য অপরাধ মধ্যে পারগণিত হওয়া উচিত।

প্রথমসংগ্রহ মধ্যমসংগ্রহ এবং উত্তমসংগ্রহ ভেদে স্ত্রীসংগ্রহ অপরাধ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর নির্জনে সম্ভাবণ হস্ত্র অপাঙ্গ প্রেক্ষণাদি প্রথম সংগ্রহ অপরাধ, গন্ধমালা মস্ত বস্ত্র ভূষণাদি উপহার প্রেরণ এবং প্রলোভন মধ্যমসংগ্রহ অপরাধ, পরস্পর একশয্যাগমন ক্রীড়া চুম্বন আশিষ্যাদি রেতঃসেকান্ত সম্ভোগ উত্তম সংগ্রহ অপরাধ। বলপূর্ব্বক উপাধিকৃত এবং অনুরাগজ ভেদেও স্ত্রীসংগ্রহ অপরাধের তিন বিভাগ দেখা যায়। অনিচ্ছুক অথবা স্তম্ভ উন্নত এবং প্রমত্ত রমণীর সহিত কৃত সংগ্রহাপরাধ বলাৎকারকৃত স্বরূপে গণিত। ছলপূর্ব্বক রমণীকে স্বগৃহে আনিয়া বা উক্ত রমণীর গৃহে বাইয়া

(১) গোহগ্ৰ্যর্থঃ তৃণমেধাংসি বাক্ববনস্পতীনাঞ্চপুষ্পাদি
স্ববাদাদীনি, ফলানিচাপরিবৃত্তানাম্। গোভমধর্ষ্যহত্।

তৃণং বা ঘাস বা কাষ্ঠং পুষ্পং বা বর্দ বা ফলং।

অনাপুচ্ছন্ হি গৃহানাংহস্তচ্ছেদন মর্হতি ॥ যাভবক্ষ্য, আমিপালবিবাদ প্রঃ

১৬৬ মোক, মিঠাকরা

কৃত অপরাধ উপাধিকৃত এবং জ্ঞী ও পুরুষের পরস্পর অনুরাগফলে কৃত অপরাধ অনুরাগজ স্বরূপে অভিহিত। (১)

স্বর্ণ বা সজ্জাতি মধ্যে প্রথম মধ্যম ও উত্তম সংগ্রহ অপরাধে যথা-
ক্রমে প্রথম মধ্যম ও উত্তমসাহস দণ্ড অর্থাৎ ২৫০ পণ ৫০০ পণ এবং
১০৮০ পণ হইতে অবস্থা বিশেষে অঙ্গচ্ছেদাদি প্রাণান্তিক বধদণ্ড ছিল।
কিন্তু অপরাধী ধনী হইলে অর্থদণ্ড অধিকও হইত। (২)

রিয়াসামতলব না থাকিলে নির্দোষ পরপুরুষ কারণবশতঃ পরজীর
সহিত নির্জনে সন্তাষণ করিলে সংগ্রহ অপরাধ হয় না। কিন্তু নিতান্ত
নির্জনে যথা উদকাবতরণমার্গে অরণ্যে বনে নদীসঙ্গমস্থলে পরজীর
সহিত সন্তাষণ সন্তোগাভিলাষ সূচক অতএব উহা প্রথমসংগ্রহ অপরাধ মধ্যে
পরিগণিত। তিসুক বন্দী (স্ততিপাঠক) ঋত্বিক স্থপকার প্রভৃতি শিল্পী
নিজ নিজ কার্যাবশত পরজীর সহিত সন্তাষণ করিয়া থাকে অতএব তাহারা
যদি সন্তাষণ করিতে নিষিদ্ধ না হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের
ঐরূপ সন্তাষণে কোনরূপ অপরাধ হয় না। কিন্তু যদি নিষিদ্ধ হইয়াও
ঐরূপ সন্তাষণ করে তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে এবং এক
স্বর্ণ (১৬ মাষা) দণ্ড হইবে। নট নর্তক পদ্মাজীব প্রভৃতির জীর
সহিত সন্তাষণ করিলে পূর্বোক্ত প্রথম সাহসদণ্ড বা এক স্বর্ণ দণ্ড হইবে
না, কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্র দণ্ড হইবে। এইরূপ দাসী, গরের অবরুদ্ধা নারী,
প্রব্রজিতা রমণীর সহিতও নির্জন সন্তাষণ করিলে কিঞ্চিন্মাত্র দণ্ড

(১) বিবাদরত্নাকর সংগ্রহণতরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

(২) ত্রয়াণামপি চৈতেষাং প্রথমো মধ্য উত্তমঃ।

বিনয়ঃ কল্পনীয়াঃ শ্রাদ্ধিকো দ্রবিশাধিকে ॥ বিবাদরত্নাকরমুতবৃহৎস্পতিবচন।

হইবে। (১) ইহা দ্বারা উপলব্ধি হয় বেজাদির সহিত ঐরূপ নির্জনে সম্ভাষণ করিলে কোন অপরাধ বা দণ্ড হইত না।

রিয়ংসা মতলব না থাকিলেও পরপুরুষবিশেষের সহিত সম্ভাষণাদি করিতে নিষিদ্ধ জ্বালোক ঐরূপ সম্ভাষণাদি করিলে উক্ত জ্বীর ১০০ পণ দণ্ড ছিল। পরস্ত্রী বিশেষের সহিত সম্ভাষণাদি করিতে নিষিদ্ধ পুরুষ ঐরূপ সম্ভাষণাদি করিলে তাহার ২০০ পণ দণ্ড। এবং উক্ত জ্বী ও পুরুষ উভয়ে পরস্পর সম্ভাষণাদি করিতে নিষিদ্ধ হইয়াও ঐরূপ সম্ভাষণাদি করিলে সংগ্রহণাপরাধবৎ দণ্ড হইবে। (২) দণ্ডপরিমাণ দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যে উপরি উক্ত দণ্ড ব্যবস্থা, নিষেধ উল্লঙ্ঘন হেতু রিয়ংসা অভাবেও ছিল।

প্রথম ও মধ্যম সংগ্রহ অপরাধে দণ্ড।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে সজাতি মধ্যে প্রথম সংগ্রহ অপরাধে পূর্ব সাহস এবং মধ্যমসংগ্রহ অপরাধে মধ্যমসাহস দণ্ড বিহিত ছিল। দণ্ডবিধি পর্যালোচনা করিলে ইহা উপলব্ধি হয় যে, উক্ত অপরাধ আত্মলোম্যে অর্থাৎ উচ্চবর্ণ পুরুষ কর্তৃক নীচবর্ণীয় পরদার প্রতি বা সহিত হইলে উক্ত পুরুষের উপরি লিখিত দণ্ডের অর্দ্ধেক দণ্ড হইত এবং প্রাতিলোম্যে অর্থাৎ নীচবর্ণ পুরুষ কর্তৃক উচ্চবর্ণ পরদার প্রভৃতির সহিত বা প্রতি হইলে বর্ণস্তর হিসাবে দণ্ড দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ হইবে। সকামা অকামা এবং অশুপ্তা (আভাবকহীনা) শুপ্তা (অভিভাবকযুক্তা) রমণীভেদেও দণ্ডের হ্রাসবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। তাহার উদাহরণ নিম্নে উক্তম সংগ্রহ অপরাধ স্থলে প্রদত্ত হইবে।

(১) মনু ৮।৩৫৫, ৩৫৬, ৩৬০—৩৩

(২) বাজবল্ক্য ২।২৮৫

কৌটিল্য মতে দেখা যায় মৈথুনার্ধে জ্বী-পুরুষের পরস্পর অনঙ্গ-বিচ্ছেদ্য বা নির্জন সম্ভাষণে জ্বীর ২৪ পণ দণ্ড এবং পুরুষের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪৮ পণ দণ্ড। কেশ, নীবী, দন্ত ও নখ অবলম্বনে জ্বীর পূর্ব সাহস দণ্ড এবং পুরুষের তাহার দ্বিগুণ দণ্ড। শঙ্কিত স্থানে জ্বীলোক পরপুরুষের সহিত সম্ভাষণ করিলে উক্ত জ্বীর পক্ষ বেত্রাঘাত অথবা প্রাতি বেত্রাঘাতের পরিবর্তে ১ পণ দণ্ড। প্রতিষেক্ত জ্বী ও পুরুষ পরস্পরকে ক্ষুদ্রদ্রব্য, স্তূল-দ্রব্য ও হিরণ্য আদি উপহার দিলে জ্বীলোকের যথাক্রমে ১২, ২৪ ও ৫০ পণ দণ্ড এবং উক্ত পুরুষের তাহার দ্বিগুণ দণ্ড। (১)। কৌটিল্যমতে প্রথম ও মধ্যম সংগ্রহ অপরাধ স্থলে আত্মলোম্য ও প্রাতিলোম্য অনুসারে দণ্ডের কোন হ্রাসবৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায় না কিন্তু জ্বীলোকের দণ্ডাপেক্ষা পুরুষের দণ্ড দ্বিগুণ ছিল ইহা স্পষ্টই উল্লেখ আছে।

উত্তম সংগ্রহ অপরাধ।

উত্তম সংগ্রহ অপরাধ সম্বন্ধে শাস্ত্র পর্যালোচনা করিলে বহিঃ সাধারণতঃ অভিগম বা গমন অর্থাৎ রেতঃসেকান্ত সম্ভোগেরই দণ্ডবিধি প্রদত্ত হয় তথাপি চুশ্বন কেশ্যকেশি গ্রহণ আবিষ্কৃত সম্ভোগের দণ্ড এবং রেতঃ সেকের পূর্বেই নিবৃত্তি স্থল সকলও উত্তম সংগ্রহ পর্যায় ভুক্ত ছিল। তবে রেতঃ সেকান্ত সম্ভোগ অপেক্ষা ঐক্লপ স্থলে নূন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

অকামা সকামা, গুপ্তা অগুপ্তা, প্রাতিলোম্য আত্মলোম্য গুরুপত্নী এবং অন্তনারী ভেদে দণ্ডের যথাক্রমে গৌরব ও লাব্যবর বিধান পরিলক্ষিত হয়।

বলাৎকারপূর্বক অকামা পরস্ত্রী প্রভৃতি গমন গুরুতর অপরাধস্বরূপে

ପରିଗଣିତ ଥିଲ । ପ୍ରଥମେହି କୋଟିଳୀରେ ଆମରା ଦେଖିତେ ପାହି “ନ ପ୍ରାକା-
 ମ୍ୟାମକାମାୟାଂ ଲଭେତ” ଅର୍ଥାତ୍ ଆନିଚ୍ଛୁକ ପରସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭୃତିର ସହିତ ଅଭିଗମନ
 କରିବେ ନା । ବଳାଂକାର ପୂର୍ବକ ଆନିଚ୍ଛୁକ ପରଦାର ଗମନ କରିଲେ ପୁରୁଷର
 ଲିଙ୍ଗ ବୃଷ୍ଣଚ୍ଛେଦନାଦି ଅବସ୍ଥାବଶେଷେ ଲାଘାତ୍ମକ ବଧଦଣ୍ଡ ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ
 ବଳାଂକୃତୀ ଶ୍ରୀର କୋନ ଅପରାଧ ହୁଏତ ନା । (୧) । ଐକ୍ରମେ ଅକାମା
 କଥା ଗମନ କରିଲେବଧଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ଥିଲ (୨) । ନିର୍ଧନା ଅକାମା
 ବିଧବା ଗମନ କାରଣେ ସର୍ବସ୍ବ ଦଣ୍ଡ ହୁଏତ । (୩) । ପୁରୁଷସନ୍ତୋଗଜୀବିକା
 ସ୍ୱେରିଣୀ ପ୍ରଭୃତି ଦାମୀ ବା ବେଶ୍ଟାକେ ବଳାଂକାର ପୂର୍ବକ ଉପଭୋଗ କରିଲେ
 ୧୦ ପଣ ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ଥିଲ ଏବଂ ଯଦି ଅନେକ ପୁରୁଷ ଏକଜନ ଐକ୍ରମ ଦାମୀ
 ବା ବେଶ୍ଟାକେ ବଳପୂର୍ବକ ଉପଭୋଗ କରେ ତାହା ହୁଏଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର
 ୨୫ ପଣ ଦଣ୍ଡ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦାମୀ ଅବକ୍ରଦ୍ଧା ବା ଭୂଜିୟା ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ କୋନ
 ପୁରୁଷ ରକ୍ଷିତା ହୁଏ ତାହା ହୁଏଲେ ସକାମା ହୁଏ ୫୦ ପଣ ଦଣ୍ଡ । (୪) । ଯଦି

(୧) ବଳାଂ ସନ୍ଧୁଷ୍ମେଦ୍ ସନ୍ତ ପରଭାଷ୍ୟାଂ ନରଃ କଟିଂ ।

ବଧଦଣ୍ଡୋ ଭବେଂ ତତ୍ର ନାପରାଧୋ ଭବେଂ ଶ୍ରମାଃ ॥ ମଂସପୁରାଣ ବଚନ ।

ସହସ୍ରା କାମରେଦ୍ ସନ୍ତ ଧନଂ ତତ୍ରାଧିକଃ ହରେଂ ।

ଓଂକୃତ୍ୟ ଲିଙ୍ଗବୃଷ୍ଣୋ ଜାମରେଦ୍ ଗର୍ଭେନ ତୁ ॥ ବୃହସ୍ପତି ବଚନ ।

ଶ୍ରୀରୁ ବ୍ରତୋପଯୋଗଃ ଶ୍ରୀଂ ପ୍ରମହ ପୁରୁଷେ ସଦା ।

ବଧଦଣ୍ଡଃ ପ୍ରସର୍ତ୍ତେତ କାଷ୍ଠାତିକ୍ରମଣଂ ହିଃ ॥ କାତ୍ୟାୟନ ବଚନ ।

(୨) ସୋଽକାମାଂ ଦୃଷ୍ଟେଽଽ କଥାଂ ସ ସଞ୍ଜୋ ବଧମର୍ହିତି । ମନୁ ୮/୩୭୫

(୩) ଅକ୍ରମାଂ ସୁତପତ୍ନୀଂ ସଂଗୃହ୍ଣାମିତ୍ୟୁଚ୍ୟାତ ।

ବଳାଂ ପରିଗୃହାଂସ୍ତ ସର୍ବସ୍ବଂ ଦଣ୍ଡମର୍ହିତ ॥ ବିବାହରତ୍ନାକରସୂତ ମଂସ ପୁରାଣ ବଚନ ।

(୪) ପ୍ରମହ ଦାଞ୍ଚିଭିଗମେ ଦଣ୍ଡୋ ଦଶପଣଃ ସ୍ମୃତଃ ।

ବହୁନାଂ ସତ୍ତକାମାମ୍ବୋ ଚତୁର୍ବିଂଶତିକଃ ପୁଞ୍ଚକଃ ॥ ବାଞ୍ଛବକ୍ୟ ୨/୨୯୧

ପରାବରଜ୍ଞାଂଗେନ ପକ୍ଷୀଂ ଧର୍ମାକୋ ନୟଃ ।

ପ୍ରମହ ବେଶ୍ଟା ଗମନେ ଦଣ୍ଡୋ ଦଶପଣଃ ସ୍ମୃତଃ ॥ ବ୍ୟାସଃ

କୋଟିଳୀରେ ୫/୧୩୦ ଅଧ୍ୟାୟ ଓ ଉପସ୍ଥାପନ ।

বেশ্য শুক লইয়া অভিগমনে অনিচ্ছুক হয় এবং সে যদি ব্যাধিতা শ্রান্তা বা রাজ কৰ্ম পরায়ণা না হয় তাহা হইলে তাহাকে বলপূর্বক উপভোগ করিলেও পুরুষের কোন দোষ বা অপরাধ হয় না। (১)। অতএব ধর্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে উপরি উক্ত স্থল বাতীত বলপূর্বক যে কোন অকামা রমণী উপভোগ করিলে পুরুষ দণ্ডনীয় হইত।

ব্রাহ্মণী ব্যতিরিক্তা অনবরুদ্ধা শৈরিণী দাসী প্রভৃতি এবং বেশ্য। সকল। হইলে তাহাদিগের সহিত আত্মলোভ্যে অভিগমন করিলে কোন অপরাধ বা রাজদণ্ডের বিধান ছিল না। কিন্তু বেশ্যাগামী ব্রাহ্মণের রাজদণ্ড ছিল, তাহার প্রমাণ পণ্ডে দ্রষ্টব্য এবং ঐরূপ অভিগমন পাতক মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং সে জন্ম তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধানও ছিল। ঐ সকল রমণী প্রাতিলোভ্যে সর্বদা অগম্য। ছিল এবং প্রাতিলোভ্যে অভিগম্য স্থলে সর্বত্রই অবতাবিধেবে ন্যূনাধিক দণ্ডের বিধান ছিল। (২)।

সকামা পরভার্য্যা গমন করিলে প্রায় সর্বত্রই দণ্ডের বিধান ছিল। সমাজীয় পরদার গমনে পুরুষের উত্তম সাহস দণ্ড ছিল। আত্মলোভ্যে পরস্ত্রীগমনে অর্থাৎ উচ্চবর্ণ পুরুষ অর্জক হীনবর্ণাঙ্গীগমনে মধ্যমসাহস দণ্ড এবং প্রাতিলোভ্যে পরস্ত্রীগমনে প্রাণান্তিক বধদণ্ড এবং সকামাঙ্গীর কর্ণ নাসাদি কৰ্ত্তন দণ্ড বিহিত ছিল। (৩) মিতাক্ষরাকার নিম্নে ওঅঙ্কে

(১) যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৯১ মিতাক্ষরা টীকা।

(২) শৈরিণ্য ব্রাহ্মণী বেশ্য। দাসী নিকাদিনী তথা।

গম্যাঃ স্ত্যরাহুলোভ্যেন স্ত্রিয়ে ন প্রাতিলোভ্যতঃ ॥ নারদ স্মৃতি

(৩) সমাজাবৃন্তমো দণ্ড আত্মলোভ্যে তু মধ্যমঃ।

প্রাতিলোভ্যে বধঃ পুংসো নার্য্যাঃ কর্ণাদি কৰ্ত্তনম্ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৮৬

উক্ত রাজবক্ষ্য শ্লোক ব্যাখ্যা স্থলে বলাৎকার পূর্বক সজাতীয় পরদারগমনে পুরুষের ১০৮০ পণ দণ্ড ইত্যাদি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমীচীন বা আশ্রয়ানুমোদিত বলা যায় না। কারণ বলাৎকার পূর্বক পরভার্য্যাগমনে স্থলে অঙ্গচ্ছেদাদি বধদণ্ড বিহিত ছিল—তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিবাদরত্নাকরের মতই গ্রাহ্য। চণ্ডেশ্বর নিন্মে ক অঙ্কে উক্ত বৃহস্পতি শ্লোক ব্যাখ্যা স্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে বল অথবা ছল অবলম্বন না করিয়া দূতী প্রেষণাদি দ্বারা সজাতীয় পররাজ্যগমন করিলে পুরুষের উত্তমদাহস দণ্ড এবং হীনবর্ণা পররাজ্যগমনে মধ্যমদাহস দণ্ড। কিন্তু হীনবর্ণ পুরুষ বল বা ছলদ্বারা দূতাদি প্রেষণ দ্বারা উৎকৃষ্ট জাতীয় পররাজ্য গমন করিলে তাহার মারণ বা বধদণ্ড হইবে। সকাম পরদারগমনে এই যে সাধারণ দণ্ডবিধি ইহার একস্থলে ব্যতিক্রম দেখা যায়। ক্লীব বা অক্ষম পুরুষের স্বচ্ছন্দানুচারিণী (অর্থাৎ যে পাতব্রতা নয়) ভার্য্যা মৈথুনার্থে পরপুরুষের গৃহে স্বয়ং যদি আসে এবং উক্ত পুরুষ যদি ঐ স্ত্রীকে উপভোগ করে তাহা হইলে তাহার দোষ বা অপরাধ নাই। (১) তবে এই ব্যতিক্রম সজাতীয় বা হীনবর্ণা পররাজ্য সম্বন্ধে বৃদ্ধিতে হইবে কারণ উচ্চবর্ণা পরভার্য্যা গমনে সর্বত্রই দণ্ডশ্রুতি আছে।

প্রাতিলোম্য পরদার গমনে পুরুষের বধদণ্ডবিধি (২) পরের গুপ্তা বা রক্ষিতা নারী গমনেও বিহিত ছিল। শূদ্র যদি দ্বিজাতির গুপ্তা বা

(ক) দমোস্তমঃ সমাস্তান্ত হীনামর্গিকস্ততঃ।

পুংসঃ কার্যোৎসাহিকায়ান্ত গমনে সম্প্রাপণম্ ॥ বৃহস্পতি
(বিবাদ রত্নাকর)

(১) স্বদমেবাগতায়ান্ত স্বগৃহে ন তু দোষভাক্।

অদ্বষ্টাত্তদারস্ত ক্লীবস্তাক্ষমস্ত চ।

স্বচ্ছানুপেয়বো দারান্নদোষঃ সাহসে ভবেৎ ॥ বিবাদরত্নাকর বিশ্ববচন।

(২) প্রাতিলোম্যে বধঃ পুংসো নার্যাঃ কর্ণাদিকর্জনম্। রাজবক্ষ্য ২২৮০

দ্বিজাতি নারী গমন করে তাহা হইলে তাহার সর্বস্বহরণ ও বধদণ্ড ছিল। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণের রক্ষিতা বা গুপ্তা নারী গমন করে তাহা হইলে তাহাদের শূদ্রবৎ দণ্ড বা কটাম্বি দ্বারা দাও দণ্ড বিহিত ছিল। আর শূদ্র যদি ঐরূপ অগুপ্তা বা অভিভাবকহীনা দ্বিজাতি নারীগমন করে তাহা হইলে তাহার লিজ্জাচ্ছেদ ও সর্বস্বহরণ দণ্ড এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি অগুপ্তা বা অভিভাবক হীণা ব্রাহ্মণী গমন করে তাহা হইলে তাহাদের বধাক্রমে ১০০০ পণ ও সর্বস্বহরণ দণ্ড ছিল। এবং উক্ত অর্থদণ্ড ব্যতীতও ক্ষত্রিয়ের গর্দভমূত্র দ্বারা মস্তক মুগুন এবং বৈশ্যের একবৎসর কারারোধ বিহিত ছিল। (১) বলাৎকারপূর্বক অগুপ্তা ব্রাহ্মণী গমনে ব্রাহ্মণের ১০০০ পণ দণ্ড, ঐরূপ সকামা অগুপ্তা গমনে ৫০০ পণ, গুপ্তা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা গমনে ১০০০ পণ, অগুপ্তা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা গমনে ৫০০ পণ এবং অন্ত্যজা চাণ্ডালী প্রভৃতি গমনে ব্রাহ্মণের ১০০০ পণ দণ্ড বিহিত ছিল। গুপ্তা ক্ষত্রিয়া গমনে বৈশ্যের এবং গুপ্তা বৈশ্যাগমনে ক্ষত্রিয়ের অগুপ্তা-ব্রাহ্মণীগমন বিহিত দণ্ড ছিল। গুপ্তা শূদ্রা গমনে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ১০০০ পণ দণ্ড ছিল। কাহারও রক্ষিতা নারী যদি মৈথুনার্ধে পরপুরুষের গৃহে আসে এবং ঐ পুরুষ যদি তাহাকে উপভোগ করে তাহা হইলে উক্ত পুরুষের অর্দ্ধদণ্ড হইবে (২)। অগুপ্তা ক্ষত্রিয়াগমনে বৈশ্যের ৫০০ পণ এবং অগুপ্তা বৈশ্যাগমনে ক্ষত্রিয়ের গর্দভমূত্র দ্বারা মস্তকমুগুন অথবা ৫০০ পণ দণ্ড (৩)। গুপ্তা ও অগুপ্তা অর্থে প্রায় সর্বত্র পরভার্য্যা ব্যতীত সকামা

(১) আর্ঘ্যস্ফাতিগমনে লিজ্জাহারঃ স্বহরণং চ। গোপ্তা চেদ্বধোহধিকঃ ॥ গোভমধর্ষ-

সূত্র ১২২, ৩ মনু ৮।৩৭৪, ৩৭৫ এবং ৩৭৭ ও কোটিলীয় ৪।১৩ অঃ দ্রষ্টব্য।

(২) গুপ্তায়াঃ সংগ্রহোদগো যথোক্তঃ পরিকীর্তিতঃ।

ইচ্ছন্ত্যামাগতানন্ত গচ্ছন্তোহর্দ্ধদমঃ স্মৃতঃ ॥ ব্যাস (বিবাদেরদ্বাকর)।

(৩) মনু ৮।৩৭৮, ৩৮১—৩৮৫

রমণী বৃত্তিতে হইবে কারণ অকামা পরভার্যা গমনে বা পুরুষসন্তোগ-
জীবিকা ঐরমণী প্রভৃতি এবং বেথ্যা ব্যতীত অগ্ন্যত্র অকামা রমণীগমন
স্থলেও গুরুতর অশ্চেছদাদি বধদণ্ডের বিধান ছিল এবং তাহার প্রমাণ
পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বধদণ্ড না থাকায় বলাৎকার স্থলেও
ব্রাহ্মণ অপরাধের পূর্বোক্ত অর্থদণ্ডের বিধান দেখা যায়। বধদণ্ডের পরিবর্তে
ব্রাহ্মণের মন্তকমুণ্ডন অঙ্গন নির্বাসন প্রভৃতি দণ্ড বিহিত ছিল (১)। কিন্তু
কৌটিলীয়ে রাজভার্যা গমনে সর্বত্র বর্ণ নির্বিশেষে কুস্তীপাক দণ্ডের ব্যবস্থা
দেখা যায় (২)। চাণ্ডালী প্রভৃতি অস্থাজা রমণী গমনে দ্বিজাতিকে মনুস্ত
অর্থদণ্ড পূর্বক ভগ্নাঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইত এবং
আর্য্যস্ত্রীগমনে চাণ্ডালদির বধদণ্ড বিহিত ছিল (৩)।

উপরি উক্ত যাবতীর অর্থদণ্ড ব্যবস্থা গুরুপত্নী বা গুরুপত্নী সমা নারী
গমন স্থল ব্যতীত অগ্ন্যত্র স্থলেবু ক্রিতে হইবে। যেহেতু মা, মাসী, শাশুড়ী,
মামী, পিশী, খুড়ী, শশ্যদ্বী, ভগিনী, পুত্রবধূ, কন্যা, আচার্য্যাণী, শরণাগতা
সগোত্রা, রাজ্ঞী, ব্রহ্মচারিণী প্রভৃতি, ধাত্রী, উচ্চবর্ণা সাধবী রমণী, ইহারা
কেহ গুরুপত্নী, কেহনা গুরুপত্নী সমা। অকামা সকামা স্থলেও ইহাদের
সহিত অভিগমে শিল্পকর্ডন ছাড়া অত্র কোন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না। (৪)
নিয়োগস্থলে পুত্রহীনা বিধবা নারী শাস্ত্রানুসারে পুত্র কামনা করিয়া
দেবরাদির সহিত অভিগমন করিলে তাহা সংগ্রহাপরাধ হইবেনা। কিন্তু

(১) মনু ৮।৩৭৯-৩৮১

(২) কৌটিলীয়ে ৪।১৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৮২

(৩) যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৯৪

(৪) নারদস্মৃতি। স্ত্রীপুংসযোগ প্রঃ ৭৩।৭৪।৭৫

অনিযুক্ত নারীতে বা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্বক অভিগমন করিলে সংগ্রহা-
পরাদেশে ত্রায় দণ্ড হইবে। (১)

কন্যাদূষণ

অকামা সজ্জাত কন্যাকে বলপূর্বক অঙ্গুলিদ্বারা দূষিত করিলে পুরুষের
দুই অঙ্গুলিচ্ছেদ এবং ৬০০ পণ দণ্ড বিহিত ছিল। সকামা সজ্জাতীয়া
কন্যাকে ঐরূপ দূষিত করিলে অঙ্গুলিচ্ছেদরূপ বধ দণ্ড হইত না কিন্তু ঐ
প্রসঙ্গ নিবৃত্ত করিবার ক্ষমতা পুরুষের ২০০ পণ দণ্ড হইত। অকামা বা
সকামাশূলেও উক্তমবর্ণ্য কন্যাকে ঐরূপে দূষিত করিলে হীনবর্ণ্য পুরুষের
সর্বস্বহরণ এবং অঙ্গুলিচ্ছেদনাদি বধদণ্ড হইত। যদি কোন কন্যা অথ
কন্যাকে ঐরূপ অঙ্গুল্যাদি দ্বারা দূষিত করে তাহা হইলে তাহার ২০০ পণ
এবং দশ বেত্রাঘাত দণ্ড ছিল এবং দূষিত কন্যার পিতাকে দ্বিগুণ শুদ্ধ দান
করিতে হইত। যদি কোন স্ত্রীলোক ঐরূপে অথ কন্যাকে দূষিত করে
তাহা হইলে তাহার মৃত্যুকমণ্ডন, দুই অঙ্গুলিচ্ছেদ এবং গর্ভভ পৃষ্ঠে রাজমার্গে
উদ্বাহন দণ্ড বিহিত ছিল (২)। কোটিগ্য মতে অপ্রাপ্তফলা (অর্থাৎ অনা-
গতভর্তবা) সংগী কন্যাকে ঐরূপে দূষিত করিলে হস্তচ্ছেদ অথবা ৪০০ পণ
দণ্ড এবং ঐ কন্যা যদি মারা যায় তাহা হইলে প্রাণান্তিক বধ দণ্ড
হইত (৩)।

বলপূর্বক অকামা সর্বকন্যা গমন করিলে পুরুষের সন্তো বধদণ্ড

(১) নারদস্মৃতি, স্ত্রীপুংসবোপ প্রঃ ৮৮

(২) যশু ১।৩৬৭-৩৭০

কন্ত্যামসকামায়াং দ্ব্যঙ্গুলস্যাবকর্তনম্।

উক্তমায়াং বধস্তেব সর্বসংগ্রহণং তথা। নারদস্মৃতি।

(৩) কোটিলীয়ে ৪।১২ অধ্যায় দ্বৈতব্য।

বিহিত ছিল (১)। কুল্লুক এবং বিজ্ঞানেশ্বর উভয়েই উদ্ধৃত মনু বচনের দৃষণ শব্দের অর্থ গমন ধরিয়াছেন। সকামা সর্বগকণ্ঠাগমনে কোন অপরাধ বা অতিক্রম হয় না কিন্তু ঐ কণ্ঠাকে সংকারপূর্বক অলঙ্কৃত করিয়া বিবাহ করিতে হইত (২)। উত্তমবর্ণা কণ্ঠা সকামাই হউক আর অকামাই হউক তাহাতে হীনবর্ণ পুরুষ গমন করিলে উক্ত পুরুষের প্রাণদণ্ড বিহিত ছিল (৩)। কিন্তু কোটিলীয়ে দেখা যায় যে কণ্ঠা যদি তিন বৎসর উর্দ্ধকাল ঋতুমতী হইয়া অনুচ্চ থাকে তাহা হইলে হীনবর্ণ পুরুষও অনলঙ্কৃত তাদৃশী কণ্ঠা গমন করিলে অপরাধী বা দণ্ড্য হইবে না (৪)। ইংরাজী আইনে যেমন কণ্ঠা হরণ করিলে ঐকণ্ঠার পিতাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থদণ্ড দিতে হয় তদ্রূপ প্রাচীন ভারতেও ঐরূপ নিয়ম দৃষ্ট হইত (৫)।

অবোনি সন্তোগ।

স্ত্রী পুরুষে অথবা পুরুষে পুরুষে অবোনি সন্তোগে কোটিল্য মতে পূর্বসাহস দণ্ড কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য মতে নাত্র ২৪ পণ দণ্ড। কোটিল্য মতে দেবপ্রতিমা গমনে পূর্বসাহসের দ্বিগুণ দণ্ড কিন্তু তিথ্যকৃষোনি গমনে

(১) যোচ্চকামাঃ দৃষণ্যে কণ্ঠাং স সজোবধমর্হতি । মনু ৮।৩৩২

(২) সকামায়াং তু কণ্ঠায়াং সঙ্গমে নাত্যতিক্রমঃ ।

কিন্তু লঙ্কৃত্য সংকৃত্য স এবৈনাং সমুদবহেৎ ॥ নারদস্মৃতি স্ত্রীপুংসযোগঃ, ৭২

(৩) উত্তমাং সেবমানন্ত জঘন্যো বধমর্হতি । মনু ৮।৩৬৬

(৪) ত্রিবর্ষপ্রজাতার্ত্তব্যায়ান্তল্যো পন্তমদোষঃ । ততঃ পরমতুল্যোহপ্যনলঙ্কৃতার্য্যঃ ।

কোটিলীয়ে ৪।১২ অধ্যায় ।

(৫) প্রাপ্তফলাং প্রকুর্ক্বতো মধ্যমাং প্রদেশিনী বধো দ্বিশতো বা দণ্ডঃ, পিতৃশাপহীনং দদ্যাৎ । কোটিলীয়ে ৪।১২

শুদ্ধং দদ্যাৎ সেবমানঃ সমামিচ্ছেৎ পিতা যদি । মনু ৮।৩৬৬

মাত্র ১২ পণ দণ্ড (১)। গোব্যতিরিক্ত পশু গমনে নারদ ও বিষ্ণু মতে ১০০ পণ দণ্ড কিন্তু গো গমনে মধ্যম সাহস দণ্ড। গো গমনে ব্রাহ্মণের এক স্তবর্ণ দণ্ড এবং বেষ্ঠা গমনেও ব্রাহ্মণের বেষ্ঠার শুদ্ধ সম অর্থ দণ্ড বিহিত ছিল (২)।

অভিগমে রমণীর দণ্ড ব্যবস্থা

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে অকামা বলপূর্ব্বক উপভুক্তা নারার কোন অপরাধ বা দণ্ড ছিল না। পরন্তু তাহার প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড বিহিত ছিল, বলাৎকার স্থলেও প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য। রমণী সহজে সাধারণ নিয়ম ছিল এই যে সম্বানিক জ্ঞীলোককে রাজা দণ্ডার্থ ধারণেন না। ঐ রূপ জ্ঞীলোকের স্বামী বা প্রভুই তাহাদিগকে শাসন করিবে। রাজা অপরাধী পুরুষকে শাস্তি দিবেন। (৩)। কিন্তু এই নিয়ম সর্বত্র অনুসৃত হইত না। জ্ঞী সকামা হইলে বিশেষতঃ হীনবর্ণ পুরুষ গমন করিলে রাজাই তাহাকে দণ্ড দিতেন এবং দণ্ড ও প্রাণান্তিক বধদণ্ড পর্য্যন্ত ছিল। ঐরূপ জ্ঞীকে প্রকাশস্থলে কুকুর দিয়া খাওয়ান হইত। (৪)। দর্প করিয়া ব্যাভিচার করিলেও স্ত্রীর ঐরূপ দণ্ড ছিল (৫)। ব্রাহ্মণী যদি মদমোহিতা হইয়া শূদ্র সহবাস করে তাহা হইলে চাণ্ডালাদি দ্বারা অধিষ্ঠিত দেশে ঐ

(১) কোটিগীয়ে ৪১৩ অধ্যায়।

(২) স্তবর্ণস্ত ভবেদদণ্ডো গাং ব্রজস্বজ্ঞোভমঃ।

বেষ্ঠাগামী বিজোদণ্ড্য বেষ্ঠান্তকসমং দমন্ ॥ বিবাদরত্নাকরধৃতবচন।

(৩) ন সতস্ত্রাঃ স্ত্রিয়ো গ্রাহাঃ পুমান্তজাপরাধ্যতে।

প্রভুনা শাসনীয়াস্ত রাজাতু পুরুষং নয়েৎ ॥ কাভ্যাদিন (বিবাদরত্নাকর)

(৪) বভিঃ ষাদয়েৎ রাজা নিহীনবর্ণগমনে স্ত্রিয়ং প্রকাশম্। গোত্মমধর্শ্বত্ব ২৩১৪

(৫) মনু ৮৩৭১

ব্রাহ্মণীকে রাজা কুকুর দিয়া খাওয়াইবেন। যদি ঐরূপ ব্রাহ্মণী বৈশ্ব বা কত্রিয়কে সেবা করে তাহা হইলে তাহার শিরোমুণ্ডন এবং গর্দভপৃষ্ঠে প্রয়াণ (অর্থাৎ মহাপ্রস্থান) দণ্ড বিহিত ছিল। (১)। কিন্তু কত্থার অপরাধে এরূপ গুরুতর দণ্ড ছিল না। কত্থা ঐকুষ্ঠ জাতিকে সেবা করিলে তাহার কোন দণ্ড ছিল না কিন্তু নিকুষ্ঠজাতিকে সেবা করিলে উক্ত কত্থাকে মাত্র গৃহে সংযত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। (২)

যদি কোন নারী পরপুরুষের গৃহে 'আসিয়া স্পর্শাদি দ্বারা' পুরুষকে উত্তেজিত করিয়া মৈথুনে প্রবৃত্ত করে তাহা হইলে ঐ নারীকে পুরুষের অর্দ্ধদণ্ড হইবে। (৩)

গুরুতর গমন স্থলে সাকামা স্ত্রীলোকেরও বধ দণ্ড হইবে ইহা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন। (৪)

ঐকরূপ স্ত্রী সংগ্রহে যেমন রাজদণ্ডাই অপরাধ ঘটে তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্তাই পাপও ঘটে; পূর্বে যে নববিধ পাতকের উল্লেখ করা হইয়াছে, অগম্য স্ত্রী সন্তোগ তাহার মধ্যে অন্যতম, প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে স্ত্রী

(১) বৃষলং সেবতে বাতু ব্রাহ্মণী মদমোহিতা ।

তাং বভিঃ খাদয়েৎ রাজা সংস্থানে বধ্যঘাতিনাম্ ॥

বৈশ্বং বা কত্রিয়ং বাপি ব্রাহ্মণী সেবতে তু বা ।

শিরসো মুণ্ডনং তস্তাঃ প্রয়াণং গর্দভেষু তু ॥ যম (বিবাদরত্নাকর)

(২) জঘন্ত্যং সেবমানান্ত সংযতাং বাসয়েৎগৃহে ॥ মহু ৮।৩৬৫

(৩) গৃহমাগত্য বা নারী প্রলোভ্য স্পর্শনাদিনা ।

কাময়েৎ তত্র সা দণ্ডা নরস্তাৰ্দ্ধদমঃ শ্রুতঃ ॥

বিবাদরত্নাকরভূত বচন ।

(৪) যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৩৩

জাতির আত্মপরিভেদে ও বর্ণভেদে অগম্যাগমন অতিপাতক, মহাপাতক, অহুপাতক উপপাতক ভেদে চতুর্বিধ, এবং গবাদিপশু বা বেষ্টাদিগমন ও উপপাতক পাপের অন্তর্গত, এবং অত্যাচারবিধ ক্রীসংগ্রহ জন্য পাপ ও সঙ্করীকরণ, প্রকীর্ণ, বা অত্যাচারবিধ পূর্বোক্ত অত্যাচার পাপে অন্তর্গত হইবে, প্রায়শ্চিত্তও প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন। স্বজননী, সর্বপুত্রবধূ, ও সর্বপুত্রাগমন অতিপাতক পাপ, এই গমন জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সংঘটিত হইলেই তাহাতে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, অশক্তপক্ষে ৩৬০ খেজুদান, তাহাতেও অশক্তপক্ষে ১০৮০ কাহনদান ও স্মার্তমতে সমাজে অব্যবহার্যতা। সর্বপুত্রাগমন মহাপাতক, ইহাতে অজ্ঞানতঃ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত বা অশক্তের পক্ষে ১৮০ খেজুদান, তাহাতেও অশক্তপক্ষে ৫৬০ কাহনদান, প্রায়শ্চিত্তের পরে তাহার সমাজে ব্যবহার্যতা কিন্তু জ্ঞানতঃ পুত্রাগমনে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, এবং অশক্তের পক্ষে পূর্বোক্ত মরণান্ত প্রায়শ্চিত্তের অল্পকল্পবৎবিধি। অসর্বপুত্রবধূ (যৎকালে চতুর্বিধ বিবাহ প্রচলিত ছিল তৎকালে) পিতৃস্বামী, স্বামী, মাতুলানী, মাতৃস্বামী, পিতৃব্যস্বামী, শিস্বস্ত্রী, অসর্বপুত্রবধূ, অসর্বপুত্রাগমন, অসর্বপুত্রাগমন, আচার্যপত্নী, সগোত্রী, রাজ্ঞী, ঔরসজাতা, ধাত্রী, বর্ণোত্তমা সাক্ষী, কুমারী, এবং অত্যাচারজাতির ক্রী ঐভূতিতে গমন, অহুপাতক পাপ, এই অহুপাতকে মহাপাতকের ত্রায় প্রায়শ্চিত্ত, এতদ্ভিন্ন অত্যাচাররূপ অগম্যাগমন অধিকাংশই উপপাতক পাপের অন্তর্গত, তবে পুং মৈথুন প্রভৃতি অনেক বিধপাপ পূর্বোক্ত সঙ্করীকরণাদি পাপের ও অন্তর্গত হইবে। ঐ সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ ভেদে বা সঙ্কট অভ্যাস ভেদে নানাবিধ পরিলক্ষিত হয়। প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে আরও দেখা যায় অগম্যাগমন পাপে বলাৎকার বা ছলাদি ব্যতিরেকে ক্রী ও পুরুষের ব্যভিচার অহুরাগজ হইলে উভয়ের প্রায়শ্চিত্তই সমান, সে স্থলে ক্রীলোক বলিয়া

অনুগ্রহ হইত না। (১) এইগ্রন্থ ফৌজদারী আইনের নীতির উপরে লিখিত হওয়ার প্রত্যেক রাজদণ্ডই অপরাধে, অপরাধ ও পাপের হিন্দু-শাস্ত্রমতে ঐক্য থাকায় প্রায়শ্চিত্তের প্রসক্তি থাকিলেও অপ্রাসঙ্গিক বিধায় ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ করা হইল না, এবং অপরাধেরও ভিন্ন ভিন্ন দণ্ডবিধি অনাবশ্যক স্থলে প্রদর্শিত হইল না।

বলাৎকারস্থলে বলাৎকারীর রাজদণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত উভয়ই প্রত্যাখ্যাত আছে, কিন্তু বলাৎকৃতার কোন রাজদণ্ড নাই, কিন্তু তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিহিত আছে। কেবল উপভোগ ক্ষেত্র বলিয়া নয়, বলপূর্বক স্বেচ্ছায় ভোজনাদি স্থলেও বলাৎকৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বিহিত দেখা যায়, বলাৎকার স্থলে জ্ঞানকৃত পাপ হইবে না, কিন্তু অজ্ঞান কৃত পাপ অপেক্ষা কিছু অধিক পাপ কল্পনা করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত, অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তাপেক্ষা কিছু বেশী কল্পনা করা হইয়াছে। (২) তবেই রাজদণ্ডই অপরাধ মাত্র প্রায়শ্চিত্ত ও বিহিত হইবে, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তই ব্যক্তির উপরে সর্বত্র রাজদণ্ড বিহিত নাই, এই সিদ্ধান্ত পূর্বেও বলা হইয়াছে।

সম্বিদ ব্যতিক্রম অপরাধ।

সম্বিদ ব্যতিক্রম নামক বিবাদপদ যন্তপি বর্তমান আইনে ফৌজদারীর

- (১) ব্রতং যচ্যোদিতংপুংসাং পতিত স্ত্রীনিষেবণাৎ ।
তদেব কারয়েৎ মুচ্যং পতিতাসেবনাংস্ত্রিয়ং ॥ অঙ্গিরাঃ প্রায়শ্চিত্ত তদ্বৎ ।
- (২) দাসীকৃতো বলাৎ স্নেহৈশ্চণ্ডালাট্টম্চ দগ্ধুভিঃ ।
অশুভংকারিতংকর্ষ্য গবাদেঃ প্রাণহিংসনং ॥
উচ্ছৃষ্টমার্জ্জনকৈব তথাত্ত্রৈবশৃঙ্গণং ॥
মাসোযতোদ্বাদ্বাতোতু প্রজাপত্যং বিশোধনং ।
চান্দ্রায়ণং স্বা.হত্যগ্নিঃ পরাকম্ভবা চরেৎ ॥ ইত্যাদি । শূলপানিধৃত, দেবল ।

অন্তর্গত নয়, তথাপি ঐ বিবাদ, প্রাচীনভারতে নারদাদি কর্তৃক রাজার স্বয়ং পরিদর্শনীয় বলিয়া নির্দিষ্ট থাকায় এবং উক্ত বিবাদপদের স্বরূপ কি ? তাহা প্রকাশ করিবার জন্ত সংক্ষেপে এই পুস্তকে উল্লেখ করিলাম।

সম্বিদ ব্যতিক্রম অর্থে এক প্রকার চুক্তিভুক্ত, ইহা পূর্বেও উল্লিখিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন সজ্ঞ শ্রেণীর মধ্যে তাহাদের নিজেদের প্রতিপাল্য ও রাজা কর্তৃক নিয়মিত ও সজ্ঞশ্রেণী কর্তৃক প্রতিজ্ঞাত কর্তব্য বা ধর্মের উল্লঙ্ঘনকে সম্বিদব্যতিক্রম বলে। সম্বিদ অর্থে প্রতিজ্ঞা ও ব্যতিক্রম অর্থে উল্লঙ্ঘন ইহাই উহার যৌগিক অর্থ, নারদ এই বিবাদকে ব্যতিরেক মুখে “সময়স্থানপাকর্ষ” নামে উক্ত করিয়াছেন, সময় অর্থে প্রতিজ্ঞা ও অনপাকর্ষ অর্থে উল্লঙ্ঘন না করা। সম্বিদ ব্যতিক্রমের উদাহরণ হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়, রাজা বেদবিজ্ঞাবিৎ অগ্নিহোত্রী ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে স্বপূরে গৃহাদি প্রদান করিয়া ও সম্মানপূর্বক তাঁহাদের বৃত্তির বিধান করিয়া স্থাপন করতঃ তাঁহাদের স্বধর্ম প্রতিপালনে আদেশ করিবেন, সেই আদেশ মত ব্রাহ্মণগণও গ্রামবাসীসাধারণের হিতোপদেশ প্রদান করিবেন। আবশ্যক হইলে পুরবাসীর নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য শাস্তিক ও পৌষ্টিক কার্যও করিবেন, গ্রামে চৌরাদিভয় উপস্থিত হইলে, বা সভা দেবগৃহ উপবন ও জনাশ্রয়াদির সংস্কার সাধন আবশ্যক হইলে তাঁহারাই তাহার উপযুক্ত প্রতিকার করিবেন, এ সকল বিষয়েও রাজার লিখিত শাসন থাকিত, রাজার আদেশ থাকায় সর্ব সাধারণে তাঁহাদের বচন গ্রহণ করিবেন, না করিলে সম্বিদ ব্যতিক্রম অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত হইবেন, সম্বিদ ব্যতিক্রম উভয়পক্ষেই হইত, যাহারা নিয়মিত ও লিখিত শাসন প্রািপালন অজ্ঞাকার করিয়া সামর্থ্য সত্ত্বে উল্লঙ্ঘন করিতেন, এবং সেই শ্রেণীর মধ্যে যাহারা তাহাদের আদেশ প্রতিপালন না করিতেন

উভয়েই ঐ অপরাটে অপরাধী হইতেন এবং রাজদণ্ড উভয়পক্ষেই হইত (১)

কেষণ যে ব্রাহ্মণ সজ্জের ভিতরেই ঐরূপ নিয়ম প্রবর্তিত ছিল, তাহা নয়, অম্মাত্ত শ্রেণীর মধ্যেও ঐরূপ নিয়ম ছিল, যেমন একবিধ পণ্য ব্যবসায়ী বা একবিধ শিল্পোপকর্ষী বা এক কর্ম্ম যাহাদের উপজীব্য যেমন আয়ুর্ধীয়-পণ এবং ষাঁহার। বেদ প্রামাণ্য স্বীকার করেন পাণ্ডপত প্রভৃতি সন্ন্যাসী বিশেষ, অথবা ষাঁহার। বেদ প্রামাণ্য স্বীকার করেন না জৈন বা বৌদ্ধ প্রভৃতি বাণিজ্যকারীগণ ইহাদের ভিতরেও ঐরূপ স্বার্থের অবিরোধে প্রতিজ্ঞাত নিয়ম প্রতিপালনে নিজেদের মধ্যে নিয়ম থাকিত, যাহা অতিক্রম করিলে তাঁহার। সম্বদ্ ব্যতিক্রম অপরাধে অপরাধী হইতেন, এবং ইহাদের পরস্পর ভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম রক্ষা বিষয়ে রাজা দৃষ্টি রাখিতেন, (২) ঐ সকল শ্রেণীর মধ্যে পুরুষ পরস্পরাগত আচার, ব্যবহার

(১) রাজা কৃষ্ণা পুরেস্থানং ব্রাহ্মণান্ অন্তত তত্র তু ।

ত্রৈবিকঃ বৃত্তিমদ্ভুয়াৎ স্বধর্ম্মঃ পাল্যতামিতি ॥ বাজবল্য, ২।১৮৫,

বেদ বিচ্ছাদিবেদো বিপ্রান্ শ্রোত্রিয়ান্নিহোত্রিণঃ ।

সংকৃত্যহাপয়েত্তত্র তেষাং বৃত্তিং প্রকল্পয়েৎ ॥

গৌত্রয়ঃ পঞ্চ বা কার্ধ্যাঃ সমুহ হিত বাদিনঃ ।

কর্তব্যং বচনং তেষাং গ্রামশ্রেণীগণাদিভিঃ ॥ বিবাদরত্নাঃ, বৃহস্পতি,

বো গ্রামদেশ সজ্ঞানং কৃষ্ণা সত্যেন সম্বদৎ ।

বিসম্বদেৎ নরো লোভাৎ তং রাষ্ট্রাৎ বিপ্রবাসয়েৎ ॥ মনু ৮ম, ২১৯,

রাজ প্রবর্তিতান্ ধর্ম্মান্ বো নরো নানুপালয়েৎ ।

গ্রাঃ স গোপো দণ্ড্যশ্চ গোপরন্ রাজশাসনং ॥ বিবাদ রত্নাঃ, কাত্যায়ন,

(২) শ্রেণী নৈগম পাণ্ডি গণনা মপ্যয়ং বিধিঃ ।

ভেদকেষাং নৃপো রক্ষেৎ পূর্ববৃত্তিক পালয়েৎ ॥ বাজবল্য, ২।১৯২ ।

জীবিকা যাহার বৈরূপ তাহারা সেইরূপই প্রতিপালন করিবেন তাহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই।

যাহারা এইরূপ সমূহ হিতকার্যে নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের সেই কার্য সম্পাদনার্থে রাজার পারিতোষিক ছিল, লব্ধ পারিতোষিক, নিযুক্ত মহাজনগণ বণ্টন করিয়া লইতেন।

বর্তমান সময়ে যেমন ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ীগণের মধ্যে বা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সঙ্ঘ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন এসোসিয়েশন্স গিল্ড, ট্রেড্ ইউনিয়ন্ প্রভৃতি (association, guild, trade union) পরিলক্ষিত হয়, এবং সেই এসোসিয়েশনের নিয়মভঙ্গ যেমন ব্যবসায়ী প্রভৃতির মধ্যে দোষ, সম্বিদ্যতিক্রমও অনেকাংশ, এতজাতীয় নিয়মভঙ্গাপরাধ বলিয়া অনুমিত হয়।

গ্রাম বা দেশ অর্থাৎ গ্রামসমূহ বা সঙ্ঘ অর্থাৎ একধর্ম্মানুগত নানা দেশবাসীসমূহ বা ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্বাক্ষণ বা সুবর্ণকারাদি, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ঐরূপ নিয়মিত কৰ্ম্মের প্রতিপালনে যে প্রতিজ্ঞা থাকিত, তাহার উল্লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি অপরাধের গুরু-লঘুতাহুসারে ও সক্রম অভ্যন্ত ভেদে ৩২০ রতি রজত, চতুঃসুবর্ণ পরিমিত নিকের ছয়গুণ নিক, অর্থাৎ ২৪ সুবর্ণ, ও নির্দাসন দণ্ড পর্য্যন্ত অবস্থা বিশেষে প্রাপ্ত হইত। (১)

(১) যো গ্রাম দেশ সজ্জানাং কৃষ্ণা যজ্ঞেন সংবিদাং।

বিসম্বদেৎ নরো লোভাৎ তং রাষ্ট্রাৎ বিপ্রবাসয়েৎ ॥

নিগৃহ্য দাপয়ে দেনং সময় ব্যক্তিচারিণং।

চতুঃ সুবর্ণান্ ষট্ নিকান্ পত্ন মানক রাজতং ॥ মনু ৮ম, ২১৯।২২০

প্রকৌণ বিবাদপদ

অষ্টাদশ প্রকার বিবাদপদ যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত প্রকৌণ নামে একটি বিবাদপদ আছে, যে সকল অপরাধ উক্ত অষ্টাদশবিধ বিবাদপদের অন্তর্গত হইতে পারে না তাহা প্রকৌণের অন্তর্গত, যেমন পথে মলমূত্র ত্যাগ করা, মদ্র বলেন, যে ব্যক্তি অনাপৎকালে রাজপথে বিষ্ঠাৎ-সর্গ করে উহার কাৰ্ষাপণদ্বয় দণ্ড করিবেন এবং ঐ বিষ্ঠা উহার দ্বারা পরিষ্কার করাইবেন। (১) কিন্তু পীড়িত, বৃদ্ধ, গর্ভিণী, বা বালক ঐরূপ করিলে তাহার অর্থ দণ্ড নাই, তবে উহাদিগের দ্বারা পরিষ্কার করাইবার বিধি ছিল। এইরূপ জলাশয় মধ্যে মলমূত্র, ধ্বন, রক্ত বা বিষ নিক্ষেপ অমেধ্য নিপু বস্ত্রাদি ফালন, ও মার্গাবরোধ প্রভৃতি প্রকৌণ অপরাধের অন্তর্গত, এইরূপ অনেক প্রকৌণ অপরাধ আছে যাহা পূর্বোক্ত বিবাদপদের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং অবস্থা বিশেষে তাহার দণ্ডও কল্পনা করিয়া দেওয়া হইত।

নারদ মতে রাজার আজ্ঞা লঙ্ঘন বা রাজ সিংহাসনে আরোহণের চেষ্টা, প্রকৃতি পুঞ্জের ভিতরে ভেদনীতি সম্বটন, সম্বিদ্যাতিক্রম, আশ্রম রক্ষণব্যতিক্রম, প্রারম্ভচন্দ্রব্যতিক্রম প্রভৃতি অপরাধ রাজার স্বয়ং পরিদর্শনীয়। এজন্ত এই সনন্ত বিবাদ নৃপাশ্রয় নামে কথিত এবং ইহা প্রকৌণ অপরাধ, এস্থলে সম্বিদ্যাতিক্রম প্রভৃতি অপরাধ প্রকৌণ মধ্যে ভুক্ত করিবার কারণ কি তাহা ভাগরূপ জ্ঞান যায় না। (২)

(১) সমুৎস্রজেন্ রাজমার্গে বস্তুমেধ্য মনাপদি।

স যো কাৰ্ষাপণৌ দণ্ডাৎ অমেধ্যাকাণ্ড শোধয়েৎ ॥ মদ্র, ২।২৮২।

কর্ণোদকমার্গমুচ্যতঃ রক্ততঃ কুর্কতোহমুচ্যিতং বা পূর্কঃ সাহসদণ্ডঃ,

কৌটিল্য, ৩ অধি ১০ অধ্যায়।

(২) নারদ স্মৃতি প্রকৌণ প্রকরণ, ১।২।৩।৪।৫।৬ শ্লোক ত্রয়ব্য।

প্রকৌর্ষ প্রকরণের ভিতরে প্রসঙ্গক্রমে নারদ আরও বালগাছেন, যে সকল স্থলে অপরাধীর সর্বস্ব হরণ পূর্বক বিশেষ বিশেষ দণ্ডের বিধান আছে, রাজা সে স্থলে জীবিকা উপার্জনের উপকরণ গ্রহণ করিবেন না, যেমন বেষ্ঠার অলঙ্কার, বাত্মোপজীবীর বাত্মবস্ত্র, শিল্পীর শিল্পোপকরণ, অস্ত্রোপজীবীর অস্ত্র ইত্যাদি।

ধর্মশাস্ত্রে বিধান আছে, রাজা ও ব্রাহ্মণ যদি শাস্ত্রোক্তপথ হইতে ঐষ্ট না হন তবে তাঁহার। সর্বদা অনিন্দনীয় হয়েন, রাজপ্রবর্তিত ধর্ম প্রতিপালন করা সকলেরই কর্তব্য, রাজশাসন যিনি প্রতিপালন না করিবেন সে পাপিষ্ঠ দণ্ডনীয়, এমন কি বধ্যও হইবেন, রাজা দণ্ড ধারণ না করিলে প্রজা রক্ষা সম্ভব হয় না। (১)

হিন্দুশাস্ত্রে বিধির ব্যতিক্রম মাত্রাই পাপ হইবে' কিন্তু সকল পাপে রাজদণ্ড নাই, এ কথা পূর্বে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। যে সমস্ত অপরাধ রাজগোচরে উপনীত না হয় বা বাহাতে রাজদণ্ডের আদৌ সম্ভাবনা নাই— যেমন নির্জনে কৃত অপরাধ, তাহাতেও আত্মগুদ্ধির জন্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধান হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন কি মনে মনে পাপের সঙ্কল্প করিয়া কার্য্যে পরিণত না করিলেও সেই মানস পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি শাস্ত্রে আছে, (২) তবেই দেখা যায় অত্মার বা অবৈধ, শারীর হউক, বাচিক হউক বা মানসিক হউক অবৈধকারীর আত্মগুদ্ধির জন্ত প্রায়শ্চিত্ত-রূপ দণ্ড অপরিহার্য্য, ইহা যে সুসভ্য ও আদর্শ সমাজের উজ্জ্বল চিত্র,

(১) নারদ স্মৃতি প্রকৌর্ষ প্রকরণ, ১২।১৩।১৪ শ্লোক।

(২) পরব্রহ্মবিদ্যাধ্যায়ঃ মনসানিষ্টচিন্তনং

বিস্তৃতাভিনিবেশচ্চ ত্রিবিধং কর্মমানসং।

মানসং মনসৈবায় মুপভুংক্তে শুভাশুভং।

বাটাবাটা কৃতং কর্ম কায়েনৈবচ কার্য্যকং। মনু ১২শ, ৪৮ শ্লোক।

ইহা অস্বীকার করিতে কেহই পারেন না। বোধ হয়, পৃথিবীর কোন মুসত্য সমাজের মধ্যে একুণ আদর্শ সমাজ-চিত্র আছে বলিয়া মনে হয় না।

নিকাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিন্তাশক্তি সাধন করতঃ জ্ঞানলাভ, কর্ম্মসংত্ৰাস, ও জ্ঞান নিষ্ঠার স্তরে উপস্থিত হইয়া নির্কাণ মুক্তি পর্য্যন্ত যে জাতির শেষ বা চরম লক্ষ্য সেই জাতিই রহঃকৃত বা মনঃকৃত অজ্ঞানের প্রতিকার-পরায়ণ হইতে স্বয়ং সাভিলাষ হইতে পারে। অত্থা সন্তবই হইতে পারে না। (১)

দণ্ডবিধি প্রয়োগে কতিপয় সাধারণ নীতি

এই সকল সাধারণ নীতির আধিকাংশ পূর্বেই প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে উক্ত হইলেও এক্ষণে স্পষ্টতঃ অবগতির জন্য একত্র সমাবেশিত হইল।

১। অপরাধে মতলব বা অভিসন্ধি (*mens rea in crimes*)।

বর্তমানসময়ে অহিতবুদ্ধি বা দুঃভিসন্ধি (*guilty mind*) রাজদণ্ডার্থ অপরাধের যেমন প্রধান লক্ষণ প্রাচীন ভারতেও ঐরূপ নীতি প্রায় সর্বত্র অপরাধস্থলে প্রবর্তিত ছিল, ইহা পরিলক্ষিত হয়। যেখানে জ্ঞান কামনা বা বুদ্ধি অর্থাৎ অপরাধ করিবার মতলব বা অভিসন্ধি ছিল না সেখানে প্রায় সর্বত্র অপরাধস্থলে রাজদণ্ডও প্রয়োগ হইত না। এ বিষয়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দণ্ডপারুষ্য প্রকরণে ব্যবস্থা করিয়াছেন “মোহমদাদিভিরদণ্ডনম্” (২)। অর্থাৎ মোহমদাদি

(১) ত্রিদণ্ড মেরিটক্রিপ্য সর্বভূতেষু মানবঃ।

কামক্রোধোদুঃসংঘম্য ততঃ সিদ্ধিনিষচ্ছতি ॥ মনু ১২শ, ১১ শ্লোক।

(২) যাজ্ঞবল্ক্য ২।২১৪

হেতু অপরাধ হইলে কোন দণ্ড নাই। মোহ অর্থে চিত্তবৈকল্য, মদ অর্থে মত্তাদিপানজনিত উন্মত্ততা এবং আদিপদ অর্থে ভূতাবেশ প্রভৃতি (১)। এই সকল স্থলে অপরাধী ব্যক্তির কোনরূপ জ্ঞান কামনা বা বুদ্ধি সম্ভবে না, সেজন্য দণ্ডেরও বিধান ছিল না। এই নীতি অনুসারে অবশ্যে অর্থাৎ গুরুতর ভয়াদিবশে এবং দৈবাৎ (accident) কৃত অপরাধ স্থলেও কোন রাজদণ্ডের বিধান ছিল না (২)। বলোপভুক্তা নারীরও কামনা না থাকায় কোন অপরাধ বা দণ্ড ছিল না, তাহা পূর্বেই জ্ঞী সংগ্রহ প্রকৃমে উক্ত হইয়াছে। পঞ্চবৎসরবয়স্ক শিশুর কোন অপরাধ বা দণ্ড হইত না এবং পঞ্চবর্ষাধিক বয়স্ক হইতে দশ বৎসর বালকের ও দশবর্ষাধিক হইতে পঞ্চদশবর্ষ বালকের পাতকে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের বধাধিক্রমে এক চতুর্থাংশ ও অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত শ্রুতি এবং তাহা হইতে দণ্ডবৎ প্রায়শ্চিত্ত এই নিয়ম অনুসারে অনুমের অপরাধস্থলে অমুরূপ নানাদিক দণ্ডবিধানও এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রায়শ্চিত্তবিবেকগ্রন্থে শূণ্যপাণি ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত প্রসঙ্গে হস্তা প্রযোজ্য কাশ দাঁড় প্রকার বধীর মারণাভিসন্ধান সম্বন্ধে স্ত্রীর বিচার করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে, যেখানে হত্যার অভিসন্ধান নাই সেখানে বধিত্বও নাই। যেমন যদি কেহ বধাভিসন্ধি না করিয়া বিক্রয় বা চিকিৎসাদির জন্ত বিধ রাখে এবং ঐ বিধ খাইয়া কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহা হইলে বিষব্রক্ষক বধী হইবে না। সেইরূপ যদি কেহ ব্যাঘ্রাদিমারণার্থে যন্ত্রাদি পাতিয়া রাখে এবং তাহাতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহা হইলেও

(১) ঐ মিতাক্ষরা টীকা।

(২) সন্দর্ভানান্ত সর্কেবামপবাধো বদাভবেৎ।

অবশ্যেই দৈবাৎ তত্র দণ্ডং ন কল্পয়েৎ। কাভ্যায়ন বিবাদ রজাকর।

উক্ত যন্ত্রস্থাপয়িতা বধী হইবে না ; যে হেতু তাহার মনুষ্য-মারণাভিসন্ধি আদৌ ছিল না। সেইরূপ কুপাদিতে পড়িয়া মনুষ্য মরিলেও কুপাদি-খাতকের মারণাভিসন্ধান না থাকায় বধাপরোধ হইবে না। কিন্তু মরণাভিসন্ধান পূর্বক কুপাদি খনন করিলে অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষ কোন পথ দিয়া রাত্রিকালে যাতায়াত করে, ইহা জানিয়া যদি কেহ তাহার মরণাভিসন্ধান করিয়া ঐ পথে কুপ খনন করে এবং ঐ ব্যক্তিবিশেষ ঐ কুপে পড়িয়া মারা যায়, তাহা হইলে কুপ খাতক বধী হইবে। এবং যদি কেহ সংশয় স্থানে অর্থাৎ যেখানে বলবতী মরণ শঙ্কা আছে সেখানে বিষ বা যজ্ঞাদি পাতিয়া রাখে, যেমন ভক্ষাদ্রব্য পার্শ্বে বিষ রাখে অথবা যেখানে মনুষ্যের যাতায়াত আছে এমন স্থলে ব্যাজাদি মারণার্থে যজ্ঞাদি পাতে এবং ঐ বিষ খাইয়া বা যজ্ঞে পড়িয়া কোন মনুষ্য মারা যায় তাহা হইলে বিষরক্ষক ও যন্ত্রস্থাপয়িতা বধী হইবে। (১)। রথশকটাদি চালন জন্ত প্রাণিহিংসাস্থলেও মনু বলিয়াছেন যে, চালকের অনবধানতা-প্রযুক্ত না হইয়া দৈবাৎ যদি ঐরূপ প্রাণিহিংসা হয়, তাহা হইলে কোন দণ্ড নাই। কিন্তু চালকের অনবধানতাহেতু ঐরূপ প্রাণিহিংসা হইলে চালকের উত্তমসাহসাদি দণ্ড হইবে। (২)। চিকিৎসা এবং প্রাণরক্ষাদি উপকার করণ স্থলে কাহারও মৃত্যু হইলে, চিকিৎসকাদির মারণাভিসন্ধান না থাকায় কোন প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড ছিল না (৩)। কিন্তু এরূপ স্থলেও

(১) প্রায়শ্চিত্তবিবেক, ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ উষ্টব্য।

(২) মনু ৯।২০১, ২০২, ২০৬ এবং কুল্লুক টীকা উষ্টব্য।

(৩) বন্ধনে গোশ্চিকিৎসার্থে গুণগর্ভবিমোচনে।

যজ্ঞে কৃতে বিপাক্তিঃ শতং প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥

উষধং যো মৃত্যুঃ দন্দগোত্রাঙ্গাণামিষু।

দৌহমানে বিপাক্তিঃ স্তান্ন স পাপেন লিপ্যতে ॥ - প্রায়শ্চিত্তভাষ্যতৃত্বতমঃ সপ্তমঃ বচনঃ।

ভিষক যদি নিদানাদি চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ ও নিপুণ না হইয়া চিকিৎসা করে, তাহা হইলে তাহার দণ্ড বিধান ছিল (১)।

এই সাধারণ নীতি প্রায়শ্চিত্তস্থলে সর্বত্র অনুসৃত হইত না। প্রায়শ্চিত্ত স্থলে জ্ঞানত অজ্ঞানত, সর্ববিধ পাপে প্রায়শ্চিত্ত বিধান দৃষ্ট হয়। তবে অজ্ঞানত পাতক করিলে সাধারণত অধিক প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হইত।

২। অপরাধ স্বরূপের জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক অপরাধ করিলেই দণ্ডার্থ হইত

(Ignorance of law was no excuse)

ইহা অপরাধ একরূপ জ্ঞান থাকুক, আর না থাকুক অপরাধ করিলেই অপরাধী দণ্ডার্থ হইত; ইহা ধর্মশাস্ত্র পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয়। অপরাধ স্বরূপের অজ্ঞানে যে অপরাধী দণ্ডিত হইবে না; ইহা কোত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তবে ইহা অপরাধ তাহা জানিয়া শুনিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি অপরাধ করিলে তাহার প্রতি অধিক দণ্ডের বিধান ছিল; তাহা গোতম ধর্মসূত্রে ১২।১৪ সূত্র “বিদ্বমোহতিক্রমে দণ্ড ভূয়ন্তম্” হইতে জানা যায়। এই সূত্রের দ্বারাও উপলব্ধি হয় যে, অপরাধ করিলেই অপরাধী বিহিত দণ্ডার্থ হইত, কিন্তু অপরাধ স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া অপরাধ করিলে, অবস্থান-সারে অধিক দণ্ডও প্রাপ্ত হইত (২)। শিশু উন্মত্তাদিকৃত বা

(১) দাহচ্ছেদ শিরাত্তেদ প্রবৈত্করূপকুর্ষভাম্।

প্রাণসজ্জাগসিদ্ধার্থং প্রায়শ্চিত্তং ন বিজ্ঞতে ॥ বাজবল্ক্য ৩।২২৭ মিতাক্ষরাটিকাযুত
সম্বর্ত্তবচন।

ক্রিয়মাণোপকারে তু মৃতে বিদ্যে ন পাতকম্। বাজবল্ক্য ৩।২৮৪ বাজবল্ক্য
২।২৪২ ভিষগুসিৎস্যাচরন্ দণ্ডাঃ ইত্যাদি।

(২) ব্রাহ্মণস্ত চতুষ্টয়ঃ পূর্ণং বাপি শতং ভবেৎ

দ্বিগুণা বা চতুষ্টয়ি শুদোবত্তগবিদ্ধি সঃ। যশু ৮।৩৩৮

প্রতিগ্রসব (exception) স্থল বাতীত অত্র এই নীতি প্রযোজ্য ; ইহা অবশ্য বুঝিতে হইবে ।

৩। রাজদণ্ডার্থ অপরাধ আপোষ বা :
মিটামিটি হইত না

(offences were not compoundable)

অপরাধ সকল ব্যক্তিগতরূপে গৃহীত না হইয়া লোকযাত্রানিরোধী স্বরূপে সমাজের বিরুদ্ধে গণ্য হইত। কোটিলীয়ে ১১৪ অধ্যায়ে দেখা যায় “তস্তাম্ (দণ্ডনীত্যাম্) দায়তা লোকযাত্রা । তস্মাল্লোকযাত্রার্থী (রাজা) নিত্যযুক্তদণ্ডঃ স্তাৎ” অর্থাৎ সমাজরক্ষা বা প্রতিপালন দণ্ডনীতির আদ্যন্ত, অতএব রাজা সমাজ রক্ষার্থে সর্বদা উত্তমদণ্ড হইবেন । প্রাচীন ভারতে সকল অপরাধই এইরূপে সমাজের বিরুদ্ধে গণ্য হওয়ায়, যাহার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হইয়াছে, সে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামত ক্ষতিপূরণাদি মাত্র লইয়া বা অত্রপ্রকারে মিটাইয়া লইয়া অপরাধীকে মুক্তি দিতে পারিত না । বর্তমান সময়ে দেখা যায়, গুরুতর অপরাধস্থল বাতীত অত্রান্ত সামান্য অপরাধ সকল ফরিয়াদী ও আসামী রাজার গোচরে না জানাইয়া বা জানাইবার পরও পরম্পর মিটাইয়া লইতে পারে । কিন্তু প্রাচীন ভারতে সমস্ত অপরাধই রাজার গোচরীভূত হইলে, অপরাধীকে রাজদণ্ড গ্রহণ করিতে হইত এবং অপরাধ দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষতি হইলে উক্ত ক্ষতিপূরণও করিতে হইত । ইহার উদাহরণ পূর্বেই স্তের দণ্ডপারুয্যাদি প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে ।

৪। প্রাণ, সম্পত্তি ও ভাষ্যারক্ষার্থে শত্রু
বধাধিকার

(Right of private defence)

অগ্নিদাতা, বিষদাতা, বধোত্ততশস্ত্রপাশিপুরুষ (অর্থাৎ বিনাশার্থী),

ধনাপহারী, ক্ষেত্রাপহারী এবং দারপহারী, এই ছয়জন আততায়ী মধ্যে পরিগণিত, ইহাদিগকে বধ করিলে কোন অপরাধ বা পাপ বা দণ্ড নাই। অগ্নিদাতা অর্থে যে ব্যক্তি গৃহাদিতে অগ্নিদান করিতে প্রবৃত্ত বা উত্তত এরূপ ব্যক্তি বুঝিতে হইবে। যে ব্যক্তি অতীতকালে গৃহাদিতে অগ্নি দিয়াছিল সে পারিভাষিক আততায়ী মধ্যে পরিগণিত নহে। সেইরূপ বিষদাতা প্রভৃতি শব্দেও এরূপ অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত বা উত্তত পুরুষই আততায়ী বাচ্য (১)। যে ব্যক্তি অতীতকালে ধনাদি অপহরণ করিয়াছে বা অগ্নিদানে গৃহাদি ভস্মীভূত করিয়াছে, সে আততায়ী স্বরূপে পরিগণিত নহে এবং তাহাকে বধ করিবার অধিকারও ছিল না। সেরূপ স্থলে এরূপ কৃতাপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচারালয়ে নালিশ করিয়া তাহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিবার বিধান ছিল, ইহাই প্রতীতি হয়।

নিম্নে উক্ত কাভ্যায়ন বচনে “অনাক্ষারিতপূর্বেঃ” এই শব্দধারা অবগত হওয়া যায় যে, আততায়ী পূর্বে অনাক্ষারিত অর্থাৎ অনপকৃত হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ সে বধাহঁ ছিল না। অর্থাৎ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন রকম গুরুতর অপরাধ করা হয় নাই, সে যদি বিনাদোষে আততায়ী স্বরূপে আসে, তবেই তাহাকে বধ করিবার অধিকার ছিল। আর যদি পূর্বে তাহার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ করায় সে প্রতাপকারার্থ আততায়ী হয়, তাহা হইলে তাহাকে বধ করিবার অধিকার ছিল না। যেমন যদি

(১) অগ্নিদোগরদশৈব শত্রুপাণিধনাপহা।

ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়্ভেতে আততায়িনঃ। বশিষ্ঠ

অনাক্ষারিত পূর্বো যত্বপরাধে প্রবর্ততে।

প্রাণ ত্রব্যাপহারে চ প্রবৃত্তস্যাততায়িতা। কাভ্যায়ন

নাততায়িবধে হস্তা কিম্বিধং প্রাপ্নুয়াৎ কচিৎ।

বিনাশার্থিনায়াস্তং যাতন্নাপরাধুয়াৎ। বৃহস্পতি

প্রায়শ্চিত্ত
বিবেকে

কেহ পরের গৃহে অগ্নিদান করিয়াছে এমন সময় দহমান গৃহের স্বামী অগ্নিদাতাকে মারিবার অস্ত্র শস্ত্রপাণি হইয়া আসে, তাহা হইলে উক্ত গৃহস্বামী আক্রান্ত পূর্ব অর্থাৎ পূর্বে অপকৃত হওয়ায় পারিভাষিক আততায়ী স্বরূপে পরিগণিত হইবে না এবং অপরাধী অগ্নিদাতার উক্ত গৃহস্বামীকে বধ করিবার অধিকার ছিল না। প্রত্যপকারী বা প্রতি-হিংসক নিজকৃত আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে অপকৃত হওয়া আবশ্যক। নতুবা অপরাধ বা অপকারের সময় সম্পূর্ণ অতীত হইয়া গেলে প্রত্যপকারীর অস্ত্রস্থানে ও অস্ত্রসময়ে অপকারীকে বধ করিবার অধিকার ছিল না এবং ঐরূপে অপকারীকে বধার্থ উত্তত হইলে প্রত্যপকারীও আততায়ী মধ্যে পরিগণিত হইত। কারণ সর্বপ্রকার বধদণ্ড রাজ্যস্বত্ব ছিল, প্রাণ ধনক্ষেত্রাদি রক্ষার্থ ব্যতীত কেহ কাহাকেও বধদণ্ড স্বয়ং দিতে পারে না। অপকারের সময় ব্যতীত অস্ত্র সময়েও এইরূপ গুরুতর প্রতিহিংসা করিবার অধিকার থাকিলে রাজ্যাশাসন অসম্ভব এবং বিচারালয় অনাবশ্যক হইয়া উঠে।

এই যে আততায়ী বধের অধিকার, তাহা আরও একপ্রকারে নিয়ন্ত্রিত ছিল দেখা যায়। আততায়ী যদি দহমান বা অপক্রিয়মাণ ব্যক্তি অপেক্ষা বৃত্তস্বাধ্যায়বিজ্ঞাদিতে উৎকৃষ্ট পুরুষ হয়, তাহা হইলে তাহাকে বধ করিবার অধিকার ছিল না (১)। পাশ্চাত্য দেশের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং তদুপরি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিমাজের স্বাভাবিক স্বত্ব বা অধিকার নীতি প্রাচীন ভারতে কখনই প্রবর্তিত ছিল না। সে জন্ত ভারতে অনেক সময়ে সামাজিক উপকারার্থে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বর্জনের নিয়ম ছিল। আততায়ী উৎকৃষ্ট হইলে তাহাকে বধ করিতে নাই এই যে

(১)। আততায়িনি চোৎকৃষ্টে তপঃ স্বাধ্যায় জন্মতঃ।

বধস্তত্র তু নৈব স্যাৎ পাপে হীনে বধো ভৃগুঃ । কাত্যায়ন (প্রায়শ্চিত্তবিধেয়ক)

নীতি, তাহা সামাজিক উপকারার্থে ব্যক্তিবশেষের স্বার্থ বলিদানের একটি উদাহরণ মাত্র।

মহু বলিয়া ছন (১) আততায়ী বালক বা বৃদ্ধ ইউন (এং ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, উন্মত্তাদি চট্টলেও) তাহাকে বধ করিবার অধিকার ছিল। যুদ্ধে হিংসাতেও কোন দোষ ছিল না (২) ইহাও এই সাধারণ নীতির প্রসার মাত্র। বর্তমানে প্রচলিত নীতির অনুরূপ প্রাচীন ভারতে আততায়ী বধ অধিকারের একটি সীমা পরিলক্ষিত হয়। যেমন বিনাশার্থী আততায়ী উপস্থিত হইলে পলায়নাদি দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে তবে তাহাকে বধ করিবে। (৩) সেইরূপ ধনক্ষেত্রাদি অপহারী স্থলেও অল্প কোনপ্রকারে আততায়ীকে অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করিতে না পারিলে তবে তাহার বধাধিকার ছিল। (৪)

৫। ব্রাহ্মণের শারীর দণ্ড ছিল না

(Barahmins exempted from Corporal Punishment)

প্রাচীন ভারতে কোন অপরাধে ব্রাহ্মণের অঙ্গচ্ছেদাদি প্রাণান্তিক শারীর দণ্ডবিধান ছিল না। এই নীতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রবর্তিত

(১) মহু ৮।৩৫৪

(২) “ন গোষো হিংসায়ামাহবে”—গোতমধর্মসূত্র, ১০।১৬ সূত্র

(৩) “যতঃ সর্বতঃ এব আত্মানং গোপায়ীতেতি শ্রুতিমূলমিদম্। অতঃ

পলায়নাদিনাপি আত্মরক্ষণাভাবে ইদং বোদ্ধব্যম্।” প্রায়শ্চিত্তবিবেকে

শূলপানি

(৪) উক্ততানন্ত পাপানং হন্তদেঁষো ন বিত্ততে।

নিবৃত্তান্ত যদারন্তাদ্ গ্রহণং ন বধঃ শ্রুতঃ। কাত্যায়ন (প্রায়শ্চিত্তবিবেকে)

ছিল দেখা যায়। কোটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও দৃষ্ট হয় “সৰ্বাপরাধেষু অপীড়-
নীয়ো ব্রাহ্মণঃ। তস্য অভিশস্ত্রাকো ললাটে স্যাৎ ব্যবহারপতনায়।” (১)।
কিন্তু রাজদ্রোহ অপরাধে কোটিল্য, ব্রাহ্মণেরও শারীরদণ্ড অর্থাৎ
বধের বিধান করিয়াছেন। (২)। রাজভার্যাগমনে বর্ণ নির্বিশেষে
অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরও কুন্তীপাক (অর্থাৎ পাত্রবিশেষে দাহ) দণ্ডের বিধান
করিয়াছেন (৩)। কোটিলীয় অর্থশাস্ত্র ব্যতীত প্রায় বাবতীয় গৌতমাদি
ধর্মসূত্র ও মন্বাদি সর্গহিতা গ্রন্থ ব্রাহ্মণের শারীর দণ্ড ছিল না; এই নীতি
ঐকমত্যে অনুমোদন করিয়াছেন দেখা যায়। যে স্থলে বধদণ্ডের বিধান
আছে সেক্ষেপক্ষেত্রে অবস্থানুসারে অপরাধী ব্রাহ্মণের মস্তক মুণ্ডন, অঙ্গন
ও রাষ্ট্র হইতে নির্বাসন দণ্ড বিহিত ছিল। (৪)। কিন্তু অতিপাতকাদি
গুরুতর পাতক স্থলে ব্রাহ্মণেরও মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত বিধান
পরিলক্ষিত হয় তাহা পুর্বেই কথিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ স্বামিক আশীর্বাদে পরিমিত সুবর্ণ স্তোত্রাগরাধ স্থলে মনু
ব্রাহ্মণেরও শারীর দণ্ডের বিধান করিয়াছেন (৫)। ঐরূপস্থলে ব্রাহ্মণ
রাজার নিকটে গিয়া নিজ অপরাধ খ্যাপন করিয়া বলিবে “আমাকে
শাসন করুন”। রাজা তাহাকে মুষণ দ্বারা একবার আঘাত করিবেন
এবং অপরাধী মৃত হয় বা মৃতকল্প হইয়া বাঁচিয়া ওঠে, ঐ আঘাত দ্বারাই
তাহার মুক্তি হইবে। ভবিষ্যপুরাণে দেখা যায় নির্গুণ ব্রাহ্মণকেই রাজা

(১) কোটিল্যে ৪।৮

(২) ঐ ৪।১১

(৩) ঐ ৪।১৩

(৪) মনু ৮।৩৭২, ৩৮০

” ৯।২৩৬, ২৩৭

(৫) মনু ১।১০০, ১০১

ঐরূপ মুষলাঘাত করিবেন অর্থাৎ সপ্ত গত্রাক্ষণ ঐরূপ অপরাধ করিলে তপস্যা দ্বারা শুদ্ধ হইবে, তাহার প্রতি মুষলাঘাত হইবে না। (১)।

শারীর দণ্ড ব্যতীত অস্ত্রবিধ দণ্ড স্থলে স্তোত্রাপরাধে ব্রাহ্মণের অধিক দণ্ড বিধান ছিল যেহেতু তিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং দোষগুণবিৎ (২)। সকামা বেষ্টা গমনে অল্প কোন বর্ণের দণ্ডবিধান না থাকিলেও ব্রাহ্মণের দণ্ড ছিল, তাহা স্ত্রীসংগ্রহণ ও ক্রমে উক্ত হইয়াছে। সুরাপান স্থলে ব্রাহ্মণের সর্বাঙ্গপেক্ষা অধিক (জ্ঞানকৃত স্থলে মরণাস্তিক পর্য্যন্ত) এবং গোবধাদি স্থলে স্ত্রীলোক বালক বৃদ্ধ ও শূদ্রাপেক্ষা অধিক প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা ছিল। যে অপরাধে বধ বা অঙ্গচ্ছেদ দণ্ড বিধিত ছিল সেরূপ স্থলে অপরাধী ব্রাহ্মণকে নিঃসঙ্গবন্ধনে (solitary confinement) রাখিবার ব্যবস্থা ছিল (৩)। কোটিল্যমতে গুরুতর অপরাধ স্থলে অপরাধী ব্রাহ্মণকে অপরাধানুরূপ কুকুরাদি চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে নির্বাসন বা আকরে (mine) বাস করাইবার দণ্ডবিধান ছিল (৪)।

৬। আনুলোম্য ও প্রাতিলোম্যভেদে প্রায়ঃ সর্বত্র অপরাধে অর্থাৎ ন্যূন ও অধিক রাজদণ্ডের বিধান ছিল।

আনুলোম্য অর্থাৎ উচ্চবর্ণ ব্যক্তি কর্তৃক নীচবর্ণ ব্যক্তির প্রতি অপরাধে, সর্বস্থলে বিধিত দণ্ডাপেক্ষা ন্যূন (অর্থাৎ বর্ণস্তর হিসাবে

(১) প্রায়শ্চিত্ত বিবেক—স্ববর্ণ স্তের প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

(২) তনু সাধারণ নীতির নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৩) বধাঙ্গচ্ছেদাদি বিপ্রো নিঃসঙ্গে বন্ধনে বিলোৎ। কাত্যায়ন বিবাদরত্নাকর
দণ্ডোৎকর্ষণকর্তৃত্বজ্ঞ

(৪) ব্রাহ্মণ পাপকর্ম্মাণমুদঘুষ্যাকৃতত্ৰণম্।

কুর্ধ্যান্নিবিষয়ং রাজা বাসকেন্দ্রাবহুবা। কোটিল্য ৪৮

পাদহীন, অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ) দণ্ডের প্রয়োগ হইত। আবার প্রাতিলোমো অর্থাৎ নীচবর্ণ ব্যক্তি কর্তৃক উচ্চবর্ণ ব্যক্তির প্রতি অপরাধে ঐরূপ সর্বণ স্থলে বিহিত দণ্ডাপেক্ষা অধিক (অর্থাৎ বর্ণস্তর হিসাবে দেড়গুণ দ্বিগুণ ত্রিগুণ প্রভৃতি) দণ্ড বিহিত ছিল। এ বিষয়ে বাক্পারুষ্য দণ্ডপারুষ্য ও স্ত্রীসংগ্রহ অপরাধ বিচার স্থলে সবিস্তর লিখিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিম্নয়োজন। কোটিলীয় অর্থশাস্ত্রে সাধারণ ভাবে “বিশিষ্টেষু দ্বিগুণঃ। তানেষু অর্দ্ধদণ্ডঃ” (১) অর্থাৎ বিশিষ্টের প্রতি অপরাধে দ্বিগুণ দণ্ড এবং হীনের প্রতি অপরাধে অর্দ্ধদণ্ড ঐরূপ দৃষ্ট হইলেও প্রাচীন গৌতমাদি সম্মত হইতে সংহিতা ও পুরাণাদি গ্রন্থে এই নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই নীতি সাধারণতঃ অর্থদণ্ড প্রয়োগস্থলে প্রযোজ্য, যেহেতু অঙ্গচ্ছেদাদি প্রাণান্তিক বধদণ্ডে উপরি উক্ত নিয়মানুসারে দণ্ডের হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভবে না। সেরূপ স্থলে বিহিত অঙ্গচ্ছেদাদি বধদণ্ড (ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত) সকলেরই প্রতি প্রযুক্ত হইত। প্রায়শ্চিত্ত স্থলেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। যেমন শূলপাণি কৃত প্রায়শ্চিত্তবিবেকে দেখা যায় (২) বালক বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের প্রতি প্রায়শ্চিত্ত হ্রাস ব্যবস্থা থাকিলেও মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত স্থলে ঐরূপ হ্রাস-নিয়ম নাই। শূদ্র যে অঙ্গ দ্বারা দ্বিজাতির বিরুদ্ধে বাক্পারুষ্য বা দণ্ডপারুষ্য অপরাধ করে তাহার তদঙ্গচ্ছেদ দণ্ড বিহিত ছিল (৩)। কোটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও দণ্ডপারুষ্য প্রকরণে এইরূপ বিধান

(১) কোটিল্য ৩।১৮ এবং ১৯

(২) পূর্বোক্তরীত্য। বালবৃদ্ধস্ত্রীণাং প্রায়শ্চিত্তহ্রাসঃ করণীয়ঃ মরণে তু তদ্রাস্তি তদর্দ্ধা-
দিব্যবস্থায়। অসম্ভবাৎ।” ব্রহ্মবধপ্রকরণ শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

(৩) “শূদ্রো দ্বিজাতীনস্তিসম্ভারান্তিহত্য চ বাগদণ্ডপারুষ্যাত্যামদং মোচ্যো যেনোপ
হন্যাৎ।” গৌতমধর্মসূত্র ১২।১

দেখা যায় (১)। শাস্ত্র ও ধর্ম্মালোচায় তৎপর এবং রাজ্যের মঙ্গলকারী ব্রাহ্মণাদি রক্ষা করিবার জন্ত প্রবর্তিত এই নিষ্ঠুর দণ্ডবিধান শ্রুত হইলেও ইহা দেখা যায় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে এইরূপ দণ্ড প্রয়োগ বন্ধ করা হইয়াছিল। কোটিল্য নিজের অর্থশাস্ত্রে একাজবধ নিষ্ক্রম প্রকরণে ঐরূপ একাজবধ অর্থাৎ হস্তপদাদি ছেদনের পরিবর্তে অর্থদণ্ড বিধান করিয়াছেন (২) বাক্পাক্ষ্য দণ্ডপাক্ষ্য ব্যতিরিক্ত অত্যাচার অপরাধস্থলেও বিহিত কর্ণনাসাদি অঙ্গচ্ছেদনের পরিবর্তে অর্থদণ্ড প্রবর্তিত হইয়াছিল। সবিশেষ বিবরণ উক্ত একাজবধনিষ্ক্রম প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

৭। অপরাধ সাধিত না হইলেও অপরাধের উদ্দেশ্যে দণ্ড ছিল

(Attempts at offence were punishable)

এবিষয়ে আমাদের প্রধান প্রমাণ গৌতমধর্ম্মসূত্রে ২২ অধ্যায়ের ১০ম সূত্র—“স্বষ্টশ্চৈব ব্রাহ্মণবধে অহত্বাহপি।” অর্থাৎ ব্রাহ্মণবধে কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তি যদি হননানুকূল বা হত্যাসাধন কোন কার্য্য করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণবধ না করিলেও সে ব্রাহ্মণ-প্রায়শ্চিত্তার্থ হইবে। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে উত্তম কাহাকে বলে? মানস সঙ্কল্প মাত্র উত্তম হইবে কি না? উক্ত সূত্রের নিম্নে টীকাকার মন্তরি বলিয়াছেন “স্বষ্ট” অর্থে “অধ্যবসিত” অর্থাৎ কেবলমাত্র মানস-সঙ্কল্প হইলে চলিবে না। উক্ত মানস-সঙ্কল্প, কার্য্যে পরিণত হইয়া সাধারণের দৃষ্ট হওয়া চাই, নতুবা কেবলমাত্র সঙ্কল্পে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইবে না।

(১) “শূদ্রো যেনাদেন ব্রাহ্মণমভিহন্যাৎ তদন্ত ছেদয়েৎ কোটিল্য ৩।১০

(২) “বর্ণোত্তমানাং গুরুণাং চ হস্তপাদবিলম্বনে স্নাজবানবাংসাত্মারোহণে চৈকহস্তপাদ-বধঃ সপ্তশস্তো বা দণ্ডঃ।” কোটিল্য ৪।১০

টীকাকার আরও বলিয়াছেন গোতমের মূত্রে ব্রাহ্মণশব্দ প্রদর্শনার্থ, বস্ত্রত সর্বত্রই পাতকস্থলে এই নীতি প্রযোজ্য। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন “চরেদব্রতমহত্মাপি ষাভার্থং চেৎসমাগতঃ (১) ॥” যদি কেহ বধ করিবার জন্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, বধ করিতে না পারিলেও বথাবর্ণ ব্রহ্মহত্যা দি ব্রত আচরণ করিবে। যদিও উক্ত গোতমমূত্র এবং যাজ্ঞবল্ক্যবচন প্রায়-শ্চিত্ত প্রসঙ্গে পাওয়া যায় তথাপি “দণ্ডবৎ প্রায়শ্চিত্ত” এই নিয়মানুসারে স্পষ্টই প্রতীক্ষমান হয় যে, এই নীতি অপরাধস্থলেও প্রবর্তিত ছিল।

আত্মঘাত চেষ্টা করিয়া ব্যর্থসকল হইলে আত্মঘাতোত্তমকারী ব্যক্তি অপরাধী হইত এবং তাহার প্রতি বিশিষ্ট দণ্ডবিধান হইত (২)।

৮। সন্দেহে দণ্ড প্রয়োগ হইত না

(Benefit of doubt)।

আপস্তম্ব ধর্ম্মমূত্রে দেখা যায় (৩) যে, সন্দেহস্থলে দণ্ড বিধান ছিল না। অপরাধ আশঙ্কায় ধৃত ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে এইরূপ অবধারণ না হইলে দণ্ডিত হইত না। মনুও বলিয়াছেন (৪) ধোতু অর্থাৎ বমাল না পাওয়া গেলে, ধার্ম্মিক রাজা চোরকে বধ করিবে না। কিন্তু চৌর্য্যোপ-করণ সিঁধকাটি প্রভৃতি বা বমাল সহিত চোর ধৃত হইলে তাহাকে বধ করিবে। কোটিল্যও বলিয়াছেন যে সাধুব্যক্তিকেও অনেক সময়ে চৌর্য্যস্থানে দেখা যায়। চোরসদৃশ বেশে এবং চোরের শস্ত্র ও উপ-

(১) যাজ্ঞবল্ক্য ৩.২৫২

(২) আত্মানং ষাতয়েদ্যন্ত রজ্জাদিভিরুপজীবৈঃ।

মুণ্ডোহম্মেধেন লেপ্তব্য জীবোচেদ্বিভক্তগোদমঃ ॥ অঙ্গিরা(বিবাদরত্নাকর)

(৩) ন চ সন্দেহে দণ্ডঃ কুৰ্য্যাৎ। আপস্তম্বধর্ম্মমূত্র ২ প্রায় ৫ পটল।

(৪) নহোঢ়েন বিনা চোরং ষাতয়েদ্ধার্ম্মিকে নৃপঃ

সহোঢ়ং সোপকরণং ষাতয়েদবিচারয়ন্ ॥ মনু ৯২৭০

করণের সহিত অনেক সময় অচোর ব্যক্তিও চোররূপে শঙ্কিত হইয়া
ধৃত হয়। যেমন নাওব্যাখ্যি চোর না হইয়াও ধৃত হইয়া যন্ত্রণাভয়ে “আমি
চোর” এইরূপ স্বীকার করিয়াছিলেন। অতএব প্রমাণাদি দ্বারা পরীক্ষা-
পূর্বক অপরাধ নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিবে (১)।

৯। রাজাও দণ্ড গ্রহণ করিতেন

ইংরাজি আইনে দেখা যায় রাজকৃত কোন কার্য অপরাধস্বরূপে গণ্য
হয় না (The king can do no wrong)। কিন্তু প্রাচীন ভারতে
সর্বত্র এই নীতি অনুসৃত হইত না। মনু বলিয়াছেন, যে অপরাধে প্রাকৃত
জনের এক কাৰ্ষাপণ দণ্ড বিহিত আছে, ঐরূপ অপরাধ রাজা করিলে সহস্র
পণ দণ্ড হইবে (২)। কোটিল্যও বলিয়াছেন, রাজা যদি অদণ্ড্য
ব্যক্তিকে অত্যাচার ভাবে দণ্ডিত করেন তাহা হইলে, রাজার বিহিত
অত্যাচার দণ্ডের ত্রিশগুণ দণ্ড হইবে (৩)। মহাবি বাজবল্লভও ব্যবহারাদ্যায়ের
শেষ বচনে ঐরূপ বিধান করিয়াছেন। রাজার এইরূপ দণ্ডগ্রহণ অর্থদণ্ড
বিষয়ে বুঝিতে হইবে। কোন অপরাধে রাজার শাস্তির দণ্ডের উল্লেখ
পাওয়া যায় না। রাজা স্বয়ং দণ্ডধর এবং ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলের প্রভু(৪),
অতএব এই যে অর্থদণ্ড ব্যবস্থা তাহা রাজা স্বয়ং ব্রাহ্মণের উপদেশানুসারে
গ্রহণ করিতেন।

(১) কোটিল্যে অর্থশাস্ত্রে ৪।৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২) মনু ৮।৩৩৬

(৩) অদণ্ড্যদণ্ডনে রাজো দণ্ডস্ত্রিশগুণেহিভ্যসি।

বরুণায় প্রদাতব্যো ব্রাহ্মণেভ্যস্ততঃ পরম্। কোটিল্য ৪।১৩ অঃ

(৪) রাজা সর্বস্ত্রেষ্ঠে ব্রাহ্মণবর্জম্। গোতমধর্মসূত্র, ১১।১।

ইংরাজীমতে রাজাই দণ্ডবিধিপ্রণেতা এবং রাজাদেশই দণ্ডবিধির প্রমাণ, সেজন্য রাজা অপরাধী বা দণ্ডার্থী না হইবার যুক্তি থাকিতে পারে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে ধর্মশাস্ত্রের বিধিসকল বেদমূলক, ঋষিগণ তাহার সঙ্কলনিতা এবং ব্রাহ্মণগণ তাহার প্রবক্তা। রাজা ব্রাহ্মণের উপদেশ অনুসারে শাস্ত্রবিধিমেতে রাজ্যশাসন করিতেন মাত্র (১)। সে কারণে রাজারও দণ্ডার্থতা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত।

১০। পশু বৃক্ষাদি অনুষ্য অস্বামিক না হইলেও তাহাদের হিংসায় দণ্ডবিধান ছিল।

বর্তমান সময়ে দেখা যায় যে, পরস্বামিক বা অরক্ষিত পশু বৃক্ষ ও দ্রব্যাদির অনিষ্ট বা তাগ নষ্ট করিলে ক্ষতিকরণ (mischief) নামক অপরাধ হয়। প্রাচীন ভারতেও ঐরূপ অপরাধ দণ্ড-পারুষ্যের অন্তর্গত ছিল; তাহা পূর্বেই দণ্ড-পারুষ্য প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানকালে কেহ অরক্ষিত বা অস্বামিক বস্তু পশু বৃক্ষাদি নাশ করিলে অপরাধী হয় না বা তাহার দণ্ড বিধানও নাই। প্রাচীন ভারতে কোন পশু বা বৃক্ষের স্বামী বা রক্ষক না থাকিলেও কেহ ঐরূপ অস্বামিক বা অরক্ষিত পশু বা বৃক্ষ হিংসা করিলে দণ্ড-পারুষ্য অপরাধে দণ্ডার্থী হইত; ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবাদরত্নাকরে দণ্ড-পারুষ্য প্রকরণে উদ্ধৃত বিষ্ণুবচন হইতে জানা যায় যে, গ্রাম্য পশুঘাতী (অর্থাৎ অপরের পোষা পশু বধ করিলে) ১০০ পণ দণ্ড দিবে এবং পশু স্বামীকে উক্ত পশুর মূল্য দিবে। অরণ্য-পশু-ঘাতীর (অর্থাৎ যে অস্বামিক পশু হনন করে তাহার) ৫০ পণ, পক্ষিঘাতী ও

(১) ত্রয়োবর্ণী ব্রাহ্মণ্য নিদেশে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণো ধর্মান্ প্রক্ৰমাৎ রাজা চানুশিবাৎ।
বশিষ্ঠ (বিবাদরত্নাকর)।

মৎস্যধাতীর ১০ পণ এবং কীটধাতীর ১পণ দণ্ড হইবে (১)। মৎস্বি
যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্ররোহযুক্ত বৃক্ষের (অর্থাৎ বটাদির) এবং
উপজীব্য আত্মাদি বৃক্ষের শাখা স্বল্প এবং সমূলচ্ছেদনে যথাক্রমে ২০ পণ
৪০ পণ এবং ৮০ পণ দণ্ড হইবে (২)। কোটিলীয় অর্থশাস্ত্রেও এই নীতি
দৃষ্ট হয়। (৩) অবশ্য এই সকল হিংসানিষেধ শাস্ত্রবিহিত বা শাস্ত্রানু
মোদিত হিংসাব্যতিরিক্ত স্থলে বৃদ্ধিতে হইবে। আধুনিক সময়ে
অসভ্য মানব আপনাকে সৃষ্ট জীব জগতের একমাত্র অধিপতি বলিয়া মনে
করে। মনুষ্যের প্রাণীও যে দৈবের সৃষ্ট জীব এবং তাহারও যে স্বা
স্বাচ্ছন্দ্য অধিকার আছে, তাহা সভ্য মানব স্বীকার করে না। মানবের
দাসত্ব করিবার জন্যই যেন পশু জগতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ঐরূপ
দাসত্ব করিলেই পশুজীবন সার্থক, ইহাই আধুনিক সভ্যতার ধারণা।
জ্ঞানশক্তিই প্রকৃতশক্তি এই সাধু নীতি মুখে প্রচার করিলেও স্বার্থান্ধ
মানব এখনও পাশবশক্তির উপরে জগৎ শাসিত করিতেছে। কাজেই
প্রাচীন ভারতের পুঙ্খানুপুঙ্খ পক্ষপাতহীন গ্রাম্যনীতি বর্তমান সমাজে
প্রচলিত নাই প্রাচীন ভারতে গর্দভ গরু মহিষ উষ্ট্র প্রভৃতি পশু শাস্ত্র
ক্লান্ত ক্ষুধার্ত ভূষিত হইলে তাহাদিগের দ্বারা যানাদি বাহনও দণ্ডনীয়
অপরাধ ছিল। সেইরূপ অকাণে উক্ত পশুদিগের দ্বারা যানাদি বাহন

(১) “গ্রাম্য পশুধাতী কার্ধাপণনং দণ্ড্যঃ পশুস্বামিনশ্চ ভনুল্যঃ

দণ্ড্যঃ। অরণ্যপশুধাতী পক্ষাপণনং কার্ধাপণনাং, পক্ষিধাতী মৎস্যধাতী চ দশ
কার্ধাপণনাং, কীটপশুধাতী কার্ধাপণম্।” বিবাদ-রত্নাকর দণ্ড-পার্বণ্য প্রঃ।

(২) প্ররোহিণ্যধিনাং শাখাংস্কসকলবিদারণে।

উপজীব্যক্রমাণাং চ বিংশতের্দ্বিগুণে দণ্ডঃ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য ২।২২৭

(৩) কোটিল্য ৩।১০ অঃ

ও অপরাধ স্বরূপে গণ্য হইত এবং ঐ অপরাধে দণ্ড বিধানও ছিল (১)। বর্তমান কালে পশু হিংসা নিবারণী সমিতি সকল কতকাংশে এই নীতি পালন করিতেছে। নিম্নে উদ্ধৃত (২) কাত্যায়ন বচন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নথী (অর্থাৎ যে সকল পশুর নথই প্রধান অস্ত্র যেমন ভল্লুকাদি) শৃঙ্গী (যেমন মহিষাদি) দংশী (যেমন ব্যাঘ্রাদি) হস্তী এবং অশ্ব প্রভৃতি পশু যদি আততায়ী বা বিনাশার্থী হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বধ করিলে কোন অপরাধ হয় না। অতএব ইহাতেই প্রতীয়মান হয় যে, ঐ সকল পশু যদি আততায়ী না হয় তাহা হইলে বিনা দোষে তাহাদিগকে বধ করিলে হস্তা অপরাধী হইবে।

১১। তিন জন বা তদধিক ব্যক্তি ষড়যন্ত্র পূর্বক বা পরস্পর মিলিত হইয়া অপরাধ করিলে অধিক দণ্ডের বিধান ছিল।

(Punishment increased by conspiracy and association)

“সমন্বানপাক্ষ” নামক বিবাদ পদ প্রসঙ্গে কোটিল্য বলিয়াছেন যে, সমুহিতবাদীকে যদি অনেকে মিলিয়া প্রহার করে, তাহা হইলে প্রত্যেকের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও এই নীতি বিধান করিয়াছেন (৩) কিন্তু ষড়যন্ত্র করিয়া অপরাধানুকূল কোন কার্য না করিলে কোন দণ্ড ক্রম হয় না।

(১) আশ্বান্ জুখান্ তৃষিতানকালে বাহয়েন্তু যঃ।

খরগোমহিষোষ্ট্রাদীন্ আগ্নুয়াৎ পূর্ব্বেনাহসন্ ॥ কাত্যায়ন (বিবাদরত্নাকর)

(২) নথিনাং শৃঙ্গিণাক্ষৈব দংশী ষ্ট্রণাকাততায়িনাম্।

হস্ত্যশ্বানাং তথাস্তেযাং বধে হস্তা ন দোষভাক্। কাত্যায়ন, প্রারশিষ্ট বিবেক।

(৩) তং চেৎ সমুয় বা হস্তুঃ পৃথগেষামপরাধাঃ দণ্ডগো দণ্ডঃ। কোটিল্য ৩।১০ অঃ।

একং ব্রজাং বহুনাঞ্চ বধোক্তাদিগুণোদমঃ। যাজ্ঞবল্ক্য ২।২২

১২। বারে বারে অপরাধ করিলে অপরাধীর প্রতি উত্তরোত্তর অধিক দণ্ড প্রয়োগ হইত।

(Punishment enhanced by previous conviction)

কোটিল্য বিধান করিয়াছেন তীর্থঘাত ও গ্রস্থিভেদ দ্বারা অর্থাপহারীর প্রথম অপরাধে সনংশ (অঙ্গুলি) ছেদন বা ১০০ পণ দণ্ড, দ্বিতীয়বারে ঐরূপ (অগ্নাগ্ন অঙ্গুলি) ছেদন বা ১০০ পণ দণ্ড, তৃতীয়বারে দক্ষিণ হস্তচ্ছেদ বা ৪০০ পণ দণ্ড, চতুর্থবারে (প্রাণান্তিক) বধদণ্ড হইবে (১)। মনু ও বাজবল্যও এই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন (২)।

১৩। অপরাধীর সাহায্যকারীও দণ্ডিত হইত।

(Abettors of crime were punished)

এ বিষয়ে গৌতম ধর্ম্মসূত্রে দৃষ্ট হয় “চোরসমঃ সচিবো মতিপূর্বে” (:২।৪৬ সূত্র) অর্থাৎ জ্ঞানপূর্বক চোরের সাহায্যকারী ব্যক্তিও চোরবৎ দণ্ডনীয়। সেইরূপ যে ব্যক্তি চোরের নিকট হইতে চোরাই মাল জানিয়া শুনিয়া প্রতিগ্রহ করে সেও চোরবৎ দণ্ড্য (৩)। মনু বলিয়াছেন গ্রামের মধ্যে চোর জানিয়া উক্ত চোরকে যদি কেহ অন্ন চৌর্য্যোপকরণ বা বাসস্থান দেয় বা চোরাই মাল রাখে তাহা হইলে রাজা

(১) কোটিল্য ৪।১০ অঃ

(২) উৎকলপক গ্রস্থিভেদো ভর সনংশহীনকো

কার্য্যো দ্বিতীয়াপরাধে করণাদৈকহীনকো ॥ বাজবল্য২।২৭৪

মনু ৯।২৭৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৩) “প্রতিগ্রহীতাহপি অধর্ম্ম সংযুক্তে।” গৌতম ধর্ম্মসূত্র :২।৩৭

তাহাকে চোরবৎ দণ্ডিত করিবেন (১)। নারদ স্মৃতিতেও এই নীতি দৃষ্ট হয় (২)। নারদ স্মৃতিতে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, চোর ধনাপহরণ করিতেছে এবং ধনস্বামী উক্ত চোরকে বাধা দিবার জন্য সাহায্যার্থী হইয়া চীৎকার করিতেছে একরূপ হলে সমর্থ ব্যক্তি যদি উক্ত ধনস্বামীর সাহায্যার্থ ধাবিত না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ সমর্থ ব্যক্তিও চোরের গ্রাম অপরাধী হইবে (৩)। এই নীতি হিংসা বা দণ্ডপাকুষাদি অপরাধ হলেও প্রযোজ্য। গোতম বলিয়াছেন “দুর্বলহিংসায়াং চাবিমেচনে শক্তশ্চেৎ” (২১।১৯ সূত্র) অর্থাৎ যদি কোন দুষ্ট ব্যক্তি কোন দুর্বল লোককে মারিতেছে, তাহা দেখিয়া উক্ত হিংসা নিবারণে সমর্থ পুরুষ উক্ত দুর্বল লোককে মোচন না করে তাহা হইলে সমর্থ পুরুষ ঐরূপ হিংসক দুষ্ট ব্যক্তির গ্রাম অপরাধী হইবে। যাজ্ঞবল্ক্যও বিধান করিয়াছেন যে জানিয়া গুলিয়া চোর বা হস্তাকে যৈ ব্যক্তি খাত্ত, নিবাসস্থান, শীতনিবারণার্থ অগ্নি, পিপাসা শমনার্থ জল, উপদেশ, উপকরণ, বা পাত্ৰেয় দেয় তাহার উত্তম সাহস দণ্ড হইবে (৪)। সাহসতরঙ্গে চণ্ডেশ্বর ধৃত কাত্যায়ন বচন হইতে জানা যায় যে, আরম্ভকৃত (অর্থাৎ যে অপরাধ সাধনানুকূল কার্য্য

- (১) গ্রামেষপিচ যে কেচিচ্চোরাণাং ভক্তদায়কাঃ ।
ভাণ্ডাবকাশদাশৈব সৰ্ব্বাঃ স্তানপি যাতয়েৎ ॥
অগ্নিদান্ ভক্তদাশৈব তথা শস্ত্রাবকাশদান্ ।
সন্নিধাতৃশ্চ মোষস্য হস্তাচ্চোরমিবেধরঃ ॥ মনু ৯।২৭১, ২৭৮
- (২) নারদ স্মৃতি—পরিশিষ্ট প্রকরণ ১৩ ও ১৪ শ্লোক ।
- (৩) ভক্তাঃ কাশদাতারঃ স্তেনানাম্ যে প্রসপ্ততাম্ ॥
শক্তাশ্চ ব উপেক্ষন্তে তেহপি তদেদ্য ভাগিনঃ ॥
উৎকোশতাং স্তেনানাং চ হিরমাণে ধনে তথা ।
শ্রদ্ধা য়ে নান্তধাবন্তি তেহপি তদেদ্যভাগিনঃ ॥ নারদ স্মৃতি ।
- (৪) ভক্তাবকাশাদ্যাদক মদ্রোপকরণ ব্যয়ান্ ।
দহা চোরস্য বা হস্তজানতো দম উত্তমঃ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৭৬

আরম্ভ করিয়াছে), তাহার সহায়, পথপ্রদর্শক, আশ্রয় (অর্থাৎ অপরাধীর আশ্রয়দাতা), শত্রুদাতা, অন্নদাতা, যুদ্ধোপদেশক (অর্থাৎ যে মারামারি করিতে উপদেশ দেয়), হত্যাপ্রবর্তক, উপেক্ষাকারী (অর্থাৎ নিজের অসমর্থ হইলেও ক্রিয়মাণ অপরাধ পরের দ্বারা নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি উদাসীনবৎ অবস্থান করে), হত্য়মান ব্যক্তির মিথ্যাদোষ খ্যাপক, অনুমোদক, অপরাধ নিবারণে সমর্থ হইয়াও যে নিষেধ না করে—ইহারা সকলেই অপরাধী। রাজা এই সকল অপরাধীর শক্তি অনুসারে দণ্ড বিধান করিবেন।

পূর্বের ঘাতক বিচার স্থলে সাক্ষাৎ হস্তার সাহায্যকারী অনুগ্রাহক প্রযোজক অনুমন্তা এবং নিমিত্তীর বিষয় সবিস্তর লিখিত হইয়াছে। অনুগ্রাহকাদি সাহায্যকারীও বধী বা ঘাতক মধ্যে পরিগণিত হইত এবং দণ্ডনীয় হইত। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে তাহাদের দণ্ড কিরূপ হইবে? তাহাদের প্রতি কি সাক্ষাৎ হস্তার দণ্ড প্রয়োগ হইবে বা তদপেক্ষা নূন দণ্ড প্রয়োগ হইবে? এ বিষয়ে মিতাক্ষরাকার ৩২২৭ যাজ্ঞবল্ক্য শ্লোক ব্যাখ্যাত্বলে বিচার করিয়া নির্দ্ধ করিয়াছেন যে, সাক্ষাৎ হস্তার অপেক্ষা অনুগ্রাহকের দোষ বা অপরাধ কিঞ্চিৎ নূন, অনুগ্রাহক অপেক্ষা প্রযোজকের দোষ অল্প, প্রযোজক অপেক্ষা অনুমন্তার দোষ লঘু এবং অনুমন্তা অপেক্ষা নিমিত্তীর দোষ নূন হইবে। প্রায়শ্চিত্তবিবেককারেরও এইরূপ মত। কিন্তু জিকনের মতে অপ্রবৃত্ত পুরুষকে বেতনাদি দ্বারা হনন কার্য্যে যে প্রযোজিত করে, একরূপ প্রযোজক এবং হত্য়মান ব্যক্তিকে যে ধরিয়া রাখিয়া হত্যা কার্য্যে সাহায্য করে এমন অনুগ্রাহক, ইহারা উভয়েই সাক্ষাৎ হস্তা মধ্যে পরিগণিত এবং ততুল্য দণ্ডভাগী হইবে (১)। এ বিষয়ে জিকনের মতই অন্ততঃ

(১) প্রায়শ্চিত্তবিবেক—ব্রহ্মহত্যা প্রকরণ।

দণ্ডনীতি প্রসঙ্গে সমীচীন ও গ্রাহ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ মহর্ষি বাজবল্য স্বয়ং বিধান করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সাহস অপরাধ অস্ত্র দ্বারা করায় তাহার দ্বিগুণ দণ্ড এবং যে ধনাদির লোভ দেখাইয়া বা ধনাদি দিয়া অপ্রবৃত্ত পুরুষ দ্বারা সাহস অপরাধ করায় তাহার চতুর্গুণ দণ্ড (১)।

দণ্ডবিধি প্রয়োগ স্থলে সাক্ষাৎ হস্তার প্রাণাত্মিক বধদণ্ড বিহিত ছিল (২)। প্রায়শ্চিত্ত বিধি স্থলে বর্ণভেদে প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য বিহিত ছিল।

১৪। শাস্ত্রীরদণ্ডের প্রয়োগ সাধারণতঃ প্রকাশ্য স্থানে হইত।

অপরাধীকে দমন করা এবং সাধারণকে অপরাধ হইতে নিবৃত্ত করা রাজদণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল। সেজন্য অপরাধীর প্রতি শাস্ত্রীর দণ্ড সাধারণতঃ প্রকাশ্যস্থলে প্রযুক্ত হইত। মহু বিধান করিয়াছেন কারাগৃহ-সকল রাজমার্গে প্রকাশ্যস্থলে নির্মাণ করিবে, যাহাতে নিগড়বন্ধনাদি হেতু ছঃখিত এবং বিকৃত অপরাধী সকল সাধারণের দৃষ্টি গোচর হয়। (৩) ছলপূর্বক যে পরদ্রব্য হরণ করে তাহাকে সাহায্যকারীর সহিত বহুজন

(১) যঃ সাহসং কারয়তি স দাপ্যো দ্বিগুণং দমম্।

যশ্চৈব মুক্তাং দাতা কারয়েৎ স চতুর্গুণম্ ॥ বাজবল্য ২।২৩১

(২) “কলহে ঘৃতঃ পুরুষং চিত্রো ঘাতঃ”। “বধে বধঃ”। কোটিল্য ৪।১১ অঃ।

“ব্যাপাদনেন দণ্ডকারী বধং চিত্র মবাধুয়াৎ”। কাভ্যায়ন (বিবাদরত্নাকর)

“প্রসহ ঘাতিনশ্চৈব শূলানারোপয়েন্নরান্।” বাজবল্য ২।২৭৩

(৩) বন্ধনানি চ স্পর্শাণি রাজমার্গে নিবেশয়েৎ।

ছঃখিতা যত্র দৃশ্যেয়ন্ বিকৃতাঃ পাপকারিণঃ ॥ মহু ৯।২৮

সমক্ষে প্রকাশ্য স্থলে দণ্ডিত করিবে। যে জ্ঞী জ্ঞাতগুণদর্পিতা হইয়া ব্যভিচার করে তাহাকে রাজা বহুজন সমক্ষে কুকুর দ্বারা খাওয়াইবেন (১)। অপরাধীকে গর্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া রাজমার্গে পরিভ্রমণ প্রভৃতি দণ্ডও বহুস্থলে দৃষ্ট হয়।

১৫। প্রাণান্তিক বধদণ্ডস্থলে গর্ভিণী রমণীকে প্রতি প্রসবের পর বধদণ্ড প্রযুক্ত হইত।

কৌটিল্যে অর্থশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় (২) পতিগুরুপ্রজাঘাতিকা অগ্নিদাত্রী বিষদাত্রী ও সন্ধিচ্ছেদিকা অগর্ভিণী রমণীকে এবং গর্ভিণী হইলে প্রসবের একমাস পরে তাহাকে গরুদ্বারা উৎপাটন করিয়া মারিবে। রাজবধ্যও কৃতাপরাধ রমণী অগর্ভিণী হইলে তবে তাহার বধদণ্ডের বিধান করিয়াছেন (৩) অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্ত অপরাধীর প্রতি বস্ত্রণা উৎপীড়নাদি প্রয়োগ প্রসঙ্গেও কৌটিল্য বলিয়াছেন (৪) গর্ভিণী বা প্রসবের পর একমাস অতীত হয় নাই এমন স্ত্রীতিকা রমণীর প্রতি অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্ত উৎপীড়ন করিবে না। প্রায়শ্চিত্ত স্থলেও প্রসবের পর প্রায়শ্চিত্ত বিধান ছিল, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

১৬। অপরাধ স্বীকারে অপরাধীর প্রতি বিহিত দণ্ডাপেক্ষা ন্যূন দণ্ডের বিধান ছিল।

অন্তায় সাহসাদি অপরাধ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত

(১) মনু ৮।১৯৩, ৩৭১

(২) কৌটিল্য ৪।১১ অঃ

(৩) রাজবধ্য ২।২৭৮, ২৭৯

(৪) “ন চেবং স্ত্রিরং গর্ভিণীং স্ত্রীতিকাং বা মাসাবর প্রজাতাম্”

হয় এবং সভাতে আমি অপরাধ করিয়াছি ইহা স্বীকার করে তাহার প্রতি বিহিত দণ্ডের অর্দ্ধেক দণ্ড প্রযুক্ত হইবে। কিন্তু দোঃশীল্য হেতু যদি অপরাধ গোপন করে তাহা হইলে সভ্যগণ তাহার উপর তুষ্ট হইবেন না এবং তাহার প্রতি তীব্র দণ্ড বিহিত হইবে (১)। অপরাধী অন্ততঃ হইলে রাজা স্থলবিশেষে অপরাধীকে ক্ষমাও করিতেন (২)।

১৭। শিষ্য পুত্র ভাৰ্য্যা ও দাস কর্তৃক ষথা-ক্রমে গুরু পিতা স্বামী ও প্রভুর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিবাদ সাধারণতঃ (অর্থাৎ সামান্য অপরাধ স্থলে) আদালতে গ্রাহ্য হইত না।

গুরু কর্তৃক শিষ্যের প্রতি, পিতা কর্তৃক পুত্রের প্রতি, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি এবং স্বামী কর্তৃক ভৃত্যের প্রতি সামান্য তাড়নাদি অপরাধ স্থলে, ঐরূপ শিষ্যাদি কর্তৃক আনীত বিবাদপদ আদালতে গ্রাহ্য হইত না (৩)। কিন্তু মিতাক্ষরাকার বাজবল্য-সংহিতায় ২।৩২ শ্লোক ব্যাখ্যায় বিচার-পূর্বক সপ্রমাণ দেখাইয়াছেন যে, এইরূপ গুরুশিষ্য প্রভৃতির মধ্যে

(১) অযুক্তং সাধনং কৃৎস্না প্রত্যাসক্তিঃ ভজ্যেত যঃ ।

ক্রমাৎ স্বয়ং বা সদসি তস্যাক্ষিবিনয়ঃ স্মৃতঃ ॥

গৃহমানস্ত দোঃশীল্যাদ্ যদি পাপঃ স জাবতি ।

সভ্যাশ্চাস্য ন তুষ্যন্তি তীব্রে! দণ্ডশ্চ পাত্যতে ॥ নারদ (বিবাদরত্নাকর)

(২) ক্ষম্যন্তব্যং প্রভুণা নিত্যং ক্রিপতাঃ কাৰ্য্যিণাঃ নৃণাম্ ।

বালবৃদ্ধাতুরাণ্যাক কুব্ধতা হিতমাক্ষয়ঃ ॥ মনু ৮।৩১২

(৩) গুরুশিষ্যে পিতৃঃ পুত্রে দম্পত্যোঃ স্বামিভৃত্যয়োঃ ।

বিরোধে তু মিথস্তেবাং ব্যবহারো ন সিদ্ধ্যতি ॥ বাজবল্য ২।৩২ শ্লোক

নিয়মিতাক্ষরানুবচন।

ব্যবহার নিষেধ আত্যাত্তিক ব্যবহার স্থলে অর্থাৎ গুরুতর অপরাধ বিষয়ে প্রযোজ্য ছিল না। অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্বক গুরাদি শিষ্যাদির প্রতি ঐরূপ গুরুতর অপরাধ করিলে রাজা কর্তৃক দণ্ডনীয় হইতেন। যেমন গুরু যদি বেত্রাদি দ্বারা শিষ্যের অঙ্গে প্রহার না করিয়া মস্তকাদি নিষিদ্ধ স্থানে প্রহার করিতেন তাহা হইলে (১) দণ্ডিত হইতেন। সেইরূপ পিতা যদি পিতামহোপাস্ত ভূমাদি (যাহাতে পুত্রেরও তুল্য স্বত্ব হয়) নষ্ট করেন এবং স্বামী যদি ছুর্ভিক্ষাদি কারণ ব্যতিরেকে স্ত্রীধন লইয়া স্ত্রীকে তাহা প্রত্যর্পণ না করে তাহা হইলে পুত্র ও স্ত্রীকর্তৃক পিতা ও স্বামীর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত বিবাদ রাজা গ্রহণ করিবেন এবং বিচার করিবেন। এই যে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ নিষেধ তাহা অস্বতন্ত্রা-স্ত্রীবিষয়ে বুঝতে হইবে। কারণ মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন যে, গোপ-শৌণ্ডিকাদির স্ত্রী পতির অধীনা (অর্থাৎ অবতন্ত্রা) না হওয়ায় ঐরূপ স্ত্রীকর্তৃক স্বামীর বিরুদ্ধে আনীত বিবাদ আদালতে গ্রাহ্য হইবে।

এইরূপ ব্যবহারনিষেধনীতির আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। গুরুনীতি সারে দৃষ্ট হয় “দম্পত্যোঃ কলহে সাক্ষ্যং ন কুর্ঘ্যাৎ পিতা পুত্রয়োঃ” (২) অর্থাৎ স্বামী ও স্ত্রী এবং পিতা ও পুত্রের কলহে সাক্ষ্য দিবে না। পিতাপুত্র বিবাদে সাক্ষ্য দিলে রাজ্যব্যক্তি উক্ত সাক্ষীর প্রতি দণ্ডেরও বিধান করিয়াছেন (৩)।

১। শিষ্যশিষ্টিরবধেন। অশক্তো বজ্রবেগুদলাভ্যাং তনুভ্যাম্। অশ্বেন ঘন রাজশাস্ত্রঃ। গোতমধর্মসূত্র ২:৪৯, ৫০।৫১

২। গুরুনীতিসার ৩।৬১

৩। পিতাপুত্রবিবাদে তু সাক্ষিণাং ত্রিগুণো দমঃ।

অন্তরে চ তয়োর্মধ্যে স্ত্রাপ্তস্যাপ্যষ্টগুণো দমঃ। রাজব্যক্তি ২।২৩৯

১৮। অর্থদণ্ড ও বধদণ্ড রাজার আয়ত্ত ছিল

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে বাগ্‌দণ্ড ধিগ্‌দণ্ড অর্থদণ্ড ও বধদণ্ড ভেদে দণ্ড সাধারণতঃ চারি প্রকার ছিল। সভ্যগণ অপরাধীর প্রতি বাগ্‌দণ্ড ও ধিগ্‌দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারিতেন, কিন্তু অর্থদণ্ড ও বধদণ্ড রাজারই আয়ত্ত ছিল। রাজা বা তৎপ্রতিনিধি প্রাড্বিবাক্ ব্যতীত অন্য কেহ অর্থদণ্ড বা বধদণ্ড দিতে পারিতেন না ; ইহাই প্রতীয়মান হয় (১)।

১৯। তন্ত্র ও প্রসঙ্গ

হিন্দুশাস্ত্রে তাবৎকর্মের উপরে তন্ত্র ও প্রসঙ্গের বিধান আছে। অনেক কর্ম উদ্দেশ্য পূর্বক সক্রম অনুষ্ঠানের নাম তন্ত্র, যেমন বহু ব্রাহ্মণ বধ করিলে ব্রাহ্মণ জাতি উদ্দেশ্যে প্রায়শ্চিত্ত একটা করিলেই বহু ব্রাহ্মণ বধ জনিত পাপক্ষয় হইয়া থাকে, এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত সিন্ধু হওয়া তন্ত্রতা-মূলক ইহা একটি নীতি (২)। তবে এই নীতি একজাতীয় পাপস্থলেই প্রযোজ্য, যেমন মহাপাতকস্থলে ব্রহ্মবধ জাতীয় বা সুরাপান জাতীয়, বা ব্রাহ্মণ-স্বর্ণস্তেয় জাতীয়পাপ প্রভৃতি। যে স্থলে পাপের অভ্যাসে প্রায়শ্চিত্তেরও অভ্যাস ক্রম আছে, বা ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত ক্রম আছে, বা গুরুলঘু প্রায়শ্চিত্ত ক্রম আছে সে স্থলে তন্ত্রজাত নীতি বাইবে না কিন্তু প্রসঙ্গনীতি সেস্থলে বাইবে।

১। ধিগ্‌দণ্ডস্থল বাগ্‌দণ্ডঃ সভ্যগুণ্ডো তু তাবুভো।

অর্থদণ্ডবধাবুভো রাজারজাবুভাবপি ॥ শূদ্রনীতি ৪।৫।২৭৯

বাগ্‌দণ্ডশ্চৈব ধিগ্‌দণ্ডো বিদ্যায়জাবুভো স্মৃতো।

অর্থদণ্ডবধাবুভো রাজারজাবুভাবপি ॥ বিবাদরত্নাকরে বৃহস্পতি।

২। বহুদেধেন সক্রদনুষ্ঠানংতন্ত্রতা। প্রায়শ্চিত্তবিবেক।

ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণয়োব্রাহ্মণানাঞ্চ পুত্রক।

প্রায়শ্চিত্তস্য চৈকস্ম জাতিমাত্রিত্য লক্ষ্যতে ॥ প্রায়শ্চিত্তবিবেক, ভবিষ্যপুরাণ।

একের উদ্দেশ্যে কৃতকর্মদ্বারা কর্মাস্তুর সিদ্ধ হওয়ার নাম ‘প্রসঙ্গ’ (১)। যেমন কোন ব্যক্তি ব্রহ্মবধ, ক্ষত্রিয়বধ ও শূদ্রবধ তিনটি অত্যাচার বা অবৈধ করিয়াছে সে স্থলে গুরুপ্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত করিলেই ক্ষত্রিয়াদি বধ প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইবে তাহার জন্ত স্বতন্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। কিন্তু যে স্থলে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন পাপে প্রায়শ্চিত্তেরও অভ্যাস প্রত্যয় আছে, সেস্থলে প্রসঙ্গনীতি বাইবে না, যেমন গোবধ জন্ত পাপ, গোবধে তন্ত্রতা বা প্রসঙ্গ কোন নীতিই থাকিবে না, কেননা সেখানে প্রমাণ দ্বারা ঐ ঐ নীতি নিবৃত্ত করা হইয়াছে। তবেই বুঝা যায়, প্রতিবন্ধক প্রমাণ না থাকিলে মীমাংসা শাস্ত্রানুসারে তন্ত্র ও প্রসঙ্গ নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত তাবৎ বৈধ বা অবৈধ কার্য জ্ঞাত উক্ত নীতির উপর নির্ভর করিয়াছে, কোন্ কোন্ স্থলে ঐ নীতি অনুসরণীয় তাহা সমগ্র ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে জানা যায় না, মাত্র আংশিক প্রদর্শনের জন্ত এ স্থলে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলাম। এই নীতি উল্লেখ করিবার কারণ এই, “দণ্ডবৎ প্রায়শ্চিত্তানি ভবন্তি” এই স্তোত্রের উপর দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত বিহিত, স্তূতরাং প্রায়শ্চিত্তের ত্রায় দণ্ডবিধিতে ঐ নীতি প্রবর্তিত ছিল ইহা অনুমান করা বাইতে পারে, দেখা যায় বর্তমান ফৌজদারী আইনেও একজন ব্যক্তি যদি ঘরে গর্ধ কাটিয়া গৃহস্থকে ধন্বন পুস্কক বা আঘাত পূর্বক চুরি করে, এক সময়ে নানা অবৈধ কার্য অনুষ্ঠান জন্ত তাহার প্রাতি ঐ সকল অবৈধের মধ্যে যেটা গুরুতর অপরাধ তাহার দণ্ড বিধান দ্বারাও অপরাধীকে নিষ্কৃতি দেওয়ার বিধি আছে এবং ইহারই নাম প্রসঙ্গ, তবে প্রতিবন্ধক থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়।

২০। যাবজ্জীবন ব্রত বা কারাবাস

হিন্দুশাস্ত্রে গুরুতর পাপে যাবজ্জীবন ব্রতের বিধান করিয়াছেন, যেমন পিতা মাতা সহোদর গুরু শ্রোত্রিয় বা আহিত্যাগি ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে বধ করিলে শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন ব্রত করিবার বিধি (১)। কিন্তু এই যাবজ্জীবন ব্রত, দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুর্বিংশতি বার্ষিক ব্রত রূপে নিবন্ধকারেরা প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। তবেই যাবজ্জীবন ব্রত অর্থে চতুর্বিংশতি বাৎসরিক ব্রত, যজ্ঞস্থ পিতা মাতা নিরপরাধ রাজাকে হত্যা করিলেও ঐ চতুর্বিংশতি বার্ষিক ব্রতেরই বিধান আছে (২), ইহা দ্বারা যে যে স্থলে গুরুতর অপরাধে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত দণ্ডবিধিতে যাবজ্জীবন কারাগার বন্ধনের বিধি পাওয়া যায় (৩) সে সে স্থলেও যাবজ্জীবন অর্থে ২৪ বৎসর অনুমান করা যাইতে পারে।

(২১) বধদণ্ডেরও বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রায়শ্চিত্ত ক্ষেত্রে ও রাজদণ্ড ক্ষেত্রে গুরুতর পাপে বা অপরাধে যে যে স্থলে বধদণ্ডের বিধান আছে, তাহা পূর্বে নান্যস্থানে কথিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ বধদণ্ড উভয়ই শুদ্ধবধ, ও জনসাধারণের উদ্বেগ জনক বিচিত্র বধ অবস্থা বিশেষে আদিষ্ট হইত। রাজদণ্ড স্থলে বিচিত্র বধদণ্ড এই পুস্তকের নান্যস্থানে উক্ত হইয়াছে, প্রায়শ্চিত্ত স্থলেও দেখা যায় সত্ত্ব ব্রাহ্মণের জ্ঞানকৃত বধে লোম হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরের মাংস খণ্ড

(১) মাতরং পিতরং হত্বা সোদধ্যং ভাতং তথা।

গুরুং হত্বা শ্রোত্রিয়কং আহিত্যাগিনমধাপিবা ॥

আ উত্তমাহুদুচ্ছানাদ ব্রতং চীর্ষ্য বিণ্ডধ্যতি। প্রায়শ্চিত্তবিবেক, ব্রহ্মবধ প্রঃ।

(২) যজ্ঞ সংস্থোতু পিতরো রাজানক্যাপ্যনাগসং।

হত্বা চরেন্দ ব্রতং তত্ চতুর্বিংশতি বৎসরান্ ॥ ব্রহ্মপুমাণ।

(৩) শুক্রনীতি ৪ ৫৩, ১ম, প্রঃ ৮৪, ৮৭, ৮৮ শ্লোক।

থণ্ড করিয়া কর্তন পূর্বক মজ্জা পর্গন্ত আনুতি দিয়া দেহত্যাগ করিবে, ইহা অতীব কষ্টকর মরণ । (১)

(২) ফৌজদারী মোকদ্দমা তামাদি ছিল না ।

কলহ পর্য্যবিত হইল অর্থাৎ সময় অতীত হইলে কলহের অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না ; ইহা আচার্যাণের মত থাকিলেও কোটিল্য তাহা স্বীকার করেন নাই । এবং কলহে প্রথম আগত ব্যক্তিরই মোকদ্দমায় জয় হইবে, ইহা কোন কোন আচার্য্য বলিয়াছেন, কিন্তু কোটিল্য বলেন, প্রথমাগত শেষাগত বলিয়া কোন বিশেষ হইবে না, সাক্ষীর উপরেই সমস্ত নির্ভর করিবে (২) ।

নিম্নলিখিত নিয়ম “দণ্ড প্রয়োগে সাধারণ নীতির” অন্তর্ভুক্ত না হইলেও প্রসঙ্গ ক্রমে উক্ত হইতেছে যে, স্ত্রী ও পুরুষের জেলখানা স্বতন্ত্র ছিল ; ইহা হিন্দু শাস্ত্রে কোটিল্য প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় (৩) । এবং স্ত্রীজাতি দ্বাদশ বৎসরে ও পুরুষ ষোড়শ বৎসরে সাবালক হইত ; ইহাও কোটিল্য মতে পাওয়া যায় (৪) । ঊনষোড়শ বর্ষীয় বালকের অর্দ্ধ

১ লোমভাঃ স্বাহোতি ঋণা লোম ভূতি বৈ তনুং ।

মজ্জান্তাং জুহুয়াণাপ মন্ত্রৈরেতি যথাক্রমং ॥ যাগবল্ক্য ৩২৪৭

(২) “পর্য্যবিতং কলহোক্তনুপ্রবেশো বা নাভিযোজ্যঃ” ইত্যাদিচাঃ ।

“নাল্প্যপকারোণে মোক্ষঃ” ইতি কোটিল্যঃ ।

কলহে পূর্বাগতো জয়ত্যাক্ষমমানোহি প্রধাবতি” ইত্যাদিচাঃ ।

“ন ইতি কোটিল্যঃ পূর্বং পশ্চাত্ত আগতস্ত সাক্ষিণঃ প্রমাণং ।

কোটিল্য ১৯৬ পৃ

(৩) কোটিল্য ৫ পৃঃ ।

(৪) দ্বাদশবর্ষা স্ত্রী প্রাপ্ত ব্যবহার্য্য ভবতি, ষোড়শবর্ষঃ পুমান্ । কোটিল্য, ১৯৪ পৃঃ

প্রায়শ্চিত্ত, ষোড়শ বর্ষীয়ের পূর্ব প্রায়শ্চিত্ত বিধান দ্বারাও ষোড়শ বর্ষীয় বালক সাবালক ইহা প্রমাণিত হয়। বর্তমান আইনে এই নীতির পরিবর্তন হইয়াছে।

নিম্নলিখিত কারণে বন্দীদিগকে কারাগার হইতে মুক্তি দিবার ব্যবস্থা ছিল।

রাজা কোন দেশবিশেষ অধিকার করিলে, বা সুবরাজের রাজ্যাভিষেক সময় উপস্থিত হইলে বা রাজার পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে বন্দীরা মুক্তি পাইত (১)।

(১) অগুরুৎ দেশাধিগমে সুবরাজ্যভিষেচনে।

পুত্র জন্মি বা মোক্ষো বহনন্ত বিধীয়তে। কোটিল্য, ১৪৭ পৃঃ।

বিচারপদ্ধতি

প্রজাপালন রাজার পরম ধর্ম, কিন্তু ছুই জনের নিগ্রহ ব্যতীত প্রজাপালন সম্ভব হয় না, ব্যবহার দর্শন ব্যতীতও ছুই পরিজ্ঞান হয় না। এ জন্য প্রতিদিন ব্যবহার দর্শন রাজার কর্তব্য ধর্ম, সেই ব্যবহার দর্শনের প্রণালীকেই বিচারপদ্ধতি বলে। এই ব্যবহার দর্শন কেবল অভিষেকাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষত্রিয় রাজারই কর্তব্য ছিল তাহা নয়, পরন্তু বিষয় বা মণ্ডলাদির পরিপালনে ষাঁহারাই অধিকারী তাঁহাদেরও ব্যবহার দর্শনে অধিকার ছিল। প্রাচীন ভারতে সম্পত্তির তারতম্যানুসারে সম্পত্তির অধিপতিগণের বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা ছিল, কর্ষ অর্থাৎ ৮০ রতি পরিমিত রক্তত মুদ্রা, তাহার ১ লক্ষ পরিমাণ অর্থাৎ একলক্ষ টাকা বাহার বাৎসরিক রাজস্ব আদায় হইত তাঁহার নাম সামন্ত, এক লক্ষের উর্দ্ধ তিন লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত ষাঁহার বাৎসরিক আদায় হইত তিনি নৃপ, তিন লক্ষের পর দশলক্ষান্ত ভূম্যধিকারীর নাম মাণ্ডলিক, দশলক্ষের পর বিংশতি লক্ষান্ত ভূম্যধিকারীর নাম রাজা, বিংশতি লক্ষের পর পঞ্চাশলক্ষাধিপতি মহারাজ, পঞ্চাশলক্ষের পর এক কোটির অধিপতি স্বরাট, এককোটির পর দশকোটিপতি সম্রাট, দশকোটির পর পঞ্চাশকোটিপর্য্যন্তাধিপতি বিরাট, তাহার পর সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ষাঁহার বশীভূত তিনি সার্কভৌম নামে অভিহিত (১)। সামন্তাদিগণও নৃপপদ বাচ্য, ব্যবহার দেখিবার অধিকার তাঁহাদের মধ্যেও প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বিষয়ের ভিতর ছিল।

ব্যবহার শব্দটি বৌগিক শব্দ, “বি” শব্দের অর্থ “নানা” “অব” শব্দের অর্থ “সন্দেহ” “হার” শব্দের অর্থ “হরণ,” বাদী প্রতিবাদী বিষয়ক নানা

(১) শুক্রনীতিসার ১ম, অধ্যায় ১৮৩ হইতে ১৮৭ পর্য্যন্ত শ্লোক দ্রষ্টব্য।

সন্দেহ হরণ করে যে, তাহার নাম “ব্যবহার” (১) বিজ্ঞানেশ্বর মতে অন্ত্রের বিরোধে ইহা আমার এইরূপ কখনকে “ব্যবহার” বলে।

প্রাচীন ভারতের বিচারপদ্ধতি আলোচনা করিলে জানা যায় বর্তমান সময়ে যেমন জুরি প্রণালী আছে অনেকটা এই রীতিতেই বিচার প্রদর্শন তৎকালে ছিল। বিচারালয়ে রাজা কর্তৃক নিযুক্ত সভ্যের সংখ্যা সাতজন বা পাঁচজন নূনকল্পে তিনজনও হইতেন (২)। অনেকে মনে করেন প্রাচীন ভারতে রাজা একাকী নিজ মতের উপরেই সমস্ত কার্য্য করিতেন প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তাহা নয়, রাজা সভ্য, অধিকারী, প্রকৃতিপুঞ্জ, সভা ও সভাসদগণের মতামতসারেই সর্বদা কার্য্য পরিদর্শন করিতেন, মাত্র স্বমতে কার্য্য দর্শন করিতেন না (৩)। এতদ্বিধ বিচারালয়ে অনিযুক্ত ভাবে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, মন্ত্রিবর্গ প্রভৃতিও সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিতেন, যে সমস্ত সভ্য বিচার সভায় নিযুক্ত হইতেন তাঁহাদের মীমাংসাদি শাস্ত্র, বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে বিশেষ নৈপুণ্য, এবং সত্যবাদিতা, শত্রু ও মিত্রে সমান বুদ্ধি অর্থাৎ রাগ ঘোষাদি বিহীনতা এই সকল গুণ থাকা প্রয়োজন হইত। নিযুক্ত ও অনিযুক্ত সভ্যের পার্থক্য ছিল এই, বিচার ক্ষেত্রে রাজা কর্তব্যচ্যুত হইলে নিযুক্ত সভ্যগণের রাজাকে নিযুক্ত করিবার অধিকার ছিল এবং না করিলে তাঁহারা দোষী হইতেন। এবং

(১) বি নানার্থেহ সন্দেহে হরণংহার উচ্যতে।

নানা সন্দেহ হরণাদ্ ব্যবহার ইতিশ্রুতঃ ॥ কাভ্যায়নসংহিতা।

(২) লোক বেদজ্ঞ ধর্ম্মজ্ঞাঃ সপ্তপঞ্চত্রয়োহপিবা।

ষট্শোপবিষ্টা বিপ্রাঃ স্যুঃ সা যজ্ঞ সদৃশী সভা ॥ বৃহস্পতি।

(৩) সভ্যাধিকারি প্রকৃতি সভাসদ স্বমতেস্থিতঃ।

সর্বদাভ্যাস নৃপঃ প্রাজ্ঞঃ স্বমতে ন কদাচন।

প্রভুঃ স্বাতন্ত্র্যমাপনোহনর্থায়ৈব কল্প্যতে। গুক্রনোতি। ২৭: ৩।৪ লোক-

অনিযুক্ত সভ্যগণ অস্বার্থ্য কহিলে বা কিছু না কহিলে দোষী হইতেন পরন্তু রাজাকে নিবৃত্ত না করিলে দোষী হইতেন না। এই অনিযুক্ত সভ্যগণের ভিতরে কতিপয় বর্ণিকও থাকিতে পারিতেন যাহারা কুলশীল বয়ঃক্রম সম্পত্তি ও সদ্যবহারে বিশেষ বিখ্যাত হইতেন।

পাপের প্রায়শ্চিত্তস্থলেও দেখা যায় সভার দ্বারাই প্রায়শ্চিত্তের কর্তব্যতা বিধান হইত তবে সেই সভার নাম পৰ্বং বা পরিষৎ, পাপী বিদ্বান্ হইলে অল্প দোষে স্বয়ংই প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ করিয়া লইতেন, এবং পাপের গুরুতা অনুসারে দণ্ড বা পরিষৎ এবং বিশেষ পাপে সভা ও রাজা সকলে মিলিত হইয়া প্রায়শ্চিত্তের আদেশ করিতেন। এই সভার পাপের গুরু-লঘুতা অনুসারে শত বা শতাধিক সভা সংখ্যা, বা বিংশতি অথবা দশ সংখ্যক সভা সংখ্যা থাকিত, এমন কি অবস্থা বিশেষে তিন জন দুইজন বা একজনও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দিতে পারিতেন, শেষ প্রণালী বর্তমান সময়েও হিন্দু সমাজে আছে। গুরুতর পাপে বিদ্বৎসভার রাজার উপস্থিতির পরিচয় থাকায় ইহা জানা যায় যে, বৃহৎ প্রায়শ্চিত্তসভা রাজ-সম্পূর্ণ ছিল। বিশেষতঃ হিন্দুজাতির জাতীয়তা গঠন বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকায় বর্ণাশ্রম ধর্মের পরিরক্ষণে রাজাকে সর্বদাই বিশেষ প্রযত্ন গ্রহণ করিতে হইত। প্রকীর্ত্ত অপরাধ, যে সকল অপরাধে রাজাকে স্বয়ং ব্যবহার দর্শন করিতে হইত তাহার মধ্যে প্রায়শ্চিত্তব্যতিক্রম, বর্ণ সঙ্করদোষ, বর্ণাশ্রম ধর্মের নিয়মন প্রভৃতির উল্লেখ হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং রাজা সাবধানতার সহিত সমস্ত আশ্রম প্রতীপালন করিবেন ইহার উল্লেখও পাওয়া যায়, যে যে বর্ণ, পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে রাজা স্বয়ং তাহাদিগকে শাস্ত্রোক্তপথে স্থাপন করিবেন (১) রাজদণ্ড বিধির প্রেক্ষণে এ সকল কথার উল্লেখ থাকায় স্পষ্টই প্রতীক্ষিত হয়

বুহৎ প্রায়শ্চিত্ত সভাও রাজ সম্পূর্ণ ছিল এবং যে সকল সভ্য প্রায়শ্চিত্ত সভায় বসিতেন তাঁহারা কুল শীল বিদ্যা বুদ্ধিতে বিশেষ প্রবীণ হইলে উক্ত সভার সভ্য হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন (১) তবে ছোট পাপে বাহাতে ২৩ জন সভ্যই প্রায়শ্চিত্ত আদেশ করিতেন সে স্থলে রাজার সহিত কোন সম্পর্ক থাকার পরিচয় শাস্ত্রে পাওয়া যায় না।

রাজা ক্রোধ বা লোভ শূন্য হইয়া বিচারে বসিতেন সুতরাং বিচার কার্য ধর্মশাস্ত্রানুসারেই হইত অর্থশাস্ত্রানুসারে হইত না। এবং রাজা যদি স্বকার্যের বাহুল্য বশতঃ স্বয়ং ব্যবহার দর্শনে অসমর্থ হইতেন, তবে তিনি বিচার কার্য অর্থাৎ ব্যবহার দর্শনের জন্য পূর্বকথিত গুণসম্পন্ন সভ্যগণের সহিত একজন ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিতেন, সেই ব্রাহ্মণ জিতেন্দ্রিয়, সৎসংজ্ঞাত, অপক্ষপাতী, প্রশান্ত, স্থিরবুদ্ধি, পরলোকভীক, ধার্মিক, উজোগী ও ক্রোধবর্জিত হইলে তবে বিচারদর্শকের পদে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন, প্রথমতঃ ব্রাহ্মণই উক্তপদের অধিকারী, ব্রাহ্মণ না পাইলে উক্ত গুণ সম্পন্ন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যও উক্তপদের অধিকারী হইতে পারিতেন কিন্তু শূদ্র কখনই উক্তরূপ বিচারকের পদ পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন না। উক্ত বিচারকের সংজ্ঞা ছিল “প্রাড্বিবাক” (২) প্রাড্বিবাক শব্দটী যৌগিকশব্দ, অর্থী ও প্রত্যর্থীর ভাষা ও উত্তর বিষয়ক প্রশ্নকারীকে “প্রাট্” কহে উভয়ের প্রশ্ন উত্তর বুঝিয়া যিনি বিচার করেন তাঁহাকে “বিবাক” কহে উক্তরূপে কর্মধারয় সমাসে প্রাড্বিবাক পদ সিদ্ধ হইয়াছে (৩)। অর্থাৎ যিনি প্রাট্ ও বিবাক তিনি প্রাড্বিবাক।

(১) জৈবদ্যো, হৈতুক স্তবী নৈরুক্তো ধর্মপাঠকঃ।

ত্রয়শ্চাশ্রয়ঃ পূর্বে পরিষৎ সাক্ষ্যাবধাঃ ॥ মনু

(২) রাজা কার্য্যনি সম্প্রদ্যেৎ প্রাড্বিবাকোহথবাধিজঃ। বৃহস্পতি।

(৩) ব্যবহারপ্রিতং প্রশ্নং পৃচ্ছতি ত্রাড্বিতিন্মতঃ।

বিবেচয়তি ব স্তাশ্চিন্ প্রাড্বিবাকন্ততঃ স্মৃতঃ ॥ কাত্যায়ন।

প্রাচীন ভারতের বিচার পদ্ধতিতে যত্বপি দেখা যায় শূদ্র বিচারকের পক্ষে নিযুক্ত হইতে পারেন না তথাপি ইহাও দেখা যায় যে, রাজা যে বর্ণ তটবেন তিনি তদ্বর্ণের বিচারক নিযুক্ত করিতে পারেন, ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয় রাজা শূদ্র হইলে উক্ত গুণ সম্পন্ন শূদ্রও বিচারক পক্ষে নিযুক্ত হইতে পারিতেন (১)। বাহারা কালভেদে হিন্দুশাস্ত্র সমূহের ক্রমিক অবতারণা অর্থাৎ সামাজিক অবস্থানুসারে শাস্ত্রসমূহ ক্রমে পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত হইরাছে ইহা স্বীকার করেন তাঁহার শাস্ত্রনীতি প্রভৃতির শেষ মত সমূহ মুশংক্যমান রাজত্বকালে লিপি বদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কারণ, মূল স্মৃতি বা বৌদ্ধায়ন ধর্ম্ম সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে ঐরূপ অভিমত দেখা যায় না।

অত্যাধ পূর্বক কোন ব্যক্তি কর্তৃক উল্লিখিত হইয়: যদি রাজ্যকে কেহ আবেদন করে ঐ আবেদন, ব্যবহারের বিষয়ীভূত, ঐকিত্ত আবেদন না করিলে রাজা স্বয়ং বিবাদ উত্থাপন করিবেন না, একথা পূর্বের দণ্ডনীতিতেও আমি লিখিয়াছি (১)। যে স্থানে বিচার হয়, তাহার নাম “ধর্ম্মাধিকরণ” ধর্ম্মাধিকরণ শব্দও যৌগিক, যে স্থানে ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে অর্থশাস্ত্রের বিবেচনা করা হয় তাহাকে “ধর্ম্মাধিকরণ” বলে (৩) দেখা যায়

(১) যদ্বর্ণজ্ঞোভবেজ্ঞাজা যোজ্যন্তুধর্ণজঃ সদা ।

তদ্বর্ণ এব গুণিনঃ প্রায়শঃ সম্ভবন্তি হি ॥ গুজ্ঞনীতিসার ৪র্থ অধ্যায় ৫ম প্রকরণ ১৫ শ্লোক ।

(২) নোৎপাদয়েৎস্বয়ং কার্যং রাজা নাপ্যন্তপুরুষঃ ।

ন রাগেণ ন লোভেন ন ক্রোধেন এসেন্দ্ৰ পঃ ॥

পটের প্রাপিতানর্থায়চাপি স্বমনীষয়া । গুজ্ঞনীতিসার ৪র্থ অঃ ৫ম প্র ৬৯ শ্লোক ।

(৩) ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ হর্থশাস্ত্র বিবেচনং ।

অজাধিক্রিয়তে স্থানে ধর্ম্মাধিকরণং হি তৎ ॥ গুজ্ঞনীতিসার ৪র্থ অঃ ৫ প্রঃ

ধর্ম্মাধিকরণে বাদী প্রতিবাদীর লেখা বিষয় লিখিবার জন্য লেখক থাকিতেন, লেখক বাদী প্রতিবাদীর যথাকথিত বিষয় অন্তথা অর্থ্যাৎ অন্ত প্রকার লিখিলে চৌরব্যং দণ্ডার্থ হইতেন (১) এতদ্বিন্ন বেত্রধর, দণ্ডধর, গণক, প্রতহারী প্রভৃতিও থাকিত, অর্থী ও প্রত্যর্থীকে রাজা বা প্রাড়ু বিবাকের নিকট উপস্থিত হইবার নিয়মাদি শিখাইয়া সভার উপস্থাপিত করা বেত্রধর ও দণ্ডধরের কার্য ছিল।

অষ্টাদশ প্রকার বিবাদ পদ বাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে ঋণাদান প্রভৃতি করেক বিবাদ পদ, বহা বর্তমান দেওয়ানি বিধির অন্তর্গত তাহাতেই রাজার স্বয়ং বিবাদ উত্থাপন করা নিষিদ্ধ, পরন্তু বর্তমান বিশেষ বিশেষ ফৌজদারী বিধির বিষয়ের ছায়া প্রাচীন ভারতেও বিশেষ বিশেষ স্থলে আবেদন ব্যতীতও রাজা স্বয়ং ব্যবহার উত্থাপন করিতে পারিতেন। ১০ যেমন পঞ্চাশৎ প্রকার ছল দশ প্রকার অপরাধ এবং এতদতিরিক্ত কতিপয় রাজার স্বয়ং জ্ঞাতব্য অপরাধ এ সকল বিষয়ে আবেদন না করিলেও রাজা স্বয়ং এগুলি গ্রহণ করিতেন। বর্তমান সময়ের ছায়া প্রাচীন ভারতেও রাজাদিগের গুপ্তচর ছিল, সেই গুপ্তচরের মধ্যে বাহারা রাজা কর্তৃক নিযুক্ত না হইয়া রাজাকে জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইত তাহাদিগকে স্তোভক বলিত, এবং পরদোষ দর্শনের জন্য রাজা কর্তৃক নিযুক্ত গুপ্তচরের নাম ছিল “সূচক”। সূচক বর্তমান সময়ের পুলিশ শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে। এই স্তোভক ও সূচক নামক গুপ্তচরের নিকট হইতে রাজা জানিয়াও পূর্বোক্ত ছল ও অপরাধাদি বিষয়ে স্বয়ং বিবাদ উত্থাপন করিতে

(১) অমৃতভক্তলিখিতম্ভাষ্যে যোহর্ষি প্রত্যাধিনাংচঃ।

চৌরব্যংত্রাসয়েত্রাজা লেখকং ত্রাগতল্লিভঃ ॥ গুজনীতি, ৪।৫।৬৩।

পারিতেন। (১) উক্ত ছল প্রভৃতি তাবৎ অপরাধই বর্তমান ফৌজদারী অপরাধের অন্তর্গত।

রাজার নিকট অভিযোগ উভয়রূপে হইতে পারিত, আশঙ্কা পূর্বক ও বাধ্যার্থ্যরূপে, অসজ্জনের সংসর্গাদিবশতঃ দোষী আশঙ্কা করিয়া অভিযোগ করার নাম “শঙ্কাভিযোগ,” এবং চোরিত দ্রব্যের সহিত চোর ধরিয়া অভিযোগ করাকে “তত্ত্বাভিযোগ” বলে। এই তত্ত্বাভিযোগ নিবেদ্যক ও বিদ্যায়ক ভেদে বিবিধ, যেমন “আমার নিকট হইতে স্বর্ণাদি গ্রহণ করিয়া প্রত্যাৰ্পণ করিতেছেন” ইহা নিবেদ্যক তত্ত্বাভিযোগ এবং “এই ব্যক্তি আমার ভূমি তরণ করিতেছে” ইহা বিদ্যায়ক তত্ত্বাভিযোগ। এইরূপ অভিযোগই প্রাচীনভারতীয় ধর্ম-শাস্ত্রাদিতে ব্যবহার প্রকরণে বিবাদপদরূপে কথিত হইয়াছে এবং মারদাদি নানা স্মৃতিতে উহা শাখা প্রশাখায় নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

বর্তমান সময়ে যেমন দ্বিপ্রহর কাল হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত ব্যবহার দর্শন হইয়া থাকে প্রাচীন ভারতে সে নিয়ম ছিল না তখন দিবসের প্রথম চারিদণ্ড কাল পরিত্যাগ করিয়া দ্বিপ্রহর কালপর্য্যন্ত ব্যবহার দর্শনের কাল নির্দিষ্ট ছিল। (২) সেই সময়ে রাজা বা প্রাডবিবাক যিনি ব্যবহার পরিদর্শন করিতেন তিনি আবৃতদেহ ও নিবিষ্টচিত্ত হইয়া অশ্রমাসনে উপবেশন পূর্বক লোকপাল দেবোদ্দেশে প্রণামপূর্বক কার্য্যদর্শন আরম্ভ করিতেন। অথবা কার্য্যদর্শনে অপরাধী, সাক্ষী, সত্য

(১) “পথিভঙ্গী পরাক্ষেপী প্রাকোরোপরিগজ্বকঃ”

ইত্যাদি শুক্রনীতিসার ৪র্থ, অঃ ৫ম প্রঃ ৭৩ হইতে ৮৮ শ্লোক।

(২) দিবসস্তাষ্টমং ভাগং মুক্তা ভাগত্রয়ন্ত বৎ।

স কালো ব্যবহারাগাং শাস্ত্রদৃষ্টঃ পরঃ স্মৃতঃ। কাত্যায়ন।

ও রাজা, সকলেই অংশতঃ অধর্মভাগী হইতেন। অগন্ধপাতে ও ভায়াভুগত বিচার সিদ্ধ হইলে একমাত্র অপরাধীই পাপী হইতেন। অতঃ সকলে নিষ্পাপ হইতেন, এ নীতি বর্তমান বিচার পদ্ধতিতেও অভুগত ইহা বিবেচনা করা যাইতে পারে, কারণ ভায়া সঙ্গত বিচারই সমস্ত ধর্ম্যাধিকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র ইহার পরস্পর বিরোধ পরিলক্ষিত হইলে অর্থ শাস্ত্রোক্ত অর্থ পরিত্যাগ পূর্বক ধর্মশাস্ত্রোক্ত অর্থই গ্রহণীয়, (১) দৃষ্টান্তস্থলে শাস্ত্রকারগণ বলেন, যেমন ধর্মশাস্ত্রের প্রমাণে পাওয়া যায় অনাগম অর্থাৎ সাক্ষী বা লেখ্যাদি প্রমাণ ব্যতিরেকে বা অত্য়ায় পূর্বক যদি কোন বিষয় তিন পুরুষ ভোগ করা যায়, তবে তাহা পূর্বস্বামী আঃ পাইতে পারেন না, অপরাদিকে অর্থশাস্ত্রের প্রমাণ পাওয়া যায় ঐরূপভাবে বহুশত বৎসর কোন পরের বিষয় ভোগ করিলে রাজা তাহাকে চৌরদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন, (২) এরূপ ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্র, অত্য়ায় পূর্বক ভোগ কারীর স্বত্ব অবধারিত করিয়া দিতেছে পরন্তু অর্থশাস্ত্র তাহার দণ্ড বিধান দিতেছে এরূপ উভয়শাস্ত্রের বিরোধে অর্থশাস্ত্রকে তিনপুরুষ ভোগের ভিন্নস্থলে স্থান দিয়া সঙ্কুচিত করিতে হইবে।

কাজেই অর্থশাস্ত্রের স্থানান্তরে অবকাশ দিয়া ধর্মশাস্ত্রই সেন্থলে প্রবল, ইহা স্বীকার্য। তবে এই দৃষ্টান্ত সমীচীন বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন

(১) স্মৃত্যর্থেন বিরোধে হি অর্থ শাস্ত্রস্ত বাধনং ।

পরস্পর বিরোধেতু ভায়াভুগং প্রমাণবৎ ॥ ভবিষ্য পুরাণ ।

(২) অনাগমন্ত বদভুক্তং পিত্রাপুর্কতরৈস্তিভিঃ ।

নওচ্ছব্যমপাকর্তুং ক্রমাত্রিপুরুষাগন্তং ॥

অনাগমন্ত যো ভুঙ্তে বহুভুক্তভাগানি ।

চৌরদণ্ডেন তং পাপং নওয়েৎ পৃথিবীপতিঃ ॥ মলনামতস্য হৃত ।

না, কারণ এস্থলে সামান্ত বিশেষভাবে অঙ্গীকার করিয়াও উপপত্তি করিতে পারা যায়, বিশেষ শাস্ত্রের ব্যতিরিক্ত স্থলে সামান্ত শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয় ইহা স্বীকৃত আছে সুতরাং প্রদর্শিত স্থলে ধর্মশাস্ত্র বিশেষ, ও অর্থশাস্ত্র সামান্ত, সুতরাং বিশেষ শাস্ত্রের ইতরস্থলে অর্থাৎ ত্রৈপুরুষিক ভোগের ভিন্নস্থলে সামান্তশাস্ত্র অর্থাৎ দণ্ডবিধায়ক-অর্থশাস্ত্রের বিষয় দেওয়া যাইতে পারে, কাজেই কোন বিপ্রতিপত্তি নাই, ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানেশ্বর দিয়াছেন এইরূপ যথা, বাধী ও প্রতিবাদী উভয়ের মধ্যে একের জয় অবধারিত হইলে ধর্মলাভ হয়, এবং অপরের জয় অবধারিত হইলে মিত্র লাভ ঘটে, অর্থশাস্ত্র বলেন “সুবর্ণ বা ভূমিলাভ অপেক্ষা মিত্রলাভ বাঞ্ছনীয় অতএব মিত্রপ্রাপ্তিতে যত্ন করিবে ইহা সুধীগণের অভিমত,” (১) অপর দিকে বলিয়াছেন ক্রোধলোভ বিবর্জিত হইয়া বিচারাসনে উপবেশন করিবেন। (২) এইরূপ ধর্ম ও অর্থশাস্ত্রের বিরোধস্থলে অর্থশাস্ত্রের মত পরিহার পূর্বক ধর্মশাস্ত্রের অনুসরণ কর্তব্য, অর্থাৎ অর্থ শাস্ত্রোক্ত মিত্র লাভের লোভ পরিত্যাগ পূর্বক ধর্মলাভই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে। পূর্বোক্ত ত্রৈপুরুষিক ভোগ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রপিতামহের পর পিতামহ, তাঁহার পর পিতা, পিতার পর পুত্র, এইরূপ পূর্ব পূর্ব অধিকারীর অভাবে পর পর অধিকারী ক্রমে তিন পুরুষ ভোগ করিলে তাহাকে ত্রৈপুরুষিক ভোগ বলে, এই ভোগ কোন কোন মতে শতাধিক বর্ষ হইলে ত্রৈপুরুষিক ভোগ বলিয়া গৃহীত হইত, কারণ তিন পুরুষ জীবিত থাকিলে এবং এক বৎসরের মধ্যে উক্ত

(১) হিরণ্যভূমিলাভেভ্যা মিত্রলক্ষির্বরাবতঃ ।

অতোবতেত তৎপ্রাপ্তৌ—বাজবল্য ২।২১ । মিতাক্ষরা ।

(২) ববহারান্ গঃ পশ্চেদ্বিধিত্ত্বীক্কাগৈঃ সহ ।

ধর্মশাস্ত্রানুসারেণ ক্রোধ লোভ বিবর্জিতঃ ॥ বাজবল্য ২।১ ।

তিন পুরুষের মৃত্যু হইলে দ্বিতীয়বর্ষেও ত্রৈপুরুষিক ভোগ নিষ্পন্ন হইতে পারে, এজন্ত শতাধিক বর্ষ ভোগ কাল হইলে তাহাকেই ত্রৈপুরুষিক ভোগ বলা যাইতে পারে, এবং উক্ত কালের মধ্যে তিনপুরুষ অতীত হইলেই তাহাকে ত্রৈপুরুষিক ভোগ কহে। পরন্তু জীমূতবাহন এ সিদ্ধান্ত করেন নাই তিনি প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন কুড়ি বৎসর করিয়া এক এক পুরুষের ভোগ, এইরূপে ষষ্টি বর্ষ ব্যাপী তিন পুরুষের ভোগ হইলেই তাহা ত্রৈপুরুষিক ভোগ। তবে ঐ ভোগ কিরূপভাবে হইলে প্রকৃত ভোগ নিশ্চিহ্ন হইবে তাহা এস্থলে নির্ণীত হইল না। তবে জীধন বা রাজার ধন বা জ্ঞাতের ধন ইহা বহুকাল ভোগ করিলেও তাহাতে ক্ষয় হয় না, বহুশতাব্দী ভোগের পরও তাহা প্রতাপর্ণ করিতে হইবে, পূর্বোক্ত দণ্ড বিধায়ক অর্থ শাস্ত্র, তত্ত্বদ্বন্দ্ব বিষয়ক বলিয়াও অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাহা হউক ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের বিরোধ ঘটিলে অর্থশাস্ত্রোক্ত অর্থ পরিত্যাগ পূর্বক ধর্মশাস্ত্রসম্মত অর্থ গ্রহণ করিবে। এবং ধর্মশাস্ত্রের সহিত ধর্মশাস্ত্রের বিরোধ হইলে যাদৃশ লোকব্যবহার যুক্তিসঙ্গত হইবে, তাদৃশ লোকব্যবহার আদরণীয়, এই জগুই উক্ত আছে কেবল শাস্ত্র আশ্রয় পূর্বক সন্ধিগ্ন অর্থের নির্ণয় করিবে না কারণ, যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানি ঘটে।(১)

যাহার কার্য্য অধিক বা পীড়া অধিক এবং প্রথমে যে রাজা বা প্রাড়িবিবাকের নিকট আসিয়া নিবেদন করিবে ব্যবহার স্থলে তাহাকে অর্থী বা বাদী বলে, হিন্দুশাস্ত্র বলেন বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ে যদি যুগপৎ

(১) ধর্মশাস্ত্র বিরোধেতু যুক্তিযুক্তো বিধিঃ স্মৃতঃ।

ব্যবহারোহি বলবান ধর্মশাস্ত্রেনাবহীয়তে । নারদস্মৃতি ৪০ শ্লোক ১ম অঃ—

কেবলং শাস্ত্র মাত্রিত্য ন বর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।

যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে । বৃহস্পতি ব্যবহারতত্ত্ব স্মৃতঃ।

আমি অগ্রে আমি অগ্রে এইরূপ অহংপূর্ব্বিকা গ্রহণে উপস্থিত হয় সে স্থলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে বাদ গ্রহণ করিবে, কেননা বর্ণগত উৎকর্ষ বা অপকর্ষের উত্তরে হিন্দুজাতির সমস্ত কন্ডাই বিবেচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যেমন প্রতিনিধি (উকীল) দ্বারা বিবাদ করিবার অধিকার আছে, প্রাচীন ভারতেও এ রীতি সম্যক ছিল। বাদী বা প্রতিবাদীর প্রতিনিধি বিচারে জয়ী বা পরাজয়ী হইলে সেই জয় পরাজয় বাদস্বাম্যাই প্রাপ্ত হইবেন যেমন ঋষিকৃষ্ণ বজ্রের ফল স্বজন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (১) কিন্তু নরহত্যা, চোর্যা, পরস্বীহরণ, অভক্ষ্যভক্ষণ, কল্যাণহরণ, কল্যাণদূষণ, বাকপাক্ষা, দণ্ডপাক্ষা, সর্ববিধ জালকরণ, রাজদ্রোহ, এ সকল বিবাদে প্রতিনিধি দেওয়ার বিধান হিন্দুশাস্ত্রে ছিল না, এ সমস্ত ক্ষেত্রে কর্ত্তা স্বয়ংই বিবাদ করিতেন।

তবে বাদী বা প্রতিবাদী যদি কুলস্ত্রী, নুবালক, উন্নত, মূর্খ বা পীড়িত হয় তবে তাহারাও সর্ববিধ বিবাদেই প্রতিনিধি দিতে পারিতেন। এবং তাহাদের প্রতিনিধি, পিতা ভ্রাতা বা পুত্রাদি আত্মীয়বর্গ বা অসম্পর্কিত নিযুক্ত অন্য ব্যক্তিও হইতে পারিত, কিন্তু পিতাদি আত্মীয়বর্গ নয় বা বাদী প্রতিবাদী কর্ত্তৃক নিযুক্তও নয় এরূপ কেহ যদি বিবাদে উপস্থিত হইয়া পক্ষ বিষয়ক কিছু বলেন তবে তিনি দণ্ডনীয় হইতেন (২) এ নীতি বর্ত্তমান আইনেও আছে, তবে দণ্ডনীয় না হইয়া তাহার বাক্য

(১) অর্থিনা সংনিযুক্তো বা প্রত্যর্থি প্রহিতোহাপবা।

যো যন্ত্যর্থো বিবদতে তয়ো র্জয় পরাজয়ো ॥ নারদস্মৃতি ২তীয় অঃ ২২ শ্লোক।

ঋষিগৃহাদে নিযুক্তশ্চ সমোদস্পরিকোর্তিতো।

যজ্ঞে স্বাম্যাপুর্নাং পুণ্যং হানিং বাদেৎষবা জয়ং ॥ ব্যবহারতত্ত্ব দ্বিত বৃহস্পতি

(২) যো ন ভ্রাতা পিতা বাপি ন পুত্রো ন নিবোজিতঃ।

পরার্থবাদী দণ্ড্যঃ শ্রাৎ ব্যবহারেষু বিক্রবন্ ॥ ব্যবহারতত্ত্ব দ্বিত মনু

অগ্রাহ্য হইয়া থাকে প্রাচীন ভারতেব ঐক্য প্রতিনিধির পদ্ধতি অনেকটা আধুনিক ওকালতির পদ্ধতি বলা যাইতে পারে।

বিচারের বিষয় এক হইলে একজন বহুলোকের নামে ব্যবহার আনয়ন করিতে পারিত, যেমন বহুলোকে যদি একজনের প্রতি অত্যাচার করে তবে সেই ব্যক্তি অত্যাচারী বহু ব্যক্তির নামে বিবাদ আনয়ন করিবে, কিন্তু বিচার্য বিষয় বিভিন্ন হইলে একজন এক উদ্ভমে এক বিবরণে বহু ব্যক্তির নামে ব্যবহার আনয়ন করিতে পারিত না, যেমন এক ব্যক্তি এক বিবরণ পত্রে বিভিন্ন বিষয়ক অপরাধ উল্লেখ পূর্বক দুই বা ততোহধিক ব্যক্তির উদ্দেশে বিবাদ আনয়ন করিতে পারিবে না। এ নীতি বর্তমান আইনেও পাওয়া যায়।

ধর্ম্মাধিকরণে আবেদনকারী বিনোত বেশে আবেদনিতব্য বিষয় আবেদন করিলে রাজা বা নিযুক্ত বিচারক, মুদ্রাক্রিত পত্র (শমন) বা কোন পুরুষ দ্বারা উদ্ভেজক ব্যক্তিকে আহ্বান করিতেন। যেমন বর্তমান কালে ওয়ারেন্ট স্থলে পুলিশ স্বয়ং আসামীকে ধরিয়া আনে। উদ্ভেজক (আসামী) বিবাহপ্রবৃত্ত, রোগার্ভ, যোগেচ্ছু, বিপদাপন্ন, অল্প কর্তৃক অভিযুক্ত, রাজকার্যোত্তম, গোচারণশীল, শস্ত্রবপনকারী, শিল্পকার্য্য ব্যাকুল, যুদ্ধকার্য্যের জন্য অস্ত্রধারী, অপ্রাপ্ত ব্যবহার (নাবালক) দ্ব্যত, দান, বা ব্রতব্যাপ্ত, বা উপক্রম দেশস্থ হইলে তৎকালে রাজা তাহাকে আহ্বান করিবেন না বা তৎকালে তাহাকে অবরোধ করিবেন না। এতদ্বিন্ন আসামী যদি মাতাল বা পাগল অতিবৃদ্ধ বা অসহায়। যুবতী স্ত্রী বা নবপ্রসূতি হয় তাহাকেও রাজা আহ্বান করিবেন না, স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহার জ্ঞাতিবর্গ প্রতিনিধিক্রমে প্রতিবাদীক্রমে উপস্থিত হইবে। তবে স্ত্রীজাতি যদি শৈশবীণী পতিতা বা বেঙ্গা হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে আহ্বান করার বিধি ছিল, এবং কাল দেশ ও কার্য্যের গুরুলঘুতা

অনুসারে রোগার্ভ এবং বালকাদিকেও বানাদি প্রেরণা দ্বারা আহ্বান করিতে পারিবার ব্যবস্থা ছিল।

আসামী বাদীর বিবরণের উত্তর দানে অনিচ্ছক বা বাদীর বাক্য অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে অবরোধ করিবে এই অবরোধ, ভারতীয় বিচার পদ্ধতিতে “আসেধ” নামে অভিহিত, আসেধ চতুর্বিধ, স্থানাসেধ, কালাসেধ, প্রবাসাসেধ, ও কর্মাসেধ। আসামীকে তাহার স্থান হইতে অন্ত্র গমন নিষেধ করা ‘স্থানাসেধ’। এই সময় হইতে অমুক সময় পর্যন্ত অবরোধ রাখার নাম “কালাসেধ”। কোন দূরদেশে রক্ষা করার নাম “প্রবাসাসেধ”। এবং এক্রপ কর্ম আর কখনও করিতে পারিবে না এক্রপ অবরোধের নাম “কর্মাসেধ”। (১) এইরূপ আসিদ্ধ ব্যক্তি আসেধ অতিক্রম করিলে দণ্ডাই হইবে, কিন্তু নদী সন্তরণ কালে ভ্রূগম স্থানে পতিত অবস্থায়, হঠাৎ দৈব উপপ্লবাদি উপস্থিত হইলে আসেধ অতিক্রম করিলে আসিদ্ধ ব্যক্তি অপরাধী হইবে না। এ সকল বিষয়ের উদ্দেশ্য বর্তমান আইনে আসামীর নিকট জামিন লইয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বর্তমান সময়ে যেমন বিবরণ পত্র প্রতিনিধি (উকীল) দ্বারা লিখাইয়া ধর্ম্মাধিকরণে রাজার নিকট প্রেরিত হয় প্রাচীন ভারতে ঠিক এক্রপ নিয়ম দেখা যায় না, ভারতীয় অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় বাদী নিজের বক্তব্য প্রথমে রাজার বা বিচারকের নিকট প্রকাশ করিবেন পরে প্রতিবাদীকে আহ্বান করিয়া তাহার সমক্ষে বাদী পূর্ব প্রকাশিত বক্তব্য বিষয় কোন-রূপ পরিবর্তনাদি না করিয়া মাস, বৎসর, মাসার্দ্ধ, দিবস, নাম, জাতি, পিতাদির নাম প্রভৃতি চিহ্নিত করিয়া রাজা বা বিচারকের নিকট লিখাইবেন ইহাকে বিবরণ পত্র (আর্জি) বলে, অর্থশাস্ত্রে ইহার নাম

(১) নারদস্মৃতি ১ম অঃ ৪৭ হইতে ৫৪ শ্লোক পর্যন্ত দ্রষ্টব্য

“ভাষা” ভাষার অবাস্তব নাম “প্রতিজ্ঞা” বা “পক্ষ”। বর্তমান আইনে দেখা যায় ফৌজদারী মোকদ্দমায় ফরিদাদীর স্বয়ং বিচারকের নিকট উপস্থিত হইয়া বিবরণ লিখাইবার নিয়ম আছে, ভারতীয় অর্থশাস্ত্রে সাধারণতঃ সর্ববিধ বিবাদেই রাজার নিকট বাদী প্রথমে বিবাদার্থ বিষয় প্রকাশ করিয়া পরে তাহার সমক্ষেই বিবরণ পত্র বা ভাষা প্রস্তুত করাইবার নিয়ম ছিল। বর্তমান সময়ে যেমন গুরুতর অপরাধে বিবরণ পত্রের অভাবেও পুলিশ কর্তৃক অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়া আসামীকে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়, প্রাচীন ভারতেও স্ত্রম সাহসাদি অপরাধ স্থলে বাদীকৃত আবেদন বিনাও রাজা, স্তোভক বা সূচকাদি দ্বারা অপরাধের বিষয় অবগত হইয়া বিচার পূর্বক অপরাধীকে দণ্ড দিতেন। অতএব দেখা যায় বর্তমান কালের ভার রাজাও স্থল বিশেষে ফরিদাদী হইতেন। (১) স্তোভক অর্থাৎ রাজা কর্তৃক অনিয়ুক্ত পুরুষ যিনি রাজা বা রাজানুযুক্ত পুরুষের (পুলিশাদির) নিকট অপরাধ বিষয়ক প্রথম আবেদনকারী, তাহাকে বর্তমান কালে ফৌজদারী বিবাদ স্থলে (First-Informer) বলে (২)। এই বিবরণ পত্র বা ভাষা, সার্থক, ধর্মসঙ্গত, পরিপূর্ণ, অব্যাকুল, প্রকৃত অর্থের অনুরাগী, প্রসিদ্ধ, আবরুদ্ধ, নিশ্চিত, প্রমাণযোগ্য, অথচ সংক্ষিপ্ত, দেশ ও কালের অবিকল্প, বৎসর মাস দিবসাদি সময় সংযুক্ত ও বাদী প্রতিবাদীর নামসংযুক্ত প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত হওয়া আবশ্যক, ইহা না হইলে তাহাকে পক্ষ বলা যায় না কিন্তু পক্ষভাঙ্গ বলে। পক্ষভাঙ্গ অংলভনে বিচার প্রার্থী হইলে বাদী পরাজিত

(১) প্রমাণ এই পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠায় ২ চিত্রিত ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

(২) শাস্ত্রোপনিষিতস্বর্গী বাপিরাজাপ্রচোদিতঃ।

আবেদনরতি সংপূর্ণঃ স্তোভকঃসউদাহৃতঃ। গুরুনীতি ৪।৫।৭১

হয়েন। রাজা কর্তৃক বিবর্জিত বা পোর বিরোধী অথবা রাষ্ট্র বা প্রকৃতি বর্গের বিরোধী অথবা পুর গ্রাম মহাজন বর্গের যিনি বিরোধী তাদৃশ পুরুষের ব্যবহার গ্রাহ্য নয়, এতদ্ব্যতীত সুরাপানে মত্ত, উন্মাদরোগগ্রস্ত, অগ্ৰবিধ ব্যাধিগ্রস্ত, ইষ্টবিরোগ বা অনিষ্ট-প্রাপ্তি জন্ত দুঃখী, উনষোড়শ বর্ষীয় (নাবালক) অরতিভীত, অনিষুক্ত বা সম্বন্ধহীনব্যক্তিকৃত ব্যবহার অগ্রাহ্য। এইরূপ গুরুশিষ্যের পিতাপুত্রের স্বামীস্বামীর প্রভু-ভৃত্যের পরস্পর বিরোধ শাস্ত্র বহির্ভূত অর্থাৎ আত্যন্তিক না হইলে তাহাদের ব্যবহার অগ্রাহ্য। আত্যন্তিক হইলে তাহাদের মধ্যেও ব্যবহার প্রচলিত হইবে। যেমন শিষ্য অবাধ্য হইলে গুরু রজ্জু বা বেণু খণ্ড দ্বারা আঘাত করিতে পারেন পরন্তু মন্তকে আঘাত করিতে পারেন না অবৈধ আঘাতে শিষ্য গুরুর বিরুদ্ধে ব্যবহার আনয়ন করিতে পারেন, এইরূপ পিতাপুত্রস্থলে পিতা যদি পৈতৃক সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট করিয়া যান তবে মিতাক্ষরী মতে পৈতৃক সম্পত্তিতে পিতাপুত্রের স্বত্ব সমান থাকায় পুত্র, পিতার বিরুদ্ধে ব্যবহার আনয়ন করিতে পারেন। এইরূপ অগ্ৰাণ্ডস্থলেও হইবে। দণ্ডনীতির ১৭ নম্বর সাধারণ নীতি স্থলেও ইহা উক্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন ব্যবহার, যদি অনেক বিষয়ের সহিত মিশ্রিত হয়, তাদৃশ ব্যবহার অসিদ্ধ, অর্থাৎ একজন অপরের নামে এই বলিয়া ব্যবহার আনিতেছে যে অমুক আমার নিকট হইতে এত সুদে টাকা ঋণ লইয়াছে দিতেছে না, এবং উহার নিকট আমি সুবর্ণ, নিঃক্ষেপ (গচ্ছিত) রাখিয়াছি। দেয় না, এবং ঐ ব্যক্তি আমার ভূমি অপহরণ করিতেছে, এইরূপ বহু বিষয় মিশ্রিত ব্যবহার অসিদ্ধ, পরন্তু সিদ্ধান্ত পক্ষে বলিয়াছেন, ঐরূপ স্থলে বাদীর ব্যবহার অসিদ্ধ থাকা যায় না, তবে ঐরূপ ব্যবহারের প্রমাণ, বিভিন্ন হওয়ায় এককালে ঐরূপ ব্যবহার চলিবে না, ক্রমে ক্রমে প্রমাণাদি গ্রহণ পূর্বক ঐরূপ ব্যবহারও সিদ্ধ হইতে পারিবে।

বাদী, রাঞ্জা ও প্রতিবাদীর সম্মুখে প্রথমতঃ ভূমি বা কোন ফলকে খড়ি দ্বারা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া পরে তাহা ন্যূনাধিক পদ পারিবার্তনে সংশোধন করিয়া পরে পত্রে নিবোধিত করিবেন (১)। এই ভাষা সংশোধন উত্তর দর্শনের পূর্বে হওয়া আবশ্যিক, উত্তর দেওয়ার পর ভাষা শোধন নিষদ্ধ (২)। পূর্বপক্ষ সংশোধন হওয়ার পূর্বেই যদি সভ্যগণ উত্তর দেওয়ার অবকাশ দেন এবং উত্তর দেওয়া হইয়া যায় সে স্থলে সভ্যগণ দণ্ডনীয় হইবেন এবং পুনর্ব্বার প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্যবহার প্রবর্তিত হইতে পারিবে।

অভিযুক্ত প্রতিবাদী অভিযোগের উত্তর না দিয়া নিজের প্রতি প্রযুক্ত অভিযোগের বিরোধী অথবা অভিযোগ অর্থাৎ বিবাদান্তরের দ্বারা অভিযোক্তাকে আক্রমণ করতে পারিবে না। পরন্তু বাক্পাক্ষ্য দণ্ডপাক্ষ্য বা সাহসাদিবিশয়ে অভিযুক্ত হইলে সে ব্যক্তি ঐরূপ বিবাদান্তর দ্বারা বাদীকে অভিযুক্ত করিতে পারিবেন। যেমন অভিযোক্তা কাহারও প্রতি দণ্ডপাক্ষ্য বিষয়ে অভিযোগ আনিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি, অগ্রে আমাকে আঘাত করিয়াছে বলিয়া অভিযোক্তাকে প্রত্যভিযুক্ত করিতে পারেন (৩)। অভিযুক্ত ও অভিযোক্তা এই উভয়ের মধ্যে অভিযোক্তা অভিযোগ করিতে গিয়া সময় গ্রাথনা করিলে পাছতে পারেন না কেননা তিনি বহুদিন হইতে বিবেচনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে গিয়াছেন, কিন্তু

(১) পূর্ব্বপক্ষ স্বভাবোক্তং খাড়িবিবোধেঃ ২ ভিলেখয়েৎ।

পাণ্ডুলেখেন ফলকে ততঃ পত্রে বিশোধিতং ॥ কাত্যায়ন।

(২) শোধয়েৎ পূর্ব্ববাদন্ত বাবনোত্তরদর্শনং।

অবষ্টকস্তোত্তরেণ নিবৃত্তংশোধনং ভবেৎ ॥ শারদস্ব্যতি।

(৩) আকুপ্তস্ত বদাক্রোণংস্তাড়িতঃ প্রতিতাড়য়ন্।

হত্বাততঃ স্মিনকৈব নাপরস্মী ভবেন্নরঃ ॥ বৃহস্পতি।

অভিযুক্ত অর্থাৎ প্রতিবাদী ইচ্ছা করিলে উত্তর দান বিষয়ে তিন দিন বা সপ্তাহ পর্য্যন্ত কাল পাইতে পারেন। তবে নরহত্যা, চৌর্যা, পার্শ্বা, জ্বীপংগ্রহাদি ফৌজদারী বিবাদে উত্তর দানে সময় পাইবে না (১)। কিন্তু অভিযোক্তা যদি মূর্থ হয় এবং সে জন্য যদি বলিতে উৎসাহী না হয় তবে তাহাকেও সময় দিবার ব্যবস্থা ছিল। এই সময় দিবার ব্যবস্থা কার্যের অবস্থার উপরে নির্ভর করিত। এই সমস্ত নীতির সহিত বর্তমান বিচার নীতির সম্পূর্ণ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এবং প্রাচীন ভারতীয় বিচার পদ্ধতিতে আরও নীতি ছিল এই যে, একজন ব্যক্তি বিবাদে অভিযুক্ত হইলে সেই ব্যক্তি যাবৎ সেই বিবাদ হইতে নিস্তীর্ণ না হয় তাবৎ তাহাকে সেই অভিযোগের অন্তর্গত ভাবে অল্প অভিযোগে অভিযুক্ত করিবে না, কিন্তু পৃথকভাবে অভিযুক্ত করিতে পারিত, এবং আবেদন সময়ে অভিযোক্তা এক প্রকার বলিয়া ভাষা লেখন কালে অল্পবিধ বলিবার নিয়ম ছিল না, বলিলে তিনি হীনবাদী বলিয়া দণ্ডনীয় হইতেন (২)। ঋণাদানাদি দেওয়ানি মোকদ্দমায় হীনবাদী কেবল মাত্র দণ্ডনীয়, পরন্তু সে প্রকৃত অর্থ হইতে হীন হইত না অর্থাৎ মোকদ্দমায় সে পরাজিত বলিয়া স্থিরীকৃত হইত না, কিন্তু বাকপারব্যাদি ফৌজদারী মোকদ্দমায় আবেদন কালে একরূপ বলিয়া ভাষা লেখন কালে অল্পরূপ বলিলে সে দণ্ডনীয় ও পরাজিত হইত, যেমন আবেদন কালে কোন ব্যক্তি অমুক আমার

(১) সাহসন্তেরপাক্ষ্য গোহাভিষাপাত্যয়েস্ত্রিয়াঃ।

বিবাদয়েৎসদ্যএব কালো হস্তত্রেচ্ছয়াকৃতঃ ॥ বাজবল্ল্য, ব্যবঃ ১২ শ্লোক

(২) অভিযোগমনিস্তীর্ণ্য নৈনং প্রত্যভিযোজয়েৎ।

অভিযুক্তক নাগ্নেন নোক্তং বিপ্রকৃতিং নয়ৎ ॥ বাজবল্ল্য, ২৯ শ্লোক।

পূর্ব্ববাদং পরিত্যজ্য যোহস্তমালম্বতে পুনঃ।

বাদসংক্রানণাজ্জয়ো হীনবাদী স বৈ নরঃ ॥ নারদস্মৃতি, ২৭৪

মন্তকে পাদদ্বারা আঘাত করিয়াছে এক্রপ আবেদন করিয়া ভাষালেখন-
কালে যদি বলে হস্ত বা পাদ দ্বারা আঘাত করিয়াছে তবে সেই
অভিযোগ! কেবল দণ্ডনীয় নয় কিন্তু পরাজিতও হইত। এই নীতি
বর্তমান সময়েও দেখা যায়।

বর্তমান বিচারপদ্ধতি যেমন বিবরণ, উত্তর, প্রমাণ, ও নির্ণয়রূপ
চতুর্ভাগে বিভক্ত, প্রাচীন ভারতীয় ব্যবহারও তক্রপ চতুষ্পাদ। বিবরণ
পত্রকে ভাষাপাদ, উত্তরকে উত্তরপাদ, প্রমাণকে ক্রিয়াপাদ ও নির্ণয়কে
নির্ণয়পাদ বলে, তবে যে যে স্থলে প্রমাণ প্রয়োজন হয় না, সে স্থলে ব্যব-
হার দ্বিপাদ হইবে, যেমন অমুক আমার নিকট শতমুদ্রা ঋণ করিয়াছে;
এক্রপ অভিযোগ করিলে প্রতিবাদী যদি ঐ ঋণ স্বীকার করে সেক্রপ স্থলে
ব্যবহার, ভাষা ও উত্তরে পর্যাবসিত হয়, এই কারণে সেস্থলে ব্যবহার
দ্বিপাদ। যত্বাপি সে স্থলেও নির্ণয়পাদ স্বীকার করা উচিত, তথাপি প্রতিবাদী
ভাবার অর্থ স্বীকার করায় নির্ণয় প্রমাণবোধ্য না হওয়ার ব্যবহার সে
স্থলে দ্বিপাদ বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

বিবরণ পত্র যেমন প্রতিবাদী ও প্রাড়্‌বিবাকের সম্মুখে প্রস্তুত হওয়ার
নিয়ম ছিল, উত্তরও তক্রপ বাদীর সম্মুখে প্রস্তুত হওয়ার নিয়ম ছিল।
উত্তর ধিক্রপ হইলে তাহা প্রকৃত উত্তর বলিয়া গণ্য, তাহা বলিয়াছেন
এইক্রপ যথা, উত্তর যদি পূর্বপক্ষ ব্যাপী, সার, সন্দেহবর্জিত, পূর্বাগর
অবিরুদ্ধ, ও সরল হয়, তবেই তাহা প্রকৃত উত্তর, অন্যথা উত্তরাভাস
বলিয়া পরিগণিত। উত্তর চতুর্বিধ যথা, সম্প্রতিপত্তি, মিথ্যা, প্রত্যবন্ধনন,
ও পূর্বতায়। সত্য উত্তরের নাম সম্প্রতিপত্তি যেমন অমুক আমার নিকট
শতমুদ্রা ঋণী, এক্রপ পূর্বপক্ষে প্রতিবাদী যদি ঋণী বলিয়া ঋণ স্বীকার করে,

তবে সম্প্রতিপত্তি বা সত্য উত্তর, ঋণী নহি বলিয়া ঋণ অস্বীকার করার নাম মিথ্যোত্তর। ঋণ করিয়াছিলাম কিন্তু পরিশোধ করিয়াছি এরূপ উত্তরকে প্রত্যবন্ধনন বা কারণোত্তর বলে। এবং এইরূপ বিবাদে পূর্বে একবার আমার নিকট পরাজিত হইয়াছে এরূপ উত্তরকে পূর্বজ্ঞায়োত্তর বলে। (১) মিথ্যোত্তরও চতুর্বিধ। (২) অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ ভেদে মিথ্যোত্তর চতুর্বিধ, যেমন অমুক ব্যক্তি আমার নিকট হইতে শত সুবর্ণ ঋণ করিয়াছে এরূপ অভিযোগে প্রতিবাদী যদি বলে “ইহা মিথ্যা” তবে তাহা শব্দ মিথ্যোত্তর অর্থাৎ শব্দদ্বারা মিথ্যা উত্তর দত্ত হইল, এবং এরূপ অভিযোগে প্রতিবাদী যদি “জানিনা” বলিয়া উত্তর দেয় তবে তাহা অর্থ, অর্থাৎ অর্থতঃ মিথ্যা উত্তর দত্ত হইল, এবং দেশ বিশেষ বা কাল বিশেষ উল্লেখ পূর্বক অভিযোগ করিলে, প্রতিবাদী যদি আমি সে দেশে ছিলাম না বা সে সময়ে আমার জন্ম হয় নাই, এইরূপ উত্তর দেয় তবে তাহাও অর্থ মিথ্যোত্তর বুঝিতে হইবে। এজন্য কেহ কেহ মিথ্যোত্তরকে দুইভাগে বিভক্ত করেন “সাক্ষাৎ ও সোপদেশ” প্রথম দ্বিবিধ মিথ্যোত্তর সাক্ষাৎ, ও দেশ বা কাল বিশেষ গর্ভ মিথ্যোত্তর সোপদেশ মিথ্যোত্তর।

এই উত্তরপাদ অবলম্বনে ভারতীয় অর্থশাস্ত্র অনেক বিচার করিয়াছেন, তন্মতে উত্তর যদি এক হয় তবে তাহা অসঙ্কীর্ণ উত্তর, এবং অসঙ্কীর্ণ উত্তরই প্রধানতঃ গ্রাহ ও শাস্ত্রমিষ্ট, কারণ শাস্ত্রকারগণ দ্বিতীয়া বিস্তৃতির একবচন নির্দেশ পূর্বক উত্তর লেখ্য বলিয়া নির্দেশ

(১) সত্য মিথ্যোত্তরকে প্রত্যবন্ধনন তথা।

পূর্বন্যায় বিধিচৈবমুত্তরং স্যাচ্চতুর্বিধং। কাত্যায়ন

(২) মিথ্যোত্তরাভিজ্ঞানমি তদা তত্র ন সন্নিধিঃ।

অজাতশাস্ত্রিতৎকালে ইতি মিথ্যাচতুর্বিধং। কাত্যায়ন

করিয়াছেন। (১) উত্তর শব্দের পর ঐ একবচন নির্দেশ থাকায় এক বিবাদে নানা উত্তর হওয়া উচিত নয়, নানা উত্তর সক্ষীর্ণ হইলে তাহা “অনুত্তর” বলিয়াছেন (২) তাৎপর্য এই, ব্যবহারে বাদী অথবা প্রতিবাদী অবস্থা বিশেষে প্রমাণ উপন্যাস করিতেন; তুমি শত সুবর্ণ ধার এই অভিযোগে “ধারিনা” এইরূপ মিথ্যোত্তরে প্রমাণের ভার বাদীর উপরে, এবং পরিশোধ করিয়াছি এইরূপ প্রত্যাবৃদ্ধনোত্তরে বা কারণোত্তরে প্রমাণের ভার প্রতিবাদীর উপরে, পরন্তু প্রতিবাদী যদি সঙ্করোত্তর দেয় অর্থাৎ শতসুবর্ণ-মিথ্যা পঞ্চাশৎ ধারি, পঞ্চবিংশতি পারিশোধ করিয়াছি, এস্থলে শতাংশে মিথ্যোত্তর, পঞ্চাশৎ অংশে সত্যোত্তর, পঞ্চবিংশতি অংশে কারণোত্তর, এস্থলে অংশ বিশেষে প্রমাণের ভার উত্তরের উপরে হইবে। ইহা ব্যবহার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ, কিন্তু একরূপ বিরুদ্ধস্থলেও ক্রমে ক্রমে বাদী প্রতিবাদীর প্রমাণ সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থার উপর বিচারক ব্যবহার নিষ্পাদন করিতেন। সক্ষীর্ণ উত্তরকে অনুত্তর বলিবার কারণ এই, এককালীন তাহাদের গ্রহণ করা যায় না, ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিলে অবশ্যই সক্ষীর্ণোত্তর উত্তর বলিয়াই সিদ্ধ হইবে, এবং সক্ষীর্ণ উত্তর স্থলে উত্তরের ক্রম, বাদী প্রতিবাদী ও সভ্যগণের ইচ্ছামুসারে গৃহীত হইবে। যে স্থলে উত্তরের সঙ্কর, সে স্থলে প্রভূতার্থবিষয়ক অর্থাৎ যে উত্তরের বিষয়ভূত অর্থ অনেক তাহা অগ্রে গ্রহণীয়, অল্পার্থবিষয়ক উত্তর, অর্থাৎ যে উত্তরের বিষয়ভূত অর্থ অল্প, তাহা পশ্চাৎ গ্রাহ্য, যেমন অমুক আমার নিকট শত সুবর্ণ, শত রৌপ্য, এবং কতিপয় বস্ত্র লইয়াছে একরূপ

(১) প্রতীতিভিন্ন লেখ্য পূর্বাভেদকসম্মিধো, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাঃ ৭ শ্লোক

(২) পট্টকদেশেবৎসত্যং একদেশেচ কারণং।

মিথ্যাটৈবৈকদেশেচ সঙ্করাস্তদনুত্তরং। কাভ্যায়ন।

অভিযোগে, সুবর্ণ ও রূপক মিথ্যা, বস্ত্র লইয়াছিলাম দিয়াছি, এরূপ মিথ্যা ও কারণোত্তরের সঙ্করস্থলে সুবর্ণ ও রূপক প্রভৃত বিষয়, একত্ৰ বাদী তদ্বিষয়ে অগ্রে প্রমাণ দিবেন, বস্ত্রাংশে প্রমাণ প্রতিবাদী শেষে দিবেন। যে স্থলে মিথ্যা ও কারণোত্তর সম্পূর্ণ পক্ষব্যাপী সে স্থলে প্রতিবাদীর উপর প্রমাণের ভার, যেমন কেহ অভিযোগ করিতেছে, এই গাভি আমার, অমুক সময় হইতে দেখি নাই অথ ইহার গৃহে দেখিতেছি, প্রতিবাদী উত্তর দিল, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এই গাভি পূর্বকাল হইতেই আমার ঘরে আছে এবং আমার গৃহেই জন্মিয়াছে, ইহাকে সকারণ মিথ্যোত্তর বলে। শুদ্ধ মিথ্যোত্তরে প্রমাণের ভার বাদীর উপর থাকিলেও এরূপ সকারণ মিথ্যোত্তরে প্রমাণ, প্রতিবাদীই দিবেন বাদী দিবেন না। অভিযুক্ত বিষয়ের অপহৃব করাকে যে “মিথ্যোত্তর” বলে উহা একটি উত্তরের সংজ্ঞামাত্র, বাস্তবিক উহা মিথ্যা কথার ন্যায় মিথ্যোত্তর নয়। এইরূপ মিথ্যা ও প্রাণ্ডিত্যোত্তরের সঙ্করস্থলেও প্রতিবাদীর উপর প্রমাণের ভার। যেমন “শত সুবর্ণ ধার” এরূপ অভিযোগে “ইহা মিথ্যা” এই অভিযোগে পূর্বে একবার আমার কাছে পরাজিত হইয়াছে এরূপ মিথ্যা ও প্রাণ্ডিত্য উত্তর দিলে প্রতিবাদীকেই প্রমাণ দিতে হইবে। (১) এইরূপ শুদ্ধ ও সঙ্গীর্ণ উত্তরে কাহার উপর কিরূপ প্রমাণ ভার লগ্ন হইবে এ বিষয় লইয়া ভারতীয় শাস্ত্র বহু প্রমাণ উপস্থাপন পূর্বক বহু বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং এসকল নীতি বর্তমান ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিধিতেও সম্পূর্ণ পাওয়া যায়।

উত্তর যদি সন্দিগ্ধ, প্রস্তুত বিষয়ের সহিত অসংলগ্ন, অত্যন্ত বা অতি বহুল, এবং ভাবার একদেশমাত্র ব্যাপী হয় তাহা উত্তর হইবেন।

(১) “প্রাণ্ডিত্য কারণোক্তোক্ত প্রত্যক্ষী-নির্দেশকক্রিয়া” হারীতমুত্তি।

পূর্ব প্রদত্ত সঙ্কীর্ণ উত্তরের অন্তর্ভুক্ত প্রমাণ কাত্যায়ন বচনের ব্যাখ্যায় ব্যবহার তত্ত্ব বলিয়াছেন যথা, উত্তর যদি পক্ষের একই অংশে সত্য, কারণ ও মিথ্যা স্বরূপ হয়, তবে তাহা অন্তর্ভুক্ত, যেমন শতমুদ্রা ধারি, এবং পরিশোধ করিয়াছি, এবং ধারিনা এক শতমুদ্রার উপরে ত্রিবিধ উত্তর উত্তরই নয়।

ভাষা ও উত্তরের পর প্রমাণ দেওয়ার রীতি যেমন বর্তমান আইনে আছে, প্রাচীন ভারতেও সেই রীতি ছিল। উত্তরের পর যেকোন অর্থটি অর্থী ও প্রত্যর্থীর মধ্যে যাহা কর্তৃক প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, তিনি সেই অর্থ প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিবেন। অর্থাৎ বাদীর অভিযোগে প্রতিবাদী ইচ্ছা মিথ্যা বলিয়া উত্তর দিলে বাদীকেই প্রমাণ দ্বারা স্বীয় অভিযোগ সমর্থন করিতে হইত, প্রাঙ্গুয়ায় উত্তরে প্রতিবাদীর উপরে প্রমাণের ভার, কারণোত্তরও প্রমাণের ভার প্রতিবাদীর উপর, তবে কারণোত্তর যদি প্রবল হয় তবেই প্রতিবাদী প্রমাণ দিবে, যেমন “তুমি আমার শত মুদ্রা ধার” এরূপ অভিযোগে প্রতিবাদী যদি জবাব দেয় “হাঁ ধার করিয়াছিলাম কিন্তু পরিশোধ করিয়াছি” এরূপস্থলে প্রতিবাদী প্রমাণ দিবেন। কিন্তু কারণোত্তর যদি তুলানুল হয়, তখন বাদী ও প্রতিবাদী উভয়কেই প্রমাণ দিতে হইবে। তবে অগ্রে বাদীর প্রমাণ গ্রহণীয়, তাহার অসামর্থ্যে প্রতিবাদীর প্রমাণ গ্রহণীয়, যেমন একজন অভিযোগ করিল “এতুনি আমার যে হেতু ইহা আমার ক্রমাগত সম্পত্তি অর্থাৎ পৈতৃক,” প্রতিবাদীও ঠিক ঐ জবাব দিল, তখন অগ্রে বাদীর প্রমাণ, তাহার অসামর্থ্যে প্রতিবাদীর প্রমাণ গ্রাহ্য (১)। বিজ্ঞানেশ্বরের মতে উভয় পক্ষে সাক্ষী থাকিলে যিনি পূর্ববাদী অর্থাৎ যিনি দাবীকৃত

(১) সাক্ষিবৃত্তঃ সংস্থ সাক্ষিণঃ পূর্ববাদিনঃ ।

পূর্বপক্ষেধরীভূতে ভবন্ত্যন্তরবাদিনঃ ॥ বাজবল্য, বাঃ, ১৭ শ্লোক ।

সম্পত্তিকে পূর্বে প্রতিগ্রহ বা ভোগ করিয়াছেন তাঁহার সাক্ষী অগ্রে গ্রাহ্য, তবেই পূর্ববাদী শব্দের অর্থ এখানে অভিযোক্তা নহে, এবং অন্ততর অর্থাৎ বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে যে ক্ষেত্র যদি এরূপ বলে যে, ইহা অমুক ঐ সম্পত্তি পূর্বে প্রতিগ্রহ বা ভোগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু রাজা ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিয়া আমাকে দান বা বিক্রয় করিয়াছেন তখন পূর্বপক্ষ পরাস্ত হওয়ার পর-বাদীরই প্রমাণ গ্রাহ্য হইবে। এবং কারণোত্তর যদি দুর্বল হয় তাহাতে পূর্বে বাদীর, তদসামর্থ্যে প্রতিবাদীর প্রমাণ গ্রহণীয়, যেমন বাদী অভিযোগ করিল এই সম্পত্তি আমার, যে হেতু ইহা আমার ক্রমাগত, প্রতিবাদী অবাব দিল ইহা আমার যে হেতু ইহা আমি দশবৎসর ভোগ করিতেছি, এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিবাদীর কারণোত্তর দুর্বল বিধায় প্রথমে বাদীর প্রমাণ, বাদী প্রমাণ দিতে অশক্ত হইলে প্রতিবাদীর প্রমাণ গ্রহণীয়।

বর্তমান দেওয়ানি বিচার পদ্ধতিতে দেখা যায়, কোন ব্যক্তির দাবীকৃত সম্পত্তি প্রতিবাদী অস্বীকার করিলে বাদী যদি তাহা প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিতে পারেন তবে রাজা প্রতিবাদীর নিকট হইতে তাহা বাদীকে দেওয়াইবেন মাত্র, পরন্তু তাহাতে প্রতিবাদীর রাজদণ্ড নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ক্ষোভদারী বিধিতেতো বটেই, দেওয়ানি বিচার পদ্ধতিতেও দেখা যায়, দাবীকৃত সম্পত্তির অপহৃবে প্রতিবাদী, প্রমাণ দ্বারা বাদী কর্তৃক দাবীকৃত বিষয়ে সমর্থিত হইলে তাহাকে বাদীর দাবীকৃত সম্পত্তি ছাড়া ততুল্য দণ্ডও রাজাকে দিতে হইত। এবং বাদীর অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ হইলে বাদীকে নিজের দাবীকৃত সম্পত্তির দ্বিগুণ দণ্ড রাজাকে দিতে হইত। তবে সত্যোত্তরে কোন দণ্ড ছিল না। কোন কোন নিবন্ধকার বলেন এই নীতি সর্ববিধ বিবাদ পদেতেই

অনুসৃত হইবে। প্রাচ্য ও কারণোত্তরেও এ নীতি অনুসরণীয়। প্রাচীন ভারতে অনেক ক্ষেত্রে গণরক্ষাপূর্বক ব্যবহার প্রচলিত ছিল; ইদানীন্তনকালে এ রীতি দেখা যায় না। সপণ ব্যবহার ক্ষেত্রেও পরাজিত ব্যক্তি, গণ ও পুরোক্ত দাবীকৃত সম্পত্তিভূল্য দণ্ড রাজাকে দিবেন ও দাবীকৃতসম্পত্তি বাদীকে দিবেন (১)।

সত্য ও সভাপতি চেষ্টা করিবেন যেন ব্যবহার ষাথার্থ্যের উপরে পরিগৃহীত হয়, একত্র প্রথমতই সামাদি উপায় দ্বারা ষাহাতে বাদী ও প্রতিবাদী সত্য কথা বলেন সেপক্ষে চেষ্টা করিবেন, তাহাতে সাক্ষী নিয়পক্ষেও ব্যবহার নির্ণীত হইতে পারে এবং ইহাই সুধ্যকল্প, তাহাতে নিতান্ত অশক্ত হইলে সাক্ষ্যাদি প্রমাণ গ্রহণ করিবেন ইহা অজ্ঞকল্প, কেননা সাক্ষ্যাদি অনুসরণ করিয়াও কদাচিৎ ব্যবহারক্ষেত্রে বস্তুর ষাথার্থ্য নিরূপণ হয় না, ইহা বর্তমান মোকদ্দমায় পদে পদে অনুভূত হইতেছে। এইরূপ ষাথার্থ্যের অনুসরণে বিচার পদ্ধতি পরীচালনীয়। ভারতীয় বিচার রীতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোনস্থলে বাদী ভাষাপাদে অনেক বস্তু দাবী করিয়াছেন এবং প্রতিবাদী তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন, একরূপ ক্ষেত্রে বাদী যদি দাবীকৃত বস্তু সমূহের অংশ বিশেষ প্রমাণ দ্বারা প্রতিবাদীকে স্বীকার করাইতে পারেন, তাহা হইলে বাদীর তাবৎ দাবীকৃত বস্তুই রাজা বা প্রাড্‌বিবাক প্রতিবাদীকে দেওয়াইবেন, পরন্তু প্রতিবাদীর উত্তর দানের পর বাদী যদি বলেন যে, আমি ভাষা প্রস্তুত কালে অমুক বিষয়টি বিস্মৃত হওয়ায় লিখি

(১) নিম্নে ভাষিতো দদ্যাৎ ধনং রাজ্যেচ তৎসমং।

মিথ্যাভিযোগী দ্বিগুণমভিযোগাজনং বহেৎ। বাজবল্য, ২।২১

সপণশ্চেদিবাদঃ স্ত্রাৎ তজ্জহীনং তু দাপয়েৎ।

দণ্ডক্ সপণকৈব ধনিমে ধম সেবচ। বাজবল্য। ২।১৮

নাই, তবে তাহা বাদী পাইতে পারিবেন না। তবে এই নিয়ম, পিত্তাদিকৃত ঋণাদি বিষয়ে পুত্রাদির উপরে চলিবে না, সে স্থলে যে অংশবিশেষ প্রমাণ সিদ্ধ হইবে পুত্রাদি সেই পর্য্যন্তই দিতে বাধ্য। যেমন উত্তমর্ণ পিতৃঋণ বিষয়ে পুত্রের উপরে অভিযোগ আনিলে পুত্র যদি জানিনা বলিয়া অস্বীকার করে, তবে সে স্থলে পুত্রের প্রকৃত অপহব নয়, এজন্য যে অংশমাত্র বাদী প্রমাণ সিদ্ধ করিতে পারিবেন তাহাই রাজা দেওয়াইবেন সম্পূর্ণ দাবীকৃত বস্তুজাত রাজা দেওয়াইবেন না। এইরূপ নীতির উপরে যদি কদাচিৎ প্রকৃতসত্যও অত্থথা হয় এবং প্রকৃত মিথ্যাও সত্য হয়, তাহা হইলেও সত্য বা সত্যাপতির কোন দোষ ঘটিবে না। (১)

প্রতিভু (Bail and Surety)

সর্ববিধ বিবাদেই বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের পক্ষেই আবশ্যিক বোধে প্রতিভু (জামিন) গ্রহণের বিধি ছিল। বর্তমান অনেকবিধ বিবাদেও জামিন লইবার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কৌজদারী বিবাদে, কিন্তু প্রাচীন ভারতে ঋণাদান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও প্রতিভু ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আবশ্যিক ক্ষেত্রে প্রতিভু না পাইলে অর্থী ও

(১) নিম্নোক্ত লিখিতং নৈকমেকদেশে বিভাবতঃ।

দাপ্যঃ সর্বং নৃপেণার্থং ন গ্রাহ্যং স্তন্যবেদিতঃ ॥ বাজবল্য, ব্যব ২০

“জায়াধিগমে স্তকৌহল্যুপায় স্তেনাভ্যাহ যথাস্থানং

গময়েৎ তস্মাৎ রাজাচার্য্যাবিন্দ্যো। গোতম ঋষ্মহুত্র।

অনেকার্থাভিযোগেহপি যাবৎ সংসাধয়েচ্ছনৌ।

সাক্ষিভিত্তাবদেবামৌ লভতে সাধিতং ধনং ॥ কাত্যায়ন স্মৃতি।

প্রত্যর্থীর রক্ষণে কোন পুরুষ নিযুক্ত হইত এবং সেই পুরুষের বেতন অর্থী ও প্রত্যর্থীর নিকট হইতে প্রতিদিন আদায় করা হইত। (১)

প্রতিভূ তিন প্রকার দর্শনপ্রতিভূ, প্রত্যয়প্রতিভূ ও দানপ্রতিভূ, “আমি ইহাকে দেখাইয়া দিব” এইরূপ প্রতিভূকে দর্শনপ্রতিভূ বলে; আমার বিশ্বাসে ইহাকে টাকা দিতে পার এ ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চনা করিবে না যে হেতু এই ব্যক্তি আমার পুত্র ও অনেক সম্পত্তিশালী এরূপ প্রতিভূকে প্রত্যয়প্রতিভূ বলে, এবং যদি এই ব্যক্তি না দেয় তবে আমিই দিব, এইরূপ যে বলে তাহাকে দানপ্রতিভূ বলে। দর্শন ও প্রত্যয়ের প্রতিভূ হইলে ঘটনাচক্রে যদি দর্শন ও প্রত্যয়ের অগ্রথা হয় তবে উক্ত দুই প্রতিভূই ধনিকের ঋণ বা অগ্র যে কোনরূপ দাবী পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবেন। পরন্তু প্রতিভূ মৃত হইলে তাহার পুত্রাদি দাবীকৃত বিষয় দিতে বাধ্য হইবেন না, কিন্তু দান প্রতিভূ যদি মৃত হন তবে প্রতিভূর পুত্র পর্যন্ত (অর্থাৎ পৌত্রাদি নয়) ধনিকের ঋণাদি পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবেন, প্রতিভূর পুত্র ধনীর মূলধন মাত্র দিবেন শুধু দিবেন না। তবে যদি দর্শন প্রতিভূ বা প্রত্যয় প্রতিভূ ঋণীর নিকট হইতে বন্ধক লইয়া প্রতিভূ হন, তবে তিনি মরিয়া গেলে তাহার পুত্রগণ সেই বন্ধক হইতে ধনীর ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবেন।

ঋণাদি স্থলে একপ্রসঙ্গে যদি দুই বা ততোবধিক ব্যক্তি জামিন হন তবে ঋণী ঋণ দিতে না পারিলে প্রত্যেক জামিনই অংশমত ঋণীর ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবেন, এবং প্রতিভূগণ যদি প্রত্যেকেই ঋণীর সমকক্ষরূপে প্রতিভূ হন, অর্থাৎ ঋণী না দিতে পারিলে আমরা

(১) অথচৎ প্রাতভূনাতি কার্ধ্য যোগোক্ত বাদিনঃ ।

স রক্ষিতো দিনস্তান্তে দত্তাৎ ভৃত্যায় বেতনং ॥ মিতাক্ষরায়ুত কাত্যায়ন

প্রত্যেকেই স্বাধীন স্থানীয় হইল। একরূপ ভাবে প্রতিভূ স্বীকার করেন, তাহা হইলে ঋণের অপরিশোধে ধনী যে কোন প্রতিভূর নিকট হইতে সমস্ত টাকা আদায় করিতে পারিতেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিভূ হইতে পারিতেন না। তবে এইমত প্রাচীন ভারতে হিন্দুদিগের ছিল, বর্তমান সময়ে দেওয়ানি বা কোজদারী বিবাদক্ষেত্রে সম্পত্তিশালী হইলেই তিনি প্রতিভূ (জামিন) হইতে পারেন, তাহাতে কোন বিশেষ নিয়ম অর্থাৎ অমুক হইতে পারিবে না একরূপ নিয়ম নাই। হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়, শত্রু, অবরুদ্ধ, রাজদণ্ড প্রাপ্ত, রাজদণ্ড পাইবার জন্ত পূর্বে ধৃত, বিশেষ বদ্ধ, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী, রাজকার্যে নিযুক্ত, প্রত্যাশ্রমপ্রাপ্ত, প্রভৃতি বা দাস, এবং ধনীকে ধন দান করিতে বা রাজাকে দণ্ডাদি দান করিতে যে অশক্ত একরূপ ব্যক্তি প্রতিভূ হইতে পারিত না। এবং জীবৎপিতৃক, ইচ্ছাপূর্বক উপস্থিত, বা অজ্ঞাত পুরুষও কোন স্থলে প্রতিভূ হইতে পারিত না। (১)

প্রমাণ

ভারতীয় বিচার পদ্ধতিতে বিবিধ প্রমাণ নির্দিষ্ট আছে মালুম ও দৈব। প্রমাণকে ব্যবহার বিষয়ে ক্রিাপাদ বলে। সাক্ষী লেখা ও

(১) ন স্বামী নচ বৈ শত্রুঃ স্বামিনাধিকৃত শুখা।

বিক্রোদ্ধো দণ্ডিতশ্চৈব সন্দেহশ্চৈব ন কচিৎ ॥

নৈব রিক্খী ন মিত্রঃ চ ন চৈবাত্যন্ত বাসিনঃ।

রাজকার্যে নিযুক্তাশ্চ যে চ প্রব্রজিতা নরাঃ ॥

ন শক্তো ধর্ম্মিনে দাতুং দণ্ডং রাজ্যেচ তৎসমং ॥

জীবন্ বাপি পিতা যন্ত তথৈবেচ্ছা প্রবর্তকঃ ॥

নারিজ্ঞাতো গ্রহীতব্যঃ প্রতিভূঃ স্বক্ৰিয়াং প্রতি ॥—বাক্যব্যাস, বাব ৫৭ শ্লোক

ভোগ এই ত্রিবিধ মানুষ প্রমাণ বা মানুষক্রিয়াপাদ, এবং তুলা, অগ্নি, জল, বিষ ও কোষ এই পাঁচ প্রকার দিব্যপ্রমাণ বা দিব্যক্রিয়াপাদ। বৃহস্পতি মতে দিব্যপ্রমাণ নয় প্রকার, পূর্বোক্ত পাঁচ প্রকার ও তণুল, তপ্তমাস, কাল ও ধর্মজ এই চারিপ্রকার এই সকল বিবরণের জন্ত স্মার্ত রথুনন্দন দিব্যতত্ত্বনামক একখানি তত্ত্বগ্রন্থই প্রণয়ন করিয়াছেন, বর্তমান সময়ে এ সকল দিব্য প্রমাণ প্রচলিত নাই তবে অবস্থা বিশেষে কদাচিৎ গৃহীত হইয়া থাকে। উক্ত দিব্য ব্যতীত শপথও ভারতীয় বিচার প্রমাণে অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। (১) তবে শপথ প্রমাণ স্বল্প বিবরে ও দিব্যপ্রমাণ গুরুতর অভিযোগে গৃহীত হইত।

সাক্ষী প্রমাণ

সাক্ষ্য গ্রহণের নিয়ম ছিল এই যে, আসামী ও করিয়াদার সম্মুখে সাক্ষ্য গৃহীত হইত, পরোক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল, বিনা কারণে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত ছিল। (২) সাক্ষী অনূন তিন জন হওয়া আবশ্যক, দেওয়ানি মোকদ্দমায় অর্থাৎ ঋণাদানাদি ব্যবহারে সাক্ষী, গৃহস্থ অর্থাৎ কুতদার, এবং পুত্রবান্ ও তদদেশনিবাসী, ব্রাহ্মণাদি যে বর্ণই হউক হইতে পারিত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুর্ভুজের মধ্যে বাঁহারা ই সত্যবাদী ও লোভ বর্জিত তাঁহারা ই সাক্ষী হইতে পারিতেন।

(১) সত্যেন শাপয়েচ্ বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং বাহনায়ুধৈঃ।

গোবীজকাঞ্চনৈর্বৈজ্ঞং শূদ্রং সর্কৈস্ত পাতকৈঃ।

পুত্রদারস্ত বাপোনং শিরাংসি স্পর্শয়েৎ পৃথক্। মহু।

সভ্যং বাহন শস্ত্রাণি গোবীজ কনকানি চ।

দেব ব্রাহ্মণ পাদাংক পুত্রদার শিরাংসিচ।

ইত্যেতে শপথাঃ প্রোক্তাঃ স্বল্পেহর্ষে স্বকরাঃ সদা।

সাহসেখতিযোগেষু দিব্যাত্মাহবিশোধনং। বৃহস্পতিঃ।

(২) শুক্রনীতি ৪।৫।১৯৪, ১৯৫,

নিয়মিত ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইত না, যথা বাহার সহিত অর্থ সম্বন্ধ আছে অর্থাৎ অধমণ, বাহার মিত্র অর্থাৎ বিশেষ বন্ধু, বাহার পরিচারক, যিনি শত্রু, বাহার দৃষ্টদোষ অর্থাৎ বাহারের মিথ্যা-সাক্ষ্য দেওয়া পূর্বে প্রমাণ সিদ্ধ আছে, রোগী এবং মহাপাতকাদি পাপে বাহার দূষিত, এতদ্বিন্ন রাজা, সুপকার, অধ্যয়ন বা অগ্নিহোত্রাদি কন্মে সর্বদা ব্যস্ত একরূপ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ; ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক, অত্যন্ত পরাধীন গর্ভদাস, দাস্য, ক্রুরকর্ম্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্মকারী; নাবালক, একজনমাত্র, অশীতিপরবদ্ধ, চণ্ডালাদিনাচজাতি, বিকলেন্দ্রিয়, আর্ন্ত, উন্মত্ত, ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত, পরিশ্রান্ত, চোর বা ত্রুষ্ক ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারিত না।

সাক্ষীর প্রাপ্ত্য বিবেচনা করিতে হইলে স্ত্রীজাতির সাক্ষী স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণের সাক্ষী উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের তদ্রূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বৈশ্য, শূদ্রের শূদ্র, চণ্ডালাদির চণ্ডালাদিসজাতীয় সাক্ষী হইবে; তাৎপর্য এই যে, যে জাতি, উহার সজাতি সম্ভবে ভিন্ন জাতীয় সাক্ষী হইবে না, উক্ত লক্ষণাক্রান্ত সজাতীয়ের অসম্ভবে ভিন্ন জাতীয় সাক্ষী হইতে পারে। তবে ফৌজদারী মোকদ্দমার সাক্ষীর কোন নিয়ম ছিল না (১) তাহাতে স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, শিশু, বন্ধু, দাস ও পরিচারক যদি কার্য অবগত থাকে তবে তাহারাও সাক্ষী হইতে পারে, সে স্থলে উক্তবিধ সাক্ষীর সাক্ষ্য মিথ্যা হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও অনুমান দ্বারা সাক্ষ্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে হইবে। স্মরণ্য সর্ববিধ সাহসকার্যে অর্থাৎ নরহত্যাदिস্থলে, বা চৌর্য স্ত্রীসংগ্রহ বাক্পাক্ষ্য ও দণ্ডপাক্ষ্যবিবাদে, সাক্ষী পুত্রবান্ বা গৃহস্থ কি না একরূপ কোন পরীক্ষা

(১) সাহসেযু সর্বেষু স্ত্রেয় সংগ্রহেষু চ।

বাংলাগোষ্ঠপাক্ষ্যে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ ॥ গুজনীতি ৪।৫।১২০

নাই তাহাতে যে কোন ব্যক্তি অসম্ভাবক অর্থাৎ দ্রষ্টা তাহারাই সাক্ষী হইতে পারে।

সাক্ষী দ্বারা নির্ণয় করিবার নিয়ম এইরূপ ছিল যে, বাদী ও প্রতিবাদী কর্তৃক মানিত সাক্ষীর মধ্যে যদি কেহ অর্থীর মত বলে, কেহ বা বৈপরীত্য সাক্ষ্য প্রদান করে তবে রাজা বা প্রাড্‌বিবাক বহুলোকের সাক্ষ্য দ্বারা বিবাদ নির্ণয় করিবেন, সমান হইলে গুণীর বাক্যদ্বারা নির্ণয় করিবেন, গুণীর বৈবাহলে আনুষ্ঠানিক প্রাক্ষণের সাক্ষ্যদ্বারা ব্যবহার নির্ণয় করিবেন। চক্ষুগ্রাহি ব্যাপারের সাক্ষ্যে দর্শনে সাক্ষ্য সিদ্ধ হয়, শ্রবণযোগ্য ব্যাপারের শ্রবণে সাক্ষ্য সিদ্ধ হয় (cf. Evidence must be direct) (১)। সত্যসাক্ষ্যবাদী ধর্ম ও অর্থ হইতে গীন হয় না, কেননা সত্য কখনে ধর্ম এবং সত্য কখন জন্ম দণ্ডভাবে অর্থ হানি নাই। অর্থী ও প্রত্যর্থীর মানিত না হইলেও যদি কেহ গুণাদানাদি বিষয় দেখে বা বাকপাক্ষ্যাদি শ্রবণ করে সেখানেও উক্ত ব্যক্তি প্রাড্‌বিবাক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে, বাহা জানে তাহা বলিবে ইহাকে অকৃত সাক্ষী বলে, এই অকৃত সাক্ষী ছয় প্রকার, গ্রামস্থ ব্যক্তি, রাজা, প্রাড্‌বিবাক, সভ্য, লেখক, এবং কুলা অর্থাৎ স্বকুলোদ্ভব, এই অকৃতসাক্ষীর পরিচয়ে জানা যায় প্রাড্‌বিবাকের নিকট হইতে বিচার রাজার নিকট উপস্থিত হইলে প্রাড্‌বিবাকও অবস্থা বিশেষে সাক্ষী হইতেন। যতপি সাক্ষী অনান তিন জন হওয়া আবশ্যক ইহা ভাবতীয় ধর্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, তথাপি উভয়সম্মত সাক্ষী একজনও হইতে পারেন যদি তিনি বিশেষধার্মিক অর্থাৎ জ্ঞানপূর্বক নিত্যনৈমিত্তিক কস্মীমুগ্ধায়ী হন। (২)

(১) “সমক্ষদর্শনাৎসাক্ষ্যং শ্রবণৈবাসম্যক্তি।” মনু ৮ম, ৭৪

(২) উভয়ানুমতঃ সাক্ষী ভবত্যেকোহপি ধর্মবিৎ।

সর্বঃ সাক্ষী সংগ্রহণে জোধ্যাপাক্ষ্যমাহসে। বাজবল্য ২।৭২

বর্তমান সময়ে যেমন সাক্ষাদান কালে সকল সাক্ষীকেই সত্য পাঠ (Oath) করান হয় প্রাচীন ভারতেও এই জাতীয় নিয়ম ছিল, তবে সাক্ষীকে সত্যপাঠ করান হইত না, কিন্তু তাহাকে শুনাইয়া দেওয়া হইত যদি ব্রাহ্মণ সাক্ষী হন তবে তাহাকে “তুমি বল” এই মাত্র উচ্চারণ করিয়া সাক্ষা জিজ্ঞাসা করা হইত, আর ক্ষত্রিয়কে “সত্য বল” এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া সাক্ষ্য প্রশ্ন করা হইত, গাভি ব্রীহাদিবীজ ও শুবর্ণের চৌর্য্যতে যে পাপ স্পর্শে যদি মিথ্যা কহ তবে তোমার সেই পাপ হইবে বৈশ্বগণকে এইরূপে সাক্ষ্য প্রশ্ন করা হইত, এবং শূদ্রকে সর্ববিধ পাতক অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যাদি পাপ তোমার হইবে যদি মিথ্যা বল, এইরূপ শুনাইয়া প্রশ্ন করা হইত, কিন্তু ব্রাহ্মণ যদি বেতন গ্রহণপূর্ব্বক অস্ত্রের গোচারণ করে অথবা বাণিজ্যজীবী, পাচকবৃত্তি, নর্ত্তক বা গায়কবৃত্তি হয় বা দাসবৃত্তি বা খাতাদি বৃদ্ধিজীবী হয় তাদৃশ ব্রাহ্মণসাক্ষীকে শূদ্রের ন্যায় সাক্ষ্য প্রশ্ন করিবার নিয়ম ছিল। সত্য সাক্ষাদানে বিশেষ ধর্ম্ম হয়। পরন্তু ধান্মিক শূদ্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা ব্রাহ্মণ ইহারা যদি প্রমাদবশতঃ কোন অধর্ম্ম করিয়া বসেন এবং তাহাতে প্রাণদণ্ড হইবার সম্ভাবনা হয় তবে সাক্ষী যদি তদ্বিষয়ে দয়া বেশে অসত্য বলেন তাহাতে সাক্ষীর দোষ হইত না। (১) তবে তাহাদেরও মিথ্যাসাক্ষ্য দান জন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। মানিত সাক্ষী ধনাদি ব্যবহার বিষয়ে ত্রিপক্ষের মধ্যে সাক্ষ্য প্রদান না করিলে উহাকে উক্ত ঋণ দিতে হইত, এবং ঋণের দাবীর দশ ভাগের এক ভাগ রাজাকে দণ্ড দিতে হইত, তবে সাক্ষী নীরোগ অবস্থায় থাকিলে এইরূপ বিধান দেওয়া হইত।

(১) নানুতবদনে দোষো জীবনকেং তদধীনং নতু পাপীয়সো জীবনং।

গোতম ধর্ম্মসূত্র।

শূদ্রবিট ক্ষত্রবিপ্রাণং যত্রোত্তোত্তৌ ভবেষধঃ।

ভক্ত বক্তব্যমন্তং তদ্ধি সত্যাদিশিষ্যতে ॥ মনু চর, ১০৪

যে যে বিবাদ বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য নির্ণীত হইত ঐ ব্যবহার অসমাপ্ত থাকিলে তাহা নিবর্তনীয়, দণ্ড পর্য্যন্ত হইয়া বাইলে ভালরূপ পরীক্ষণীয়, যে হেতু একরূপ ব্যবহার কৃত হইলেও অকৃতের স্থায় জানিবে। লোভাধীন একবার মিথ্যা সাক্ষ্যে হাজার পণ দণ্ড অর্থাৎ উত্তমসাহস দণ্ড, মোহবশতঃ আড়াই শত পণ অর্থাৎ প্রথমসাহস দণ্ড, ভয় বশতঃ হাজার পণ অর্থাৎ উত্তমসাহস দণ্ড, স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যাসাক্ষ্যেও সহস্র পণ অর্থাৎ উত্তমসাহস দণ্ড সাক্ষীর প্রতি বিধান ছিল, মিথ্যাসাক্ষ্য দানে এইরূপ রাজদণ্ড বিধান পাওয়া যায়, পরন্তু পুনঃ পুনঃ মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে উক্তবিধ দণ্ড করিয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্তের প্রতি রাজা ওষ্ঠচ্ছেদন, জিহ্বাচ্ছেদন এমনকি প্রাণদণ্ড পর্য্যন্তও বিধান করিতেন। ব্রাহ্মণের প্রতি ধন দণ্ড ব্যতিরেকে নির্দাসন দণ্ড দেওয়া হইত (১) ইহা মিতাক্ষরা সম্মত ব্যাখ্যা। কুল্লুকভট্ট বলেন ক্ষত্রিয়াদিবর্ণত্রয়, পুনঃ পুনঃ কোটসাক্ষ্যে প্রবৃত্ত হইলে ধনদণ্ডের সহিত তাহাদের রাষ্ট্র হইতে নির্দাসন এবং ভাদৃশ অপরাধী ব্রাহ্মণ হইলে তাহার ধনদণ্ড ব্যতিরেকে নির্দাসন দণ্ড বিহিত। গোবিন্দরাজমতে ব্রাহ্মণকেও পূর্বোক্ত ধনদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া উলঙ্গ করিয়া দিবে, এ মতে বিবাসিত করা অর্থে বস্ত্রশূন্য করা। মেধাতিথির মতে পুনঃ পুনঃ কোটসাক্ষ্যকারী ব্রাহ্মণের মাত্র বস্ত্রহরণ অথবা গৃহভঙ্গ করিয়া দেওয়া তাহার দণ্ড, এইরূপে নিম্নলিখিত প্রমাণের ব্যাখ্যায় নানানতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। মিথ্যা সাক্ষ্য বিষয়ে ব্রাহ্মণের যদি কোনরূপ ধনলোভাদি কারণ পরিলক্ষিত না হয় এবং পুনঃ পুনঃ মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ার প্রমাণ না পাওয়া যায়, তবে ব্রাহ্মণের প্রতিও ক্ষত্রিয়াদির স্থায় কেবল ধনদণ্ডই বিহিত হইত। তবে ব্রাহ্মণের

(১) কোট সাক্ষ্যস্ত কুর্কীণাণ্যন্তান্ বর্ণান্ ধার্মিকোন্মণঃ।

প্রবাসয়েদগুণিষা ব্রাহ্মণস্ত বিবাসয়েৎ ॥ মনু ৮ম, ১২৩

সর্বস্ব হরণ অর্থাৎ সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা একরূপ ধনদণ্ড কখনই নাই এবং শারীরদণ্ডও ব্রাহ্মণের নাই। (১)

সাক্ষীর বিষয় অবগত হইয়া এবং সাক্ষ্যদিতে স্বীকার করিয়া যদি অকারণে সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছা না করে তবে তাহার বিবাদ পরাজয়ে যে দণ্ড, তাহার অষ্টগুণ দণ্ড রাজাকে দিতে হইত, ব্রাহ্মণ তাদৃশ অপরাধে অপরাধী হইলে যদি ঐরূপ অষ্টগুণ দণ্ড দিতে অসমর্থ হন তবে তাঁহার প্রতি অপরাধের অবস্থানুসারে উলঙ্ঘকরণ, গৃহভঙ্গ, দেশনির্বাসন দণ্ড বিহিত হইত। এবং ব্রাহ্মণের জাতি, ঐরূপ ধনদণ্ড দিতে অসমর্থ হইলে, স্ব স্ব জাত্যাচিহ্ন কর্মকরণ, নিগড়বন্ধন, কারাগৃহপ্রবেশ প্রভৃতি দণ্ড অবস্থানুসারে প্রাপ্ত হইত, এবং যে কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়া যদি সে সাক্ষ্য অগ্রথা করিবার চেষ্টা করিতেন, তিনিও অপরাধের অবস্থানুসারে দণ্ডনীয় হইতেন, নির্জনে অস্ত্রের সহিত সাক্ষীর পরামর্শ করা ধর্ম্মাধিকরণে নিষিদ্ধ, এবং বাদী বা প্রতিবাদী যে কেহ, সাক্ষী ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলে তিনি মোকদ্দমায় পরাজিত হইতেন একরূপ নিয়ম ছিল। (২)

ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রে সাক্ষী প্রমাণ বিষয়ে সাক্ষীর মিথ্যা বলা নিষিদ্ধ হইলেও অবস্থা বিশেষে মিথ্যা বলিবার অধিকারও দেখিতে পাওয়া যায়, যদি কোন গুপ্তবান্ ও বিদ্বান্ ব্যক্তি শঙ্কাভিযোগে* অভিযুক্ত হইয়া প্রাণদণ্ড পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে সে স্থলে সাক্ষী মিথ্যা বলিতে পারেন, তাই বলিয়া পাপিষ্ঠের

(১) “ন জাতু ব্রাহ্মণং হত্যাং সর্বপাপেষু বহুতং” ॥ মনু ৮ম, ৩৮০।

(২) ন পরেণ সমুদ্বিষ্টমুপেক্ষ্যং সাক্ষিণং রহঃ।

ভেদয়েন্নৈব চাভ্যন্ত হীয়েভেবং সমাচরন্ ॥ নারদস্মৃতি।

* অসং সংসর্গাদি দোষে আশঙ্ক্যবশতঃ অভিযুক্ত হওয়ার নাম শঙ্কাভিযোগ।

জীবন রক্ষার জন্য মিথ্যা বলিবার অধিকার দেওয়া ছিল না। তবে যেস্থলে সত্য কথা বলিলে বা মিথ্যা কথা বলিলে বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে অন্ততরের প্রাণদণ্ড অনিবার্য, সেরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষীর তুষ্টিভাবও হিন্দুশাস্ত্রে অভ্যুজ্জাত আছে ইহা পাওয়া যায়, কিন্তু রাজা না ছাড়িলে সেস্থলে সাক্ষী সত্য কথাই বলিবেন। গুণবান ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্য সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিয়া পরে তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধানও হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। (১)

ভোগ প্রমাণ

প্রমাণের মধ্যে ভোগ (দখল) অন্ততম প্রমাণ। ভোগ যদি লেখ্যপত্র, অর্থাৎ ক্রয় প্রতিগ্রহাদির দলিলাদিসহ থাকে এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী ও নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ধারাবাহিক হয়, এবং ইহা অন্তের নয় ভোক্তারই, এইরূপ প্রবাদ পূর্বাপর থাকে এবং প্রতিবাদীর সমক্ষে ভোগ করা হয় তবে সেই ভোগই প্রকৃত বিদ্যুৎ ভোগ। কোন স্থলে দলিলাদি নাই কেবল ভোগ আছে, কোন স্থলে বা ভোগ নাই কেবল দলিলাদি আছে সেরূপ স্থলে হিন্দুশাস্ত্র সিদ্ধান্ত করেন, পুরুষানুক্রমে ভোগ না থাকিলে কেবল দলিলাদিই প্রমাণ হইবে, পক্ষান্তরে ত্রৈপুরুষিক ভোগ সিদ্ধ থাকিলে বিবাদীর দলিলাদিও প্রমাণ হইবে না। যেস্থলে কিছুমাত্র ভোগ নাই সেখানে আগম অর্থাৎ ক্রয়াদি প্রমাণ হইবে না। এই ত্রৈপুরুষিক ভোগ কাহাকে বলে তাহা এই গ্রন্থের বিচার পদ্ধতির প্রথমাংশে উক্ত হইয়াছে

(১) বগিনাং হি বধো যত্র তত্র সাক্ষ্যনৃতং বদেৎ।

তৎপাষনায় নির্বাণ্যশ্চকঃ সারস্বতো দ্বিজৈঃ।

স্বতরাং এস্থলে পুনরুক্ত হইল না, বাদীর অসমক্ষে ঐ ত্রৈপুরুষিক ভোগ বিনা আগমে স্বত্বের কারণ হইবে বাদীর সমক্ষে কুড়ি বৎসর মাত্র যদি কোন স্থাবর সম্পত্তি ভূম্যাদি, জ্ঞাতি ভিন্ন অপরে ভোগ করে তবে বাদীর স্বত্বহানি ঘটে, ভূম্যাদি ব্যতীত হস্তী অশ্ব গবাদি বা অন্ত্রবিধ ধন বিনাপ্রণয়ে দশ বৎসরমাত্র ভোগ করিলে তাহাতে বাদীর স্বত্বনাশ ঘটে। (১) তবেই ভারতীয় বিচার পদ্ধতি সমালোচনা করিলে জানা যায়, জ্ঞাতি ভিন্ন অপরে বাদীর অসমক্ষে কোন স্থাবর তিন পুরুষ ভোগ করিলে, তাহাতে বাদীর স্বত্ব থাকিবে না এবং সমক্ষে বাদীর বিনা আপত্তিতে কুড়ি বৎসর ভোগ করিলে স্বত্ব থাকিবে না। এই ত্রৈপুরুষ-ভোগ কোন মতে শতাধিক বৎসর ঘটিলে তবে সিদ্ধ হয়, কীমূতবাহন মতে ষাট বৎসর ভোগই ত্রৈপুরুষ-ভোগ, মিতাক্ষরা মতে সমক্ষে স্থাবর সম্পত্তি বিংশতি বর্ষ ভুক্ত হইলেও তাহাতে একেবারে স্বত্বগনি হয় না যতপি স্বামী শ্রায়ত সেই ভূম্যাদি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেও সেই ক্ষেত্রেও পন্ন ফসল বাদী প্রাপ্ত হইতে পারিবেন না, পরন্তু পরোক্ষে ঐরূপ ভোগ করিলে উৎপন্ন ফসল বাহ্য নষ্ট না হইয়াছে তাহাও প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, নষ্ট ফসল বাদী পাইবেন না।

কিন্তু বন্ধকদ্রব্য, সীমা, উপনিক্ষেপ, অর্থাৎ বাসনস্থিত মুদ্রা-সংযুক্ত নিক্ষেপ, জড় অর্থাৎ বিকলবুদ্ধি ব্যক্তির সম্পত্তি, নাবালক অর্থাৎ উনষোড়শ বর্ষীয় বালকের সম্পত্তি, উপনিধি অর্থাৎ প্রীতিপূর্বক ভোগার্থ অপিত দ্রব্য, রাজার সম্পত্তি, জীখন, শ্রোত্রিয়ের ধন বা

(১) পশুতোহক্রবতো হানিতু'মেবিশেতি বার্ষিকী।

পরেণভূজ্যমানায়া ধনস্ত দশবার্ষিকী।

জ্ঞাতিবর্গের ধন ঐরূপ বিংশতি বর্ষের উক্ত কাল এমন কি ত্রৈপুরুষ— ভোগ করিলেও তাহাতে ভোগ কর্তার স্বস্থ হইবে না বা তাহার ফলহানি হইবে না। (১) চিরকাল উপভোগ বলে বন্ধকাদি দ্রব্য অপহরণ করিলে বাদীর দাবীকৃত সম্পত্তি রাজা বিবাদীর নিকট হইতে আদায় করিয়া বাদীকে দেওয়াইবেন এবং বিবাদীকে বাদীর দাবীকৃত, সম্পত্তির সমান বা শক্তিসাপেক্ষ দণ্ড, রাজাকে দিতে হইত, দণ্ড দিতে না পারিলে ব্রাহ্মণ ব্যভাতি অন্যের কারাগার ভোগ ব্যবস্থা হইত, ঐরূপ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের দণ্ড ছিল, “অন্যের কাছে উক্ত দোষ প্রত্যাপন, নির্বাসন, চিহ্নকরণ, ইত্যাদি”। পুর হইতে নির্বাসন করিবার সময়ে ব্রাহ্মণের চক্ষু বস্ত্রাদি দ্বারা আবৃত করিয়া নির্বাসন বিধি ছিল ব্রাহ্মণের শারীর দণ্ড ছিল না। ভারতীয় শাস্ত্রে পাওয়া যায়, যদি কোন পুরুষ কোন ভূম্যদি ভোগ করিতেছে, একপ সময়ে এই ক্ষেত্রাদি কোথা হইতে পাইয়াছে একপে অন্য কর্তৃক অভিযুক্ত হয়, তবে ভোক্তাকে ভোগের কারণ ক্রয় বা প্রতিগ্রহাদি, লিখিত বা সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা উদ্ধার করিতে হইত, তাহার পুত্র বা পৌত্র ঐরূপ অভিযুক্ত হইলে, আগম প্রমাণ করিতে হইত না, পুত্র নিরবচ্ছিন্ন ভোগ ও পৌত্র ক্রমাগত ভোগ মাত্র প্রমাণ করিতেন। ভোক্তা আগম উদ্ধার কারতে না পারিলে দণ্ডনীয় হইতেন এবং ভোগ্য বস্তুর হানি হইত,

(১) আধিসীমোপনিষৎপ জড়বালধনৈর্বিবা ।

তথোপানিধিরাজন্তী শ্রোত্রিরাণাং ধনৈরপি ॥ বাজবল্য, ২।২৫

ভুক্তি ত্রৈপুরুষা মিত্যেদপরেবাং ন সংশয়ঃ ।

অনিবৃন্তে মপিওক্তে সকুল্যানাং ন সিধ্যতি ।

অশ্বামিমাংষ বদভুক্তং গৃহক্ষেত্রাগণাদিকং ।

অশ্ববন্ধু সকুলশ্র ন তক্তোগেন হীয়তে ॥ বৃহস্পতি ।

পুত্র পৌত্রের ভোগ প্রমাণিত না হইলে দণ্ড নাই বটে কিন্তু ভোগ্য বস্তুতে স্বত্বহানি তাহাদেরও হইত। তবে ভোক্তা অভিযুক্ত হইয়া ব্যবহার নির্ণয়ের পূর্বে যদি মরিয়া যান তবে তাহার পুত্রকেও আগম অর্থাৎ ক্রয় বা প্রতিগ্রহাদি প্রমাণ দ্বারা উদ্ধার করিতে হইত, সেস্থলে পুত্রের আগমরহিত কেবল ভোগমাত্রের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইত না। (১)

লেখ্য প্রমাণ

প্রাচীন ভারতের তাম্রশাসন এখনও অনেকস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু রাজাগণ ধর্মপথের অনুসরণ পূর্বক অলঙ্ক সম্পত্তি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন, এবং লব্ধ সম্পত্তি যত্নপূর্বক প্রতিপালন করিতেন, পালিত সম্পত্তি রাজনৈতিক উপায়ে বর্দ্ধিত করিতেন, ও বর্দ্ধিত সম্পত্তি যোগ্যপাত্রের দান করিতেন, রাজা কোন ভূমি বা নিবন্ধ (মাসিক, বার্ষিক বা বাৎসরিকাদিকাল উল্লেখ পূর্বক এত টাকা বা এত দ্রব্য অমুককে দেওয়া হইবে এরূপ নিয়মিত দ্রব্যাদি দানকে নিবন্ধ বলে) দান করিয়া ভবিষ্যৎরাজার পরিজ্ঞান জন্য লেখ্য পত্র প্রস্তুত করিয়া দিতেন, ঐ লেখ্য কার্পাসিকপটে বা তাম্রফলকে প্রস্তুত হইত, এবং রাজা নিজের গরুড়াদি চিহ্নিত মুদ্রাদ্বারা ঐ তাম্রফলকে চিহ্নিত করিয়া দিতেন। বর্তমান সময়ে যে, দানপত্রাদিতে ভূম্যাদির চৌহদ্দি নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় ইহা ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিধি সম্মত, রাজা নিজের নাম, পিতৃ পুরুষের নাম, ভূমির পরিমাণ ও চৌহদ্দি নির্দেশ পূর্বক, এবং শকাব্দ ও সম্বৎসরাদিকাল নির্দেশ পূর্বক নিজের সন্ধি বিগ্রহাদি কার্য্যকারী ব্যক্তিদ্বারা তাম্রশাসনাদি প্রস্তুত

(১) তথাক্রম বিবাদস্থ প্রেতস্থ ব্যবহারিণঃ।

পুত্রের সৌহৃদ্যঃ সংশোধ্য ন তং ভোগে নিবর্তয়েৎ॥ নারদস্মৃতি।

কবাইয়া দিতেন ইহার নামই “শাসন”। লেখ্য প্রমাণ দ্বিবিধ, শাসন ও জানপদ, উক্তরূপ তাম্রফলকাদি “শাসন” নামে অভিহিত। (১) জনপদ শব্দের অর্থ দেশ, দেশের মধ্যে লোক ব্যবহারের জন্য ঋণ, ক্রয়, প্রতিগ্রহাদি বিষয়ে যে দলিলাদি প্রস্তুত হইত, তাহাকেই জানপদ লেখ্য বলে। জানপদ লেখ্য প্রমাণও স্বহস্তকৃত ও অস্থহস্তকৃতরূপে দ্বিবিধ, কোন লেখ্য প্রমাণ, যাহা নিজ হস্তে লিখিত তাহাতে সাক্ষী না থাকিলেও চলে, কিন্তু অন্যহস্তকৃত লেখ্য প্রমাণে সাক্ষী থাকা আবশ্যক, ইহা প্রাচীন ভারতের লেখ্য প্রমাণের রীতি ছিল। (২) তবে অসাক্ষিক ও সসাক্ষিক লেখ্য প্রমাণের ব্যবহার, দেশাচার অনুসারে প্রচলিত হইত।

বর্তমান সময়ে দলিলপত্রে যেরূপ প্রণালী পরিলক্ষিত হয় ভারতীয় হিন্দু শাস্ত্রোক্ত দলিলেও সেরূপ প্রণালী ছিল, দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দলিলে নিম্নলিখিত রূপ নির্দেশ করিবার বিধি ছিল, যথা সঙ্ঘংসর, চৈত্রাদিমাংস মাসার্দ্ধ, শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষ, তিথি, দলিলদাতা ও গ্রহীতার নাম, উভয়ের জাতি, বর্ণিষ্ঠ কাশ্মাপাদিগোত্র, কোথুম মাধ্যম্দিনা-দ্বিবেদশাখাধারিত্বগুণ, লেখক ও তাহার পিতৃনাম, দাতা প্রতিগ্রহীতার পিতৃনাম, দেয় দ্রব্যাদি, তাহার সংখ্যা, উভয়ের আচার ব্যবসায় প্রভৃতির উল্লেখসম্বুক্ত জানপদ লেখ্য প্রস্তুত করিবার বিধি ছিল। দলিল প্রস্তুত হইলে তাহাকে অধমর্ণ বিক্রেতা বা দাতা, অমূকের পুত্র আমি ইহাতে আমার সম্মতি আছে ইহা উল্লেখপূর্বক নাম স্বাক্ষর করিতেন, সাক্ষীগণও নিজ নিজ পিতৃনাম নির্দেশপূর্বক নাম স্বাক্ষর করিতেন, যদি

(১) বাঙ্গাবক্ষ্য সংহিতা রাজধর্মপ্রকরণ ৩১৮/৩১৯/৩২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(২) লেখ্যস্ত দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং স্বহস্তাশ্রকৃতং তথা।

অসাক্ষিকং সাক্ষিকঞ্চ সিদ্ধির্দেশস্থিতেন্তস্তয়োঃ ॥ নারদস্মৃতি।

অধমর্ণাদি লিখিতে না জানেন তবে অত্র সাক্ষীদ্বারা সাক্ষীগণের সম্মুখে নাম লিখাইতেন (১) লেখক ও সর্বশেষে পিতৃনাম উল্লেখপূর্বক নিজ নাম লিখিতেন।

ঋণী যদি স্বহস্তে লেখ্যপ্রমাণ প্রস্তুত করিয়া দেয় তবে তাহাতে সাক্ষী না থাকিলেও চলিত, ইহাকে অসাক্ষিক লেখ্য প্রমাণ বলে ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে, ঐ অসাক্ষিক লেখ্যপত্র যদি উন্নত, অভিসৃক্ত, জ্বীলোক, নাবালক কর্তৃক লিখিত হয়, বা বলপূর্বক, ভয়ে, বা ছলনা পূর্বক লেখিত হয় তবে তাহা প্রমাণ নয়, (২) রাজকৃত শাসনরূপ লেখ্যপত্র প্রচলিত ভাষায় লিখিলেও চলিত, এ সকল নিয়ম বর্তমান দলিলাদিতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্তমান সময়ে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে দলিলপত্রে ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্র কথিত তিথি, পক্ষ, গোত্রাদি উল্লেখ করিবার নিয়ম নাই। পরন্তু মিতাক্ষরা মতালম্বী দেশে ঐরূপ চান্দ্রমাস তিথি প্রভৃতির দলিলে উল্লেখ থাকা এখনও প্রচলিত আছে।

কোন দলিল দূরদেশে থাকিলে, বা তাহার অক্ষর বিষয়ক সন্দেহ হইলে, বহুকাল অতীত হওয়ায় নষ্ট হইলে, অক্ষর মুছিয়া যাইলে, চোরে অপহৃত করিলে, বিদলিত হইলে, দগ্ধ হইয়া যাইলে, ছিন্ন হইলে অর্থাৎ প্রজ্ঞাধীর পরস্পর বিমতি থাকিলে দূরদেশেই পত্র আনিবার জ্ঞাত সময় দিতে হইত, নষ্ট হইয়া যাইলে সাক্ষীদ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে হইত। লেখ্য প্রমাণে কোনরূপ সন্দেহ হইলে বিচারক, উপযুক্ত যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা সন্দেহ নির্ণয় করিতেন, প্রমাণ না পাইলে দিব্য প্রমাণ অবলম্বিত হইত।

(১) অলিপিষ্ট ঋণীঃ স্যাৎ স্বমন্তস্ত স লেখয়েৎ।

সাক্ষী বা সাক্ষিপাত্রেণ সর্বসাক্ষসমীপতঃ ॥ নারদস্মৃতি।

(২) মন্তাভিসৃক্ত জীবাল বলাৎকারকৃতঞ্চবৎ।

তদপ্রমাণং লিখিতং ভয়োপধিকৃতং তথা ॥ নারদস্মৃতি।

দিব্য প্রমাণ

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে প্রমাণ বিবিধ, মানুষ ও নৈব, ভোগ সাক্ষী ও লেখ্য। এই ত্রিবিধ মানুষ প্রমাণ সম্বন্ধে দিব্য প্রমাণ গ্রাহ্য নয়। উক্ত বিধ মানুষ প্রমাণের অভাবে দিব্য প্রমাণ গ্রহণীয়।

কি হিন্দু কি মুসলমান কি জৈন, কি ব্রাহ্ম, কি খৃষ্টান কি বৌদ্ধ সকল শ্রেণীর মধ্যেই একটা ধর্ম বিশ্বাস আছে, ধর্মবিশ্বাস ছাড়িয়া কোন সম্প্রদায় থাকিতে পারে না, প্রাচীন ভারতের ঐ দিব্য প্রমাণ পূর্ণ ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং ঐ দিব্য প্রমাণ ধর্মবিশ্বাসী প্রজার প্রতি হিন্দুরাজার পক্ষেই প্রাচীন কালে সম্ভাবিত ছিল, এক্ষণে দিব্য প্রমাণের কথা উল্লেখ করিলে হয়তো অনেকে উপহাস করিবেন। তবে যে বিষয় ধরিয়া এই পুস্তক লিখিতেছি তাহাতে উক্ত প্রমাণ উল্লিখিত না হইলে পুস্তক অপূর্ণাঙ্গ হয়, সুতরাং প্রাচীন ভারতের মোকদ্দমার বিচারে ষে রূপ দিব্য প্রমাণ ছিল সংক্ষেপে এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

সাক্ষী লেখ্য বা ভোগ প্রমাণ যেস্থলে পাওয়া যাইত না হিন্দু শাস্ত্রের বিচার পদ্ধতিতে সে স্থলে দিব্য প্রমাণ গৃহীত হইত। অবস্থা বিশেষে সাক্ষী সম্বন্ধেও দিব্য প্রমাণ গৃহীত হইত। দিব্য কত প্রকার, তাহা বিচারপদ্ধতির প্রমাণশীর্ষকস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। অভিযুক্তব্যক্তি, দিব্য স্বীকারপূর্বক আত্মশুদ্ধি প্রমাণিত করিতে পারিলে ও অভিযুক্তা জয় বা পরাজয় স্বরূপ ব্যবহার নির্ণয়, অর্থাৎ পরাজয়ে যথোক্ত দণ্ড গ্রহণ করিব। এক্ষণে অঙ্গীকার করিলে, তবে অভিযুক্তের প্রতি দিব্য প্রমাণ দিবার বিধি হইত, ইহার নাম অভিযুক্তা শীর্ষকস্থ হওয়া; শীর্ষকশব্দের অর্থ মস্তক অর্থাৎ ব্যবহারের চতুর্ধপাদ জয় বা পরাজয় লক্ষণ, তাহাতে স্থিত হইলে শীর্ষকস্থ বলা যায়। তবে বাদী বা প্রতিবাদীর মধ্যে পরস্পর

অনুমতিসঙ্গে যে কেহ ঐ রূপ শীর্ষকস্থ হইলে উভয়ের মধ্যে যে কেহই দিব্য প্রমাণ স্বীকার করিতেও পারিতেন, তবে যে স্থলে রাজদ্রোহ, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, অনান অশীতিরত্নিকাপরিমিত সুবর্ণহরণ বা গুরুতর চৌর্য্য, এবং অগম্যগমনাদি গুরুতর অপরাধের আশঙ্কায় অভিযোগ হইত, সে স্থলে পূর্বোক্তরূপ শীর্ষকস্থ কেহ না হইলেও তাহাকে দিব্য প্রমাণ দেওয়ার বিধি ছিল। (১) শঙ্কাভিযোগস্থলেই দিব্য প্রমাণ প্রায়শঃ সন্দেহ নির্ণায়ক বলিয়া গৃহীত হইত। গুরুতর অপরাধে তুলা অগ্নি জল ও বিষ, এবং সাহস্কার অভিযোগে কোশরূপ দিব্য প্রমাণ গৃহীত হইত, স্বল্পাপরাধে তণ্ডুল বা তপ্তমাষ প্রভৃতি দিব্য সকল প্রদত্ত হইবার বিধি ছিল।

স্নেহ প্রযুক্ত লোভবশতঃ বা ক্রোধবশতঃ সাক্ষীর সত্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে কিন্তু দিব্য প্রমাণে ঐরূপ দোষ সম্ভবটিত হইতে পারে না, তবে সাক্ষী বিশেষ গুণবান হইলে সে স্থলে দিব্য প্রমাণ গ্রাহ্য নয়, এবং লেখ্য প্রমাণ সঙ্গেও দিব্য বা সাক্ষী কিছুই প্রয়োজন হয় না। যাহা হউক সাক্ষী গুণবান হইলেও যদি কারণবশতঃ সাক্ষিদের বিসম্বাদ ঘটে, তবে সে স্থলে দিব্যই প্রমাণ হইবে গুণবান্ সাক্ষীও প্রমাণ হইবে না।

এই দিব্যকে পরীক্ষাও বলে যেমন তুলাপরীক্ষা অগ্নিপরীক্ষা ইত্যাদি, দিব্য ব্যতীত স্বল্পাভিযোগে শপথও ছিল, দেবতা স্পর্শ, মাতাপিতার চরণ স্পর্শ, সঞ্চিতপুণ্যদান, পুত্র জ্ঞী বন্ধুর শিরঃস্পর্শ, বাহন, শস্ত্র, গো, বীজ ও স্বর্ণস্পর্শ, কোষপান অর্থাৎ পূজাদি পূর্বক দেবতা বিশেষের স্নান জলপান, এই সকল শপথ স্বল্প কারণে ব্যবহৃত ছিল। পূর্বোক্ত দিব্য

(১) রূচ্যাবান্যন্তরঃ কুর্ধ্যাৎইতরোবর্ভয়োচ্ছিন্নঃ।

বিনাপি শীর্ষকাৎ কুর্ধ্যাৎ নৃপদ্রোহেহেতু পাতকে ॥ বাজবল্য

মিতাক্ষরা দিব্য প্রঃ ৯৬ শ্লোক

ব্যবহারের দেশ, কাল, প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় ; যাহারা মহাপাতকাদি গুরুতর অপরাধী তাহাদের পক্ষে দিব্য অর্থাৎ পরীক্ষা করিবার নিয়ম ছিল ইন্দ্রধ্বজদেশে অর্থাৎ যে স্থানে ইন্দ্রধ্বজের পূজা হইত। ইন্দ্রধ্বজ কাহাকে বলে উহা এক্ষণে বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন এক্ষণে সংক্ষেপে একটু বলিয়া রাখি। প্রাচীন কালে হিন্দুরাজাগণ সর্বত্র জয় আকাজক্ষা করিয়া এবং প্রজাবর্গের নম্রল কামনা করিয়া ভাদ্রমাসের শুক্লাষাঢ়নীতে ইন্দ্রধ্বজ পূজা করিতেন, দেবদারু, শাল, উড়ুঘর প্রভৃতি শাস্ত্র নির্দিষ্ট বৃক্ষ, শুভাদনে ছেদন করিয়া তাহা দ্বারা বধাবিধি ধ্বজ প্রস্তুত করিয়া ভাদ্র শুক্ল ষাঢ়াশীর পূর্বদিনে ঐ সকল বৃক্ষনির্মিত ধ্বজের অধিবাস করতঃ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তাহার নিম্নে ইন্দ্রের মূর্তি স্থাপনা পূর্বক পূজাদি করিয়া অপরাহ্নে ঐ ইন্দ্রধ্বজের বিসর্জন করা হইত। ঐ স্থানকে ইন্দ্রধ্বজ দেশ বলে।

রাজদ্রোহকারী ব্যক্তির পক্ষে রাজদ্বারই পরীক্ষার স্থান ছিল, নীচ জাতির পক্ষে চতুপথে পরীক্ষা করিবার বিধি ছিল, এতদ্ভিন্ন অশ্লিষ্ট অপরাধে সভামধ্যেই দিব্য গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইত। (১) দিব্য দিবার বিশেষ বিশেষ কালও নিরূপিত ছিল, চৈত্র বৈশাখ ও অগ্রহায়ণ, সাধারণ দিব্যের কাল, তুলাপরীক্ষা সমস্ত ঋতুতেই চলিতে পারিত, তবে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইলে তুলা পরীক্ষা সে সময়ে দেওয়া হইত না। শীত, হেমন্ত, ও বর্ষাকালে অগ্নি পরীক্ষার বিধি ছিল, শরৎ ও গ্রীষ্মে জলপরীক্ষা, শীত ও হেমন্তে বিষ পরীক্ষা দেওয়া হইত। তণ্ডুলাদি অশ্লিষ্ট দিব্যের

(১) ইন্দ্রস্থানে২ভিশপ্তানং মহাপাতকিনাং নৃণাং।

নৃপ দ্রোহে প্রবৃত্তানাং রাজদ্বারে প্রযোজ্যেৎ ॥

প্রতিলোম প্রবৃত্তানাং দিব্যং দেয়ং চতুপথে।

অতোহন্মেষু কার্যেণ সভামধ্যে বিদ্যবৃথাঃ ॥ কাত্যায়ন স্মৃতি

পক্ষে সমস্ত ঋতুই বিহিত। এতদ্বিধি গুরু শুক্রে অস্ত্র বাণ্য বান্ধিকাদি জন্য অকালে, মলমাসে, অষ্টমাতিথিতে শনিমঙ্গলবারে যে কোন পরীক্ষা নিষিদ্ধ, পরীক্ষার বিধান পূর্বাংহেই কর্তব্য ছিল, পরীক্ষা বিধানে কাল নিয়মের অন্ত্য যে সকল বৈশিষ্ট্য আছে অর্থাৎ নিষেধ বিষয়ে জন্মমাস, দিব্যকর্তার অষ্টমচন্দ্র, বিষ্টিভঙ্গা ও জন্মতারা প্রভৃতি, এবং কর্তব্য বিষয়ে গুরু চন্দ্র ও তারাগুণ্য দ্ব্যত্মক ও চরলগ্ন ও কৃতীর প্রশস্ত লগ্ন প্রভৃতি, তাহা দেখাইবার জন্ত নিম্নে দীপিকার প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। (১) পণ্ডিত ও সচরিত্র ব্রাহ্মণবর্গ ও প্রকৃতি বর্ণের সম্মুখে স্বয়ং রাজা বা রাজনিযুক্ত সভাসদবর্গ পরীক্ষা অর্থাৎ দিব্যপ্রমাণ দিবার জন্ত আদেশ করিতেন, বড় বড় পাগে ব্রাহ্মণের পক্ষে তুলাপরীক্ষা, ক্ষত্রিয়ের অগ্নি, বৈশ্যের জল ও শূদ্রের পক্ষে বিধি পরীক্ষাই বিহিত হইত, তবে কোষ পরীক্ষা সর্ব সাধারণেরই ছিল, অথবা ব্রাহ্মণের পক্ষে বিধি পরীক্ষা ব্যতীত, অন্ত্য জাতির পক্ষে সর্ববিধ পরীক্ষাই অবস্থা বিশেষে চলিতে পারিত, তবে দিব্যকারী যদি কোনরূপ সংকল্পাদি পূর্বক ব্রতারণ্য করিয়া থাকেন, বা পীড়িত তপস্বী বা জীজাতি হন, তবে তাহার প্রতি উক্তরূপ তুলাদি পরীক্ষা দিবে না, বিশেষতঃ জীলোকের পক্ষে উক্ত বৃহৎ পরীক্ষা একেবারেই নিষিদ্ধ, তাহাদের তুলাদি পরীক্ষাই বিধেয় ছিল। কেহ কেহ বলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ব্যবহার ক্ষেত্রে, অভিযোক্তা ও অভিযুক্তের ভিতরে শাস্ত্রানুসারে অভিযুক্তের দিব্যকর্তৃত্ব বিহিত থাকিলেও জীজাতি অভিযুক্ত হইলে তাহার প্রতি দিবাদান হইবে না

(১) নো শুক্রান্তেহষ্টমৈর্কে গুরু সহিত রবৌ জন্মমাসেহষ্টমেন্দৌ

বিষ্টৌ মাসে মল্যাখ্যে কৃষ্ণনিদিবসে জন্মতারাহ চাখ।

নাড়ীনক্ষত্রহীনে গুরুবিজয়নানাং তারা বিগুণ্ডৌ

প্রাতঃকাথ্য পরীক্ষা দ্বিতমুচর গৃহাংশোদয়ে শতলগ্নে ॥ দীপিকা

সে ক্ষেত্রে অভিযোক্তাই দিব্য করিবেন। তবে পরস্পর জ্ঞী ও পুরুষ যদি দিব্য করিতে স্বীকার করেন তবে জ্ঞীজ্ঞাতিও তুলা পরীক্ষা দিতে পারিতেন। এবং এই তুলা পরীক্ষা নাবালক, বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গু, ও রোগীর পক্ষেও আবশ্যক হইলে দিবার বিধি ছিল। অবস্থা বিশেষে জ্ঞীলোক ও বালকাদির পক্ষে কোষ পরীক্ষাও চলিত। দিব্য প্রমাণে আরও বৈশিষ্ট্য ছিল যে, দিব্য কর্ত্তা যদি অসচ্চরিত্র, বা নাস্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হন, বিবাদ ক্ষেত্রে তাহার প্রতি দিব্য করিবার আদেশ দেওয়া হইত না, কিন্তু তাহার। যে কোন সাধু চরিত্র ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করিয়া দিলে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তিই তাহার হইয়া দিব্য করিতে পারিতেন, তবেই দিব্য প্রমাণ ধর্মবিশ্বাস ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ সাধারণ জলজীবী অর্থাৎ সর্বদা জলের উপরেই বাস করে, “নৌকার মাঝি প্রভৃতি” তাহাদের প্রতি জলপরীক্ষা বিধেয় ছিল না, এবং সাধারণ অগ্নিজীবী কর্ম্মকারাদি তাহাদের প্রতি অগ্নিপরীক্ষা বিধেয় হইত না, এইপ্রকার মুখ রোগীর তথুল পরীক্ষা, শ্বেতকুষ্ঠী বা কুনখীর অগ্নিপরীক্ষা, জ্ঞীলোক ও বালকের জলপরীক্ষা নিষিদ্ধ ছিল, এবং দিব্য গ্রহণ সম্বন্ধে অনেক প্রকার বিধি নিষেধ অবস্থা বিশেষে বিহিত হইত তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নয়োজন।

অভিযুক্ত ও অভিযোক্তার আত্মশুদ্ধির নিদর্শন এই দিব্য প্রমাণ, নানাদেবতার পূজা স্তোত্র পাঠ ও হোমাদি ইতি কর্তব্যতাযোগে বিহিত থাকায় সম্পূর্ণ ধর্মবিশ্বাসী হইলেই তিনি দিব্য প্রমাণ দিতে অগ্রসর হইতে পারিতেন। এবং দিব্য প্রমাণের পদ্ধতিও অতিবিস্তীর্ণ হওয়ায় এবং বিচার পদ্ধতিতে তাহা উল্লেখ যোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় এস্থলে উল্লিখিত হইল না। বর্তমান সময়ে স্থলবিশেষে বিচারক শপথ দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত দিব্য প্রমাণ এক্ষণে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না।

তবে স্মৃতি বলিয়া পরিচিত সমাজের ভিতরেও কিছুদিন পূর্বে দিব্য প্রমাণ পরিগৃহীত হইত ইহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। দিব্য ও শপথ ভিন্নরূপে নির্দেশ দাওয়া বাইতেছে দিব্য ও শপথ একই স্বরূপ নয়, শপথে নির্দিষ্টসময়ের মধ্যে শপথ কর্তার অনিষ্ট হইত, এবং দিব্য নিয়মে যে সকল পূজাদি পদ্ধতি বিস্তীর্ণ আছে শপথে তাহা করিতে হয় না, কেবল জ্ঞান ও আচমন পূর্বক শপথ করিবে। শপথ কাহাকে বলে তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, শপথ সাধারণতঃ অভিযুক্ত ব্যক্তিই করিবে। কদাচিত্ পরস্পরের অভিপ্রায় থাকিলে অভিযুক্তাও করিতে পারেন, শপথ করিবার পরে যদি পঞ্চদশদিনের মধ্যে শপথকারীর কোন রাজকীয় বা দৈব বিপদ উপস্থিত না হইত তবে বুঝিতে হইবে শপথকারী বিগত অর্থাৎ নিরপরাধ, পক্ষান্তরে পক্ষমধ্যে যদি শপথকারী ব্যক্তির রোগ, গৃহদাহাদি, আত্মীয়মৃত্যু বা রাজাতক উপস্থিত হইত, তবে তিনি অশুদ্ধ অর্থাৎ অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। (১) শপথ বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, যে ব্যবহারে পরাজয়ানন্তর জিতব্যক্তির সহস্র পণ দত্ত হইতে পারে না একরূপ স্বল্প বিষয়ে শপথ করিবে না, কারণ স্বল্প বিষয়ে বৃথা শপথকারীর ইহলোকে অকীর্তি ও পরলোকে নরক প্রাপ্তি হয়, তবে জীবন-সন্তোষের জন্ত, (২) বিবাহবিষয়ে, গরুর বাসাদি আহরণ বিষয়ে হোমীয়

(১) আচতুর্দশকাদিহো যন্ত নো রাজদৈবিকং।

বাসনং জায়তে যোরং স জেয়ঃ শপথেণ্ডাচঃ। কাত্যায়নস্মৃতি

রোগোহগ্নি জ্ঞাতিমরণং রাজাতকমথাপিবা।

তমশুদ্ধং বিজানীয়াৎ তথা শুদ্ধং বিপদ্যয়ে। বিষ্ণুসংহিতা।

(২) ন বৃথা শপথং কুর্ধ্যাৎ স্বল্পেহপ্যর্থো নরোবুধঃ।

বৃথা হি শপথং কুর্ব্বন্ প্রেত্য চে হ চ নশ্চাতি ॥ মনু ৮ ম, ১১১।

কামিনীষু বিবাহেষু গবাস্তক্যে তথৈব।

ব্রাহ্মণভূপপত্তৌচ শপথে নাস্তি পাতকং ॥ মনু ৮ ম, ১১২।

কাষ্ঠাদি আহরণ বিষয়ে এবং ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ গন্ধাকৃত ধনাদিবিষয়ে মিথ্যা-
শপথে কোন পাতক হয় না।

তুলাপরীক্ষার পুরোহিত দ্বারা যথাবিধি পূজা হোমাদির পর বিচারক
পরীক্ষার্থীকে তুলার-আরোপন করিবেন এবং অপরাধকে ততুল্য দ্রব্যাদি
দান করিবেন পরীক্ষার্থী যদি উর্দ্ধে উঠে তবে সে শুদ্ধ, অধঃস্থ হইলে
অশুদ্ধ, সমান ভাবে স্থিত হইলে অল্পদোষী স্থিরীকৃত হইবে। বিনা
কারণে তুলা ছিঁড়িয়া গেলে, বা তুলাস্থাপনের কাষ্ঠ ভগ্ন হইলেও
পরীক্ষার্থী অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবেন। তুলার আরোহণ করিবার
পূর্বে পরীক্ষার্থী নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

ঐ তুলে সত্যধামাসি পুরাদেবৈ বিনিম্বিতা।

তৎ সত্যং বদ কল্যাণি। সংশয়ান্ মাং সমুদয় ॥

যজ্ঞস্বিনু পাপকৃত্যাত স্ততোমাংস্বমধোনয়।

শুদ্ধশ্চেৎ গময়োর্দ্ধং মাং তুলামিত্যভিমন্ত্রয়ে ॥

যাজ্ঞবাল্ক্য দিব্য প্রঃ ১০।১।১২ শ্লোক :

অগ্নিপরীক্ষার পরীক্ষার্থীর অঞ্জলির মধ্যে তুল ও সাতটি অশ্বথ পত্র
রক্ষা করতঃ তাহা ষ্ঠেতস্তুজে দেখীন করবে এবং তথলৌহপিণ্ড সেই
অঞ্জলির উপরিভাগে প্রাড়্‌বিবাক অর্পণ করিবে, পরীক্ষার্থী ভূমিতে
লিখিত অষ্ট সংখ্যক গোলাকৃতি মণ্ডলের পত্যেকটিতে পদ বিজ্ঞাস পূর্বক
অতিক্রম করিয়া যাইবেন, এবং সেই সময়ে প্রাড়্‌বিবাক অগ্নিস্থাপন
পূর্বক হোম করিবেন, পরীক্ষার্থী অদগ্ধঃস্তে মণ্ডল অতিক্রম পূর্বক
হোমীয় অগ্নিতে লৌহপিণ্ড নিক্ষেপ করিলে শুদ্ধ, ও হস্ত দগ্ধ হইলে
অশুদ্ধ বিবেচিত হইবেন, কোনরূপ সংশয় হইলে বা মণ্ডল অতিক্রমের
পূর্বে লৌহপিণ্ড পতিত হইলে পুনঃ পরীক্ষা দিতে হইত। মণ্ডল সকল

প্রস্তুত করিবার বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। এবং প্রত্যেক পরীক্ষাতেই পূজা প্রভৃতি ইতি কৰ্তব্যতা আছে। (১)

অগ্নিপরীক্ষায় পরীক্ষার্থী নিম্নলিখিত মন্ত্রে অগ্নির অভিমন্ত্রণ করিবেন।

ত্বমগ্নে! সৰ্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক!

সাক্ষিবৎ পুণ্যপাপেভ্যো ক্রহি সতং কবে মম ॥

যাজ্ঞবল্ক্য দিব্য প্রঃ ১০৪।

উদক পরীক্ষার নিয়ম ছিল যে, স্বল্পবেগে স্রোতস্বতী, সাগর, হ্রদ, দেবধাত, তড়াগ, বা সরোবরে নাভিপ্রমাণ জলে অবস্থিত কোন পুরুষের উরুদেশ ধরিয়া পরীক্ষার্থী জলে নিমগ্ন হইবেন, নিমগ্ন হইবার পূর্বে কোন পুরুষ ধনুতে শরসংযোগ করিয়া তিনটি শর নিক্ষেপ করিবেন, মধ্যমশর যে স্থানে পতিত হইবে সেই স্থানে মন্ত্র একজন পুরুষ দণ্ডায়মান হইয়া সেই নিক্ষিপ্ত শর হস্তে করিয়া থাকিবেন, সেইসময়ে তিনটি করতালি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার্থী ডুব দিবেন ও মূলস্থ পুরুষ দৌড়িয়া বাণ পতন স্থানে ঘাইবেন, এ গৃহীতবাণ অপর পুরুষ দৌড়িয়া নিমজ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া যদি নিমগ্নপরীক্ষার্থীকে দেহ জলমধ্যে দেখিতে না পান তবে পরীক্ষার্থী শুদ্ধ অন্ত্রা অশুদ্ধ, এ পরীক্ষাতেও বরুণাদির পূজাদি আছে। নিমজ্জনের পূর্বে শোধ্যব্যক্তি নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন।

“সত্যেন মাভিরক্ষ ত্বং বরুণেত্য্যভিশাপ্যক।”

যাজ্ঞবল্ক্য, দিব্য প্রঃ ১০৮।

বিষপরীক্ষায় মন্ত্র ছিল এইরূপ।

ত্বং বিষ! ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ সত্য ধর্ম্মে ব্যবস্থিতঃ।

ত্রায়স্বাস্বাদভীশাপাং সত্যেন ভবমেহমৃতং ॥

যাজ্ঞবল্ক্য দিব্য প্রঃ ১১০।

কোষ পরীক্ষার বিষয় পূর্বেই সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, দুর্গাদিদেবতা অথবা যিনি যে দেবতার ভক্ত, বা সূর্যাদেবের পূজাদি করিয়া সেই স্নানজল দিব্যকারীকে পান করাইবে, তবে সূর্যের স্নানজল ব্রাহ্মণকে দেওয়া নিষিদ্ধ, সেই সেই দেবতার অস্ত্রাদি স্নান করাইয়াও তাহার জলপান করিবার বিধি ছিল। আন্তিক ব্যক্তি ভিন্ন কোষপরীক্ষা নিষিদ্ধ, এবং গুরুতর অপরাধেও এ পরীক্ষা নিষিদ্ধ। গোময় মণ্ডলের উপরে স্থিত হইয়া সূর্য্যভিমুখে কোষপান বিধি ছিল।

কোষ পরীক্ষাতেও পরীক্ষার পর চতুর্দশ দিবসের মধ্যে পরীক্ষাদাতার কোনরূপ দৈব বা রাজানুমিত ব্যসন ঘটিলে তিনি অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইতেন, বলিষে উক্তরূপ ব্যসন ঘটিলে দোষী বলিয়া স্থির হইতেন না। (১) দ্বাদশাহমধ্যে যাহার ব্যসন পরিলক্ষিত হইত তাহাকেও অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা হইত।

পূর্বোক্তরূপ তুলা, অগ্নি, জল, বিষ ও কোষ ব্যতীত ক্ষুদ্র অভিযোগে সাধারণ দিব্য অর্থাৎ চৌরাদির প্রতি তণ্ডুলাদি পরীক্ষাও ছিল। তণ্ডুল পরীক্ষার নিয়ম ছিল এইরূপ, কতিপয় হৈমন্তিক ধাত্বের খেত তণ্ডুল দেবতার স্নানজলে মিশ্রিত করিয়া মৃন্ময় পাত্রে রোড়ে রাখিয়া একদিন ও রাত্রি আতবাহিত করিবে, পরদিন কৃতস্নান অপরাধীকে পূর্বাভিমুখ উপবেশন করাইয়া তাহার মস্তকে অশ্বখ বা ভূজপত্র রাখিয়া বিচারক স্বয়ং তাহাকে ঐ তণ্ডুল ভক্ষণ করাইয়া পরে ঐ পত্রের উপরে অপরাধীকে নিষ্টিবন (খুঁত) ফেলিতে বলিবেন তাহাতে যদি রক্ত দেখা দেয় ও হুতু ও তালুদেশ শীর্ণ

(১) অর্থাৎ চতুর্দশদিবসে যত্ন নো রাজদৈবিকং।

ব্যসনং ভায়তে ঘোরং স শুদ্ধঃ স্নানসংশয়ঃ। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা

দিব্য প্রকরণ, ১১৩।

ও গাত্র কম্পিত হয় তবে পরীক্ষার্থী অন্তর্দ্ব ইহা স্থির হইত। পূর্বোক্ত পরীক্ষার জায় ধর্মের আবাহন পূজাদি তত্ত্বাদি বিধিতেও ছিল।

তপ্তমাষ পরীক্ষার নিয়ম ছিল যে, ষোড়শাঙ্গুল বিস্তীর্ণ ও চতুরঙ্গুল-খাত এমন সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র, বা মৃৎপাত্র উত্তপ্ত ঘৃত বা তৈলে পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে একটি সৌবর্ণ মাষক নিক্ষেপ করিবে, পরে পরীক্ষার্থী যথাবিধি স্নানাদি করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই উত্তপ্তপাত্র মধ্য হইতে সৌবর্ণ মাষকটি উদ্ধার করিবেন তাহাতে যদি পরীক্ষার্থীর হস্তাগ্র কম্পিত না হয় বা হস্তে বিস্ফোট (ফোস্কা) না হয় তবে তিনি শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। অথবা সৌবর্ণ রাজত তাম্র আয়স বা মৃৎপাত্র গব্যস্থিতে পূর্ণ করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে একটি সৌবর্ণী রাজত তাম্রা বা লৌহী মুদ্রা জলধোত করিয়া সেই উত্তপ্ত ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর, একটি আর্দ্রপর্ণ ঘৃতে নিক্ষেপ করিয়া ক্লিকরূপ তর্জন শব্দ হয় দেখিয়া ঘৃতের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঘৃত অভিমন্ত্রিত করিবে, যথা।

পরং পবিত্র মমৃতং ঘৃতং ত্বং যজ্ঞকর্মসু ।

দহ পাবক ! পাপং ত্বং হিমশীতং শুচৌ ভব ॥ (১)

এইরূপ অভিমন্ত্রণের পর, কৃতোপবাস, কৃতস্নান ও আর্দ্রবস্ত্র পরিধায়ী পরীক্ষার্থীকে সেই ঘৃতমধ্যস্থ মুদ্রা উত্তোলন করিতে বলিবে, তাহাতে যদি তাহার অঙ্গুলিতে বিস্ফোট না হয় তবে সে শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত। মুদ্রা উত্তোলন তর্জনী অঙ্গুলি দ্বারাই কর্তব্য ছিল, এবং ধর্ম আবাহনাদি ক্রিয়া যাহা সর্বদিব্য সাধারণ তাহা এস্থলেও ছিল। এইরূপ আরও ধর্মাদর্শাদি দিব্যবিধি ও দ্রব্যাদির অন্নত্ব ও বহুত্ব সাপেক্ষ এবং জাতি

(১) যাজ্ঞবল্ক্য সাহিত্যের মিতাক্ষরা দিব্য একরূপ তপ্তমাষ বিধি দ্রষ্টব্য।

রিশেষ সাপেক্ষ নানাক্রম শপথের বিষয় উক্ত আছে গ্রহ কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে তাহা উদাহৃত হইল না।

আপিল (Appeal)

অভিযোগে জবপরাজ্য লক্ষণ নির্ণয় অর্থাৎ (রায়) প্রকাশিত হইলে তাহাতে পক্ষপাতাদিশঙ্কাপূর্বক অসন্তুষ্ট পরাক্রান্ত ব্যক্তির উত্তরোত্তর উচ্চাধিকরণে বিচার প্রার্থনা করাকে আপিল করা বলে। এক্ষণে আপিল করা প্রাচীন ভারতেও ছিল। বর্তমান সময়ে যেমন সালিশী মাত্র করিয়া অনেক ক্ষেত্রে বিবাদ বিচারিত হইয়া থাকে প্রাচীন ভারতেও তৎসদৃশ রীতি পরিলক্ষিত হয়। তবে তাহাকে ঠিক সালিশী বিচার বলা যায় না। কুল শ্রেণী পূর্ণ রাজনিবৃত্ত অর্থাৎ প্রাড়্‌বিবাক ও স্বয়ং রাজা উত্তরোত্তর ইহারাই বিচার করিবার অধিকার লইতেন (১) এই কুল শ্রেণী ও পূর্ণের উপর বিচার ভার প্রাচীন ভারতের প্রচলিত চিরন্তন প্রথা বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে, জাতি সম্পর্কীয় বন্ধুগণের নাম কুল, ইহারাই প্রথমে বাদী ও প্রতিবাদীর বিবাদ ভঞ্নের জন্য অভিযোগের বিচার করিতেন, সেই বিচারে কোন পক্ষ অসন্তুষ্ট হইলে তিনি শ্রেণীর নিকট আপিল করিতেন। একজাতীয় কর্মদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে অথচ পরস্পর অভিন্ন জাতি এক্ষণে জন সমূহ শ্রেণী নামে অভিহিত ছিল, যেমন তন্তবায় বা তাষ্মলিক বা চর্মকার প্রভৃতি বা ব্রাহ্মণ সমূহ, তবেই জানা গেল তুল্যকর্মোপজীবী সমানজাতি

(১) নৃপেনাধিকৃতঃ পূগাঃ শ্রেণয়োহিধ কুলানিচ।

পূর্বঃ পূর্বঃ গুরুজ্ঞেয়ঃ ব্যবহার বিধৌ নৃগাঃ। রাজব্যক্ত্য, সাধারণ ব্যবহার

মাতৃকা ৩০ শ্লোক।

ব্যক্তিসমূহকে শ্রেণী বলে অথচ তাঁহারা বাদী প্রতিবাদীর জ্ঞাতি নয়। একস্থাননিবাসী, বিভিন্নজাতি, ও বিভিন্নকর্ণোপজীবী জনসমূহকে পূগ বলে, শ্রেণীর বিচারে অসন্তুষ্ট হইলে পুগেরনিকট পুনবিচারের আবেদন হইতে পারিত, পরন্তু কুল, শ্রেণী ও পূগ এই ত্রিবিধ বিচার কর্ত্তা রাজ নিযুক্ত বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ইহা সালিশি বিচারের ভ্রায় বাদী প্রতিবাদীর মানিত ইহা স্বীকার্য্য, এ সকল বিচারে অসন্তুষ্ট হইলে ধর্ম্মাধিকরণে প্রাড়্‌বিবাকের নিকট বিচার প্রার্থনা হইত, প্রাড়্‌বিবাকের নিকটেও যদি কোন পক্ষ অভিযোগ বা অভিযোগের কোন অংশ কুদৃষ্টি বিচারিত বলিয়া বিবেচনা করিতেন তবে তিনি রাজার নিকট বিচার প্রার্থনা করিতেন। (১) যদিচ ত্রিবিধ প্রথমোক্ত বিচারক রাজনিযুক্ত হইতেন না তথাপি বাদী ও প্রতিবাদী ঐরূপ শাস্ত্রোক্ত বিচার পদ্ধতি অল্পসারেই বিচারক স্থির করিতে বাধ্য হইতেন, কারণ ঐ রীতি চিরন্তন সামাজিক নিয়ম ছিল। এবং ইহাও বাস্তব ছিল যে, পুগের নিকট বিচারে অসন্তুষ্ট হইলে শ্রেণী বা কুলের নিকট অর্থাৎ নিম্নস্তরে বিচার প্রার্থনা হইত না, কারণ, নির্দিষ্ট ব্যবহারদশীগণের মধ্যে উর্দ্ধতন ব্যবহারদশ! উত্তরোত্তর প্রবল, ও অধস্তন ব্যবহারদশী পরপর দুর্বল। এইরীতি বর্ত্তমান বিচার পদ্ধতিতেও পরিলক্ষিত হয়। তবে বর্ত্তমান আইনে সালিশি বিচারে এরূপ বিধান আছে যে, মোকদ্দমা বাদী ও প্রতিবাদী উভয় দ্বারা মনোনীত সালিশ দ্বারা ভ্রায়াল্লসারে বিচারিত হইলে তাহার আপিল হয় না। পূর্ব্বোক্ত কুল শ্রেণী গণাদি কর্ত্তক বিচার, শুক্রন্যায়মতে দেখা যায়, দেওয়ানি

(১) কুলানি শ্রেণয়শ্চৈব গণাশ্চাধিকৃত্য নৃপঃ।

প্রতিষ্ঠা ব্যবহারগণাং শুর্বেষামুত্তরোত্তরং ॥ নারদস্মৃতি।

মোকদ্দমার বিচারস্থলেই প্রবর্তিত ছিল, সাহস স্তেরাদি ফৌজদারী মোকদ্দমাস্থলে তাঁহাদের বিচারাধিকার ছিল না। (১)

যতপি উর্দ্ধতন বিচারালয়ে নিম্নীত বিচারের পুনর্বিচার ছিলনা তথাপি অভিযোগ যদি বলপূর্বক বিচারিত হওয়া স্থির হইত অথবা বিচারক ভয় প্রযুক্ত বিচার সিদ্ধান্ত করিতেন, বা বিচারে কোন ছিল থাকিত, বা গৃহাভ্যন্তরে অথবা গ্রামের বাহ্যভাগে বিচারিত হইত, অথবা বিচারক বাদী বা প্রতিবাদীর শত্রু ইহা প্রমাণ পাইত, সেহলে উচ্চাধিকরণে বিচারিত বিষয়ও পুনর্বিচারিত হওয়ার ব্যবস্থা প্রাচীনকালে দেখিতে পাওয়া যায়। (২)

মোকদ্দমার আপিল এইরূপই ছিল। এতদ্ভিন্ন চৌর্যাদিহইতে গ্রাম বা নগরাদি রক্ষা করিবার জন্ত রাজার ব্যবস্থা ছিল যে, রাজা ছোট বড় গ্রামের অনুসারে দুই তিন পাঁচ অথবা সাত গ্রামের মধ্যে অনেক সেনা সমভিব্যাহারে একজন প্রধান পুরুষ অধিষ্ঠিত একটি স্থান করিবেন উহার নাম ছিল গুল্ম। আর প্রত্যেক গ্রামের একজন অধিপতি করিবেন, তাহা হইতে প্রথম দশগ্রামের অধিপতি একজন করিবেন, এইরূপ বিংশতি গ্রামের অধিপতি, শত গ্রামের অধিপতি ও সহস্র গ্রামের অধিপতি করিবেন। গ্রামে কোন চৌর্যাদি দোষ ঘটিলে গ্রামপতি তাহার প্রতীকারে অক্ষম হইলে দশগ্রামের অধিপতিকে উক্ত ব্যাপার অবগত করাইবেন, দশগ্রামাধিপতি হইতে

(১) রাজা যে বিদতাঃ সম্যক্ কুলশ্রেণী গণাদয়ঃ ।

সাহসস্তের ধর্জানি কুবুঃ কাযাণ ৭ ০ নৃ ২ ॥ শুক্রনীতি, ৪৫/৩০

(২) বলোপধিবিনবৃদ্ধান ব্যাহাবান নিবর্তয়েৎ ।

জীনকমন্তঃগামবহিঃ শত্রু কুপংস্তথা ॥ বাজবল্য, অসাধারণ ব্যবহার

মাতৃকা। ৩১ শ্লোক ।

সমাধা না হইলে বিংশতিগ্রামাধিপতিকে জানাইবেন, এইরূপে উপর উপর জানাইবার ব্যবস্থা ছিল, (১) ঐ সকল গ্রামাধিপতির শ্রেণীভাগ বর্তমানে প্রচলিত পুলিশসব্‌ইন্স্পেক্টর, পুলিশ্‌টেন্স্পেক্টর, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, পুলিশ কমিশনার প্রভৃতির দ্বারা ছিল ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

শাস্ত্রানুসারে নির্ণীত বিচারের পুনরুত্থাপন ছিল না।

(Principle of *Res Judicata*)

শাস্ত্রানুসারে মোকদ্দমা বিচারপূর্বক দণ্ড পর্য্যন্ত একবার নির্ণীত হইলে পুনরায় ঐ মোকদ্দমার অকারণে উত্থাপন হইত না। (২) কিন্তু যদি বিচারান্তে প্রকাশ পায় যে মিথ্যা সাক্ষ্যদ্বারা বিবাদপদ নির্ণীত হইয়া কোন ব্যক্তি অত্যাচার ভাবে দণ্ডাই বিবেচিত হইয়াছে বা দণ্ডিত হইয়াছে তাহা হইলে ঐ বিবাদপদের পুনবিচার হইবে, এবং ঐরূপে অন্ত্যায়ভাবে

(১) দ্বয়োস্ত্রাণাং পক্ষানাং মধ্যে গুল্ল মঃধতিতং।

তথা গ্রাম শতানাক কুর্ঘ্যাং রাষ্ট্রস্ত সংগ্রহং। ১১৪

গ্রামস্তাধিপতিং কুর্ঘ্যাং দশগ্রামপতিং তথা।

বিংশতীশং শতেশকং সহস্রপতি মেবচ। ১১৫

গ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ং।

শংসেদ্ গ্রামদশেশায় দশেশো বিংশতীশিনং। ১১৬

বিংশতীশস্ত তৎসর্বকং শতেশায় নিবেদয়েৎ।

শংসেদ্ গ্রামশতেশস্ত সহস্রপত্যয়ে স্বয়ং। ১১৭ মনু ৭ম।

(২) তোরিতকানুশিষ্টকং বত্র কচন যদভবেৎ।

কৃতং তদ্ব্যর্থতো বিজ্ঞান তদভূতো নিবর্তয়েৎ। মনু, ৯/২৩৩

দণ্ডিত ব্যক্তি অদণ্ডিত বা নির্দোষ বন্দিয়া গণ্য হইবে। (১) এইরূপে নির্ণীত বিবাদপদের অকারণে পুনরুত্থাপন নিষিদ্ধ হইলেও দেখা যায় যদি কোন অর্থী বা প্রত্যর্থী বিবাদে পরাজিত হইয়াও আমি পরাজিত হই নাই এরূপ আশঙ্কা করে, তাহা হইলে পুনর্বিচারে পরাজিত হইলে দ্বিগুণ দণ্ড দিব ইহা স্বীকার করিয়া ঐ মোকদ্দমার পুনর্বিচার করাইতে পারিত। (২) কিন্তু বাহারা সাক্ষী বা সভ্যগণের দ্বারা পরাজিত হইত তাহারা পুনর্বিচার করাইবার অধিকার পাইত, বাহারা স্বকীয় আচরণে বিবাদে পরাজিত হইত তাহাদের বিচারের পুনরুত্থাপন হইত না। (৩)

নির্ণয়পাদ

ব্যবহারের চতুর্থপাদ নির্ণয়পাদ নামে অভিহিত। সাক্ষীগণ বাহার প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া উক্ত করিবেন তিনি ব্যবহারে জরী, অতথাক্রম উক্ত করিলে পরাজয়ী হইবেন। বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে যে কেহ স্বয়ং পরাজয় স্বীকার করিলে বা নিজের আচরণে পরাজিত হইলে বা

(১) যস্মিন্ যস্মিন্ বিবাদেতু কোটীসাক্ষ্যকৃতং ভবেৎ ।

তত্তৎকার্যং নিবর্ত্তেত কৃতকাঙ্ক্ষকৃতং ভবেৎ ॥ মনু, ৮।১১৭

জ্ঞান্যপেতং যদন্তেন রাজা জ্ঞানকৃতং ভবেৎ ।

তদপ্যন্তায়বিহিতং পুনর্য্যয়ে নিবেশ্যেৎ ৯ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য, ২।৩০৬ শ্লোক

মিতাক্ষরাভূত বচন

(২) যোমন্তেভাজিতোহস্মাতি ন্যানোণি পরাজিতঃ ।

তমায়াস্তং পুনর্জিহ্বা দাগরোদ্ধন্তণং দমং ॥ যাজ্ঞবল্ক্য, ২।৩০৬

(৩) সাক্ষি সভ্যাবসন্নানাং দুষণে দশনং পুনঃ ।

অচ্যাবাসিতানাঞ্চ নান্তি পৌনর্ভবো বিধিঃ ॥ নারদস্মৃতি ২।৪০

সাক্ষী লেখ্য প্রমাণাদি দ্বারা পরাজিত হইলেও যতক্ষণ সভ্যেরা তাহার পরাজয় অবধারণ না করিবেন ততক্ষণ সে পরাজিত বলিয়া স্বীকৃত নহে, সভ্যগণ মিলিত হইয়া অবধারণ করিয়া দিলে পশ্চাৎ পরাজিত ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে রাজার শাস্ত হইতেন, পক্ষান্তরে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে যে কেহ প্রমাণ দ্বারা নিজের প্রতিজ্ঞা সমর্থন করিলে প্রাড়্‌বিবাক ও সভ্যগণের সম্মান লাভ করিলে, ও জয়পত্র প্রাপ্ত হইলে তিনি জয়ী বলিয়া স্বীকৃত হইতেন (১)।

ব্যবহার নিশ্চয় হওয়ার পর যিনি ব্যবহারে জয়ী হইতেন রাজা তাঁহাকে জয়পত্র প্রদান করিতেন, এবং যিনি পরাজিত হইতেন সময়ান্তরে দণ্ড প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে হীনপত্র প্রদান করা হইত, এইরূপ পত্র বর্তমান সময়ে মোকদ্দমার “রায়” নামে প্রচলিত দেখা যায়। জয়পত্র বা হীনপত্র রাজার নাম ও মুদ্রা চিহ্নিত (মোহরাক্ষিত) করিবার নিয়ম যেমন বর্তমানে আছে, প্রাচীন ভারতেও তদ্রূপ ছিল, এতদ্বিধি পূর্বপক্ষ উত্তরাদি নির্ণয়ান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত এমন কি সাক্ষী ও সভ্যগণের নাম পর্যন্ত জয়পত্রে উল্লেখ থাকিত (২)।

(১) প্রতিজ্ঞা ভাবনাচাপি প্রাড়্‌বিবাকাদি পূজনাং ।

জয়পত্রস্ত চাদানাজয়ী লোকে নিগত্বতে ॥

ব্যবহার তৎক্ষণত বৃহস্পতি ।

(২) রাজঃ স্বহস্ত সংযুক্তং স্বমুদ্রাচিহ্নিতং তথা ।

রাজকীয়ং পুত্ৰং লেখ্যং সর্বৈষ্যর্থেষু সাক্ষিমং ॥

যথোপন্যস্ত সাধ্যার্থ সংযুক্তং সৌভরক্রিয়ং ।

সাবধারণকৈব জয়পত্রকমিষ্যতে ॥

প্রাড়্‌বিবকাদি হস্তাক্ষং মুদ্রিতং রাজমুদ্রয়া ।

সিদ্ধেহর্থেবাদিনে দত্তাং জয়িনে জয়পত্রকং ॥

রাজবক্ষ্য লেখ্য প্রঃ, ৯১ শ্লোক, মিতাক্ষরা ।

“সভাসদস্ব বে তত্র ধর্মশাস্ত্রবিদ স্বধা” । কাত্যায়ন, ব্যবহার তষ ।

জয়পত্রে বা হীনপত্রে মোকদমার তাবৎ বিবরণ সংক্ষেপে উক্ত করিয়া বেক্রপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বাইতে পারে সে সমস্ত উল্লেখ থাকিবার নিয়ম অবিকল ইংরাজি আইন সঙ্গত রায়ের তায় প্রাচীন ভাষাতেও পরিলক্ষিত হয়। মোকদমা নিষ্পত্তির পরে বাদী বা প্রতিবাদীর আনীত কোন প্রমাণ পরিগৃহীত হইত না।

ব্যবহারে পরাজিত ব্যক্তি “হীন” নামে কথিত ছিল, পঞ্চবিধ প্রকারে হীন বলিয়া অবধারিত হইত, বাদীর লিখিত ভাষার উত্তরে যিনি অন্তরূপ বলিতেন অথবা যিনি বাদীর উপস্থিত প্রমাণের বিদ্রোহী হইতেন, যিনি মোকদমায় উপস্থিত হইতেন না, যিনি কোন উত্তর দিতেন না, অথবা যিনি আহূত হইয়া পলায়ন করিতেন এইরূপে হীন পঞ্চবিধ (১)।

(১) বাঙ্গলাব্দ্য ২৯১। মিতাকরা।

পারিশিষ্ট

(দণ্ডপরিমাণস্থলে যেখানে যেখানে ক্ষতিপূরণ সম্ভব সেখানে ক্ষতিপূরণ দিতে হইত ।)

মন্তব্য

শাস্তিরদণ্ড

অর্থদণ্ড

অপরাধ

বাক্পারুষ্য

(১) বিজ্ঞাপ্তি মধ্যে সর্বব্যক্তির প্রতি সর্বব্যক্তি কর্তৃক

আক্রোশে বা বাক্পারুষ্যে—

১২ পণ দণ্ড

(যন্ত্র ৮।২৬৯, নারদ ১৮।১৭, বিবাদ রত্নাকর ৪৩)

বিষুবচন, কোটিলীয়ে ৩।১৮)

ঐ স্থলে অবচনীয় বাক্য দ্বারা অপরাধ করিলে—

দ্বিগুণ দণ্ড অর্থ্যৎ

(যন্ত্র ৮।২৬৯, নারদ ১৮।১৭)

২৪ পণ ।

(২) ক্ষত্রিয়ের প্রতি বাক্পারুষ্যে ব্রাহ্মণের—

৫০ পণ

বৈশ্যের—

২৫ পণ

পরিশিষ্ট

মন্তব্য

অর্থকণ্ড শারীরদণ্ড

অপরাধ

(৫) ব্রাহ্মণের প্রতি (মাত্র সাক্ষেপ অর্থাৎ সাধারণ)

বাক্যাক্রম্যে শূত্রের—

কক্সিরের প্রতি ঐরূপ হলে—

বৈশ্বের প্রতি “—

(বিবাদ রত্নাকর ধৃত বৃহস্পতি বচন)

(৬) দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ কক্সির বৈশ্ব) প্রতি

পাতকান্তিযোগী তীত্র বাক্য দ্বারা সাক্ষেপ

করিলে—শূত্রের

(মন্ত ৮:২৭০, গোতমধর্মসূত্র ১২১, নারদ ১৮২২)

(৭) ব্রাহ্মণ ও কক্সির পরস্পর পতনীয় আক্রোশ

করিলে—

ব্রাহ্মণের—

কক্সিরের—

উত্তম সাহস অর্থাৎ

১০০০ পণ

৫০০ পণ (মধ্যম সাহস)

২৫০ পণ (পূর্ব সাহস)

জিহ্বাচ্ছেদ দণ্ড

পূর্বসাহস

মধ্যম সাহস

অপরায়ণ

শারীরগুণ

মস্তক

ঐক্লপ স্থলে বৈজ্ঞ শূদ্র মধ্যে—

বৈজ্ঞের

(বৈজ্ঞ গুণহীন হইলে)

শূদ্রের

(মহু ৮।২৭৬, ২৭৭)

(৮) সমানবর্ণের প্রতি সমান বর্ণ কৃত পাতক, উপপাতক

ও মহাপাতক অভিযোগী আক্রোশে—যথাক্রমে—

পূর্বসাহস

মধ্যম সাহস

(বিবাদ রত্নাকর ধৃত ব্যাসবচন যাজ্ঞবল্ক্য ২।২১০)

(৯) মাতা পিতা জামা ভ্রাতা তনয় ও গুরুর প্রতি

বাক্পাক্ষ্য করিলে

১০০ পণ

(মহু ৮।২৭৫)

(১০) মাতা ভগিনীদি প্রতি অসৌল বা কা বলিলে

১০০ পণ

কজিরের— ২০০ "

(মহু ৮।২৬৯ কুহুকটাকামতে)

বৈজ্ঞের— ৩০০ "

পরিশিষ্ট

অপরোধ	অর্থদণ্ড	শাস্তিরদণ্ড
১) শূত্র দর্প করিয়া দ্বিতীতিকে ধর্মোপদেশ দিলে (মহু ৮।২৭২, নারদ ১৮।২৪)		শূত্রের মূখে ও কর্ণে উত্তর হৈতল নিক্ষেপ।
২) পরভার্যার প্রতি বাক্পাক্ষ্য করিলে (যাজ্ঞবল্ক্য—২।২৭৬ কোটিলীয়ে ৩।১৮)	বিগুণ দণ্ড	
৩) সত্য ও মিথ্যা বাক্পাক্ষ্যে সমান অপরাধ কিন্তু মিথ্যাহলে (নারদ ১৮।২১)— কাণাকে কাণা বা খঞ্জকে খঞ্জ বলিলে— (মহু ৮।২৭৪, নারদ ১৮।১৮) কোটিলীয়মতে ঐ অপরাধে— ঐরূপ মিথ্যাপবাদে— কাণ-খঞ্জাদ্যকে শোভনাক্রিয়ন্ত বলিয়া বিক্রপ করিলে— (কোটিলীয়ে বাক্ পাক্ষ্য প্রকরণ)	বিগুণ দণ্ড ২ কার্ধ্যাণ দণ্ড ৩ পণ দণ্ড ৬ পণ দণ্ড ১২ পণ দণ্ড	

অপরাধ

অর্থদণ্ড

মৃত্যু

(১৪) তোমার মাতা বা ভগ্নিতে আমি অভিগন্তা।

এইরূপে বাকপাক্ষ্য করিলে (যাজ্ঞবল্ক্য- ২০৫)---

(১৫) কর্তব্যাপরাধে রাজার প্রতি বাকপাক্ষ্য করিলে

(নারদ ১৮।৩০, যাজ্ঞবল্ক্য ২।৩২২)

(১৬) বাহু গ্রীবা নেত্র সর্বাধি ভাঙ্গিয়া দিব বা বিনাশ করিব

এইরূপ বাকপাক্ষ্য করিলে সমর্থ ব্যক্তিরা--

পা, নাক, কান প্রভৃতি অপ্রধান অঙ্গবিনাশ করিব

এইরূপ বাকপাক্ষ্য করিলে--

এইরূপ সমর্থ ব্যক্তিরা--

(কোটিগাম্যতে এই অপরাধ করিলে যে দণ্ড তাহার

অর্থদণ্ড)

২৫ পণ দণ্ড

সর্কস্বগ্রহণ অথবা শিক্সাচ্ছিন্ন

১০০ পণ দণ্ড এবং

যাহাতে এইরূপ অনিষ্ট

না করে সেজন্ত

জামিন দিবে।

৫০ পণ দণ্ড এবং

জামিন দিবে।

অপরাধ

ঐরূপ বাকপাক্ষ্য হলে অসমর্থ ব্যক্তির—

(বাজবজ্য ২২০৮, ২০৯ কোটিলীয়ে ৩১৮)

(১৭) মোত মদ প্রমাদাদি হেতু বাকপাক্ষ্য করিলে—

(বিবাদরত্নাকর মৃত কাত্যায়ন ও উশনায় বচন ।

কোটিলীয়ে ৩১৮)

(১৮) পতিতাদি সংসর্গ পরিহার জন্ত পতিতকে

পতিত বলিলে—

(বিবাদ রত্নাকর মৃত কাত্যায়ন বচন)

ম্পাক চণ্ডালাদি প্রতিলোমজাত অস্ত্যবর্ণ বিজাতির

প্রতি অপরাধ করিলে—

(নারদ ১৮।১১-১৪ । মণ্ড পাক্ষ্য তরঙ্গে বিবাদ রত্নাকর

মৃত বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন বচন)

শরীরদণ্ড

অর্থদণ্ড

১০ গণ দণ্ড ।

অর্থদণ্ড

দণ্ডাতাব

ধর্মশাস্ত্রমতে ইহা

justification বা

exception হইল

বলা বাইতে পারে ।

অর্থদণ্ড ছিল না তাড়নাদিবধদণ্ড

অপরোধ

অৰ্ঘদণ্ড

শাহীরদণ্ড

মস্তব

মোহ প্রমাদাদি হেতু বাক্পাক্ষ্য করিয়া যদি অপরাধী

“আমি একপ আদ্র বলিবনা” এইরূপ স্বীকার করে তাহা

হইলে তাহার প্রতি—

অর্ধদণ্ড

(বিবাদ রত্নাকরধৃত কাত্যায়ন ও উশনার বচন)

দণ্ডপীড়ন—

(১) অসম্পূর্ণ

সমানজাতি মধ্যে—

হস্ত পঙ্ক ভঙ্গ বা অন্য দ্বারা অস্ত্র ব্যক্তিগত নাতির নীচে কাগ

স্পর্শ করিলে—

৩ পণ দণ্ড

পা বা খুতু দ্বারা ঐরূপ স্পর্শ করিলে—

৬ পণ দণ্ড

ছদ্দি মূত্র পুরীষাদি দ্বারা ঐরূপ স্পর্শ করিলে—

১২ পণ দণ্ড

ঐরূপে নাতিগ উপরিহৃত কাগ স্পর্শ করিলে—

বিভূষণ দণ্ড

পরিশিষ্ট

শারীরদণ্ড

মস্তক

অপরাধ

ঐরূপে মস্তক স্পর্শ করিলে
বিশিষ্ট ব্যক্তির কায় ঐরূপ স্পর্শ করিলে হৌনের
হৌন ব্যক্তির কায় ঐরূপ স্পর্শ করিলে বিশিষ্ট ব্যক্তির
পরদ্বীর প্রতি ঐরূপ অপরাধ করিলে
প্রমাদমদনোহে হেতু ঐরূপ অপরাধ করিলে

(কোটিদ্বীয়ে ৩.১২)

যাজ্ঞবল্ক্য মতে সমবর্ণ মধ্যে (২২.১৩, ২১৪)

ভ্রমপঙ্করজঃ দ্বাবা স্পর্শ করিলে

পা, থুতু দ্বারা

পরদ্বীর বা উত্তম পুরুষ প্রতি অপরাধ করিলে

হৌন ব্যক্তির প্রতি ঐরূপ অপরাধ করিলে

মোহ মদ উন্মাদাদি হেতু ঐ অপরাধ করিলে

অস্ত্র ব্যক্তির পা কেশ বা কাপড় ধরিয়া টানিলে

১৩

অর্ধদণ্ড

চতুর্দশ দণ্ড

দ্বিগুণ দণ্ড

অর্দ্ধদণ্ড

দ্বিগুণ দণ্ড

অর্দ্ধদণ্ড

১০ পণ দণ্ড

২০ পণ দণ্ড

দ্বিগুণ দণ্ড

অর্দ্ধদণ্ড

মণ্ডাভাব

১০ পণ

অপরোধ	অর্থদণ্ড	শাস্তিরদণ্ড	মন্তব্য
বজ্রধারা বন্ধন করতঃ পা ধরিয়া টানিলে (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২১৭ কোটিলোয়ে ৩।১২)	১০০ পণ		
অপর ব্যক্তিকে ফেলিয়া দিয়া পলাইলে (কোটিলোয়ে ৩।১২)	পূর্ব সাহসের অর্ধ		
মন্তসংহিতা মতে—ব্রাহ্মণের গায়ে শ্লেষ্মা দিলে শূদ্রের (মহু ৮।২৮২, ২৮৩)	দণ্ড অর্থ ১২৫পণ।	ওষ্ঠচ্ছেদ।	
(নারদ ১৮।২৭-২৮)		নিঙ্গচ্ছেদ।	
ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিলে শূদ্রের (মহু ৮।২৮, গোতমধর্মসূত্র ২।২।৫, নারদ ১৮।২৬)		হস্তচ্ছেদ।	
		লৌহময় তণ্ড	
		শলাকাধারা	
		কটাদেশ অঙ্কিত	
		করিয়া পাছা	
		কাটিয়া দেশ	
		চুইতে নির্দামন।	

পরিশিষ্ট

দণ্ডপারুষ্য—অপরাধ

মন্তব্য

শাস্তিরদণ্ড

অর্থদণ্ড

(২) উদ্‌গৃহণ বা অবগোহন

(অর্থ্যৎ মারিবার জন্ত হস্তশস্ত্রাদি উত্তোলন)

সমজ্ঞাতি মধ্যে মারিবার জন্ত হাত তুলিলে

পাঁ তুলিলে

১০ পণ দণ্ড

” ”

২০ পণ দণ্ড

” ”

প্রথম সাইস

” ”

মধ্যম সাইস

(বিবাদরত্নাকরমত বৃহল্লস্কৃতি ও বিষ্ণু বচন । বাজ্যবক্ষ্য ২।২১৬)

কৌটিল্য ৩।১৯

শূদ্র বিজ্ঞাতিকে মারিবার জন্ত হাত পা তুলিলে শস্ত্রের

তদনুচ্ছেদ অর্থাৎ

(মন্ ৮।২৮০ বাজ্যবক্ষ্য ২।২১৫)

হাত বা পদেরচ্ছেদ ।

(৩) প্রহার

অবগোহনে বা প্রহারোক্তমে যে দণ্ড, প্রহারে তাহার বিগুণ

দণ্ড (বিবাদরত্নাকরমত কাত্যায়ন ও শঙ্খলিখিতের বচন)

দণ্ডপাক্ষ অণ: অর্থদণ্ড শাস্তিদণ্ড মত্তব:

সমজাতিয়া: স্তম্ভায়া মুহু প্রহার করিলে

২৪ পণ দণ্ড

দরদ্রাকরধৃত ক ত ন ন

শাবি ক কাষ্ঠাদিহারা মুহু প্রহার করিলে

৩২ পণ দণ্ড

ঐরূপ প্রহার স্থলে বক্ত হইলে

৬৪ পণ দণ্ড

জংক্কা চ বিবাদব্রজাকরধৃত বিষ্ণু বচন)

অগ্ভেদক লে ত ২প কর (জরু প্রহার স্থলে)

১০০ পণ দণ্ড

।সন্তেদকের

৬ নিক

স্থিভেদকের

শেষ হইতে

(মহু চ।২৮৪, গারদ ২৮।২৯)

নির্ধাসন।

(৩) প্রহার

সমজাতি মধ্যে—

হাত বা পা বা দাঁত ভাদিয়া দিলে, কর্ণ বা

মধ্যমাঙ্গস অর্থাৎ

নাসিকার ছেদনে বা মুতকল্প করিয়া প্রহার করিলে

৫০০ পণ দণ্ড

দণ্ডপাক্ষ্য—৭ পর

গ্রীবা, বাহু, উরু, নত্র জিহ্বা ভঙ্গে

২১২ ৯, ২২

জিহ্বাদির ছদ

৫০০ পণ দণ্ড

অর্থদণ্ড শাস্তীরদণ্ড

মস্তব্য

উত্তমসাহস অর্থ৭

১০০০ পণ দণ্ড

একাদ্বিগুণ দণ্ডের

উভয় নেত্র করিলে

দরদ্রাকরমৃত ক' ন যু' চন

বাকজীবন বন্ধন, পরিবর্তে বহুপ্রাচীন
বা উভয়নেত্র- কাল হইতেই অর্থ-
ভেদ । দণ্ড প্রাপ্তিত হইয়া-

শূদ্র যে অঙ্গ দ্বারা ব্রাহ্মণকে বা বিজ্ঞাতিকে প্রহার করিলে
শূদ্রের (কোটিল্য ৩।১৯, গোতমধর্মশূত্র ১২।১, মনু ৮।২৭৯,

নারদ ১৮।২৫)

কৃত্তিমা দি যে অঙ্গ দ্বারা বিপ্রকে প্রহার করিলে কৃত্তিমানির

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২১৫)

বহুজন মিলিয়া একজনের অঙ্গভঙ্গাদি করিলে প্রত্যেকের

ছিল এ বিষয়ে
তদঙ্গচ্ছেদদণ্ড । কোটিল্যের অর্থ-

শাস্ত্রে একাদ্বিগুণ-

তদঙ্গচ্ছেদদণ্ড । নিষ্করপ্রকরণ

ঋষ্টব্য ।

দণ্ডপাক্ষ্য—অপরাধ

অর্থদণ্ড শারীরদণ্ড মৃত্যব

ঐ অঙ্গভঙ্গের জন্ত যে দণ্ড বিহিত আছে তাহার বিগুণ দণ্ড

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২২১, কোটিলীয়ে ৩।১৯)

কৃতাপরাধ হইলেও রাজাকে যে ব্যক্তি গ্রহণ করিবে তাহাকে

শূলে আয়ো
করিয়া অগ্নিতে
দহন করি

(নারদ ১৮।৩১)

(৪) পশ্চাহংসা

ক্ষুদ্র পশুর রক্তপাত না করিয়া তাড়না করিলে, রক্তপাত করিলে, শৃঙ্গচ্ছেদ, অঙ্গচ্ছেদ করিলে, যথাক্রমে

২ পণ, ৪ পণ, ৮

পণ ও ১৬ পণ দণ্ড।

মহাপশুর ঐরূপ করিলে

বিগুণ দণ্ড

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২২৬, কোটিলীয়ে ৩।২১)

পশুর পুংজ নষ্ট করিলে

১০০ পণ দণ্ড

(বিবাদরক্ষাকরমৃত বিষ্ণু বচন)

পণ্ডাহসা—অপরোধ

পশুর লিঙ্গ ছেদন করিলে এবং তাহাতে পশুর মৃত্যু ঘটি

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২২৬)

গ্রাম্য পশু ঘাতীর

অরণ্য পশুঘাতীর

(বিবাদরত্নাকরধৃত বিষ্ণু বচন)

গোকুনায়ী, দেবপশু, উল্লা, বৃকরুযদ্বারা বাহন করিলে

উহানিগকে বধ করিলে

(বিবাদরত্নাকরধৃত, মনু বচন)

শ্রাস্ত ক্ষুধার্ত তৃষিৎ বুধ দ্বারা বাহন করিলে

(বিবাদরত্নাকরধৃত, কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি বচন)

শূলী ও দংষ্ট্রীকে পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত করিলে তাহারা

বদি মারা যায় (কোটিল্য ৪।১৩)

অর্থদণ্ড শারীরদণ্ড

মধ্যমসাসির্ষ্য

দণ্ড

পণ দণ্ড

পণ দণ্ড

কুর্কসাহস ষাঁৎ

৫০ পণ দণ্ড ।

উত্তমসাহস অর্ধ ৭

১০০ পণ দণ্ড ।

পূর্কসাহস দণ্ড

মৃতপশুর দণ্ড

মত্তব

(৫) সারথি কৃত প্রাণিহিংসা—অপর্যাপ্ত	অর্থদণ্ড	শাস্তিরদণ্ড	মতবা
অনবধানতা ব্যতিরেকে বলীবর্দ্ধাদির নাসারজ্ঞ জ্ঞেদন,			
যুগকণ্ঠ ভগ্ন, বাধা প্রাপ্ত হইয়া বক্রভাবে বিরুদ্ধমুখে গমন,			
অকৃতঙ্গ, চক্রভঙ্গ, যোক্ত ও বশি ছিন্ন হেতু, বা *			
সারথি "সরে যাও সরে যাও" বলিলেও যদি			
প্রাণি হিংসা হয় তাহা হইলে	দণ্ডাতাব		
যেখানে সারথির অকৌশল হেতু প্রাণি হিংসা হয়			
সেখানে অশিক্ষিত সারথি নিয়োগ অঙ্গ যান স্বামীর	২০০ পণ দণ্ড		
এবং যানারূঢ় প্রত্যেক ব্যক্তির	১০০ পণ দণ্ড		
কিন্তু সারথি যদি শিক্ষিত হইয়াও অনবধানতা হেতু			
প্রাণি হিংসা করে তাহা হইলে সারথির	২০০ পণ দণ্ড		
সারথি অনবধান হেতু মনুষ্য মারিলে	উত্তম সাহসদণ্ড		
” ” ”	৫০০ পণ দণ্ড		
” ” ”	২০০ পণ দণ্ড		
কুত্র গোপআদি মারণে			

পরিশিষ্ট

দণ্ডপাক্ষ্য—অপরোধ

মন্তব্য

শারীরলগ্ন

অর্থদণ্ড

সারথি অনবধান হেতু রুক্মিণ্যংগমাদি শুক্ল মুগপক্ষী মারিলে	৫০ পণ দণ্ড
” ” গর্দভ ছাগ যেষ শ্রুতি মারিলে	৫ রৌপ্যমাসক
” ” কুকুর শূকর মারিলে	১ রৌপ্যমাসক

(মন্তু ৮।২২১-২২৮। কোটিল্য ৪।১৩)

সারথি নাবালক হইলে, যানস্থ স্বামীর দণ্ড হইবে।
 যদি যানের স্বামী না থাকে তাহা হইলে যানাক্রান্ত ব্যক্তির
 দণ্ড হইবে। সারথি সাবালক হইলে তাহার দণ্ড হইবে।
 বাল্যধিক্তি যানে যদি কোন (প্রাপ্ত ব্যবহার) পুঙ্খ না থাকে
 তাহা হইলে রাজা ঐ যান হরণ করিবেন।

(কোটিল্য ৪।১৩)

(৬) নবহত্যা।

মন্তব্যমারণে

বধদণ্ড (প্রাণান্তিক)

(বধে বধঃ কোটিল্যে ৪।১১)

নরহত্যা—অপরোধ

কলহে মাহুষ মারিলে

কলহে আহত মনুষ্য সপ্তরাত্রির মধ্যে মরিলে আঘাতকারীর

"	"	"	একপক্ষের	"	"	"	উত্তমসাহ
"	"	"	একমাসের	"	"	"	পণ দণ্ড

(কোটিলীয়ে ৪।১১)

বলপূর্বক বধ করিলে

(বাংলাবঙ্গ ২।২৭৪)

সাক্ষাৎ বধকারীর

(বিবাদবন্ধাকপ্রথিত কাত্যায়ন বচন)

মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতৃ আচার্য্য তপন্যো যাতকের

অর্থদণ্ড

শাস্তি:

ঘাত ষাৎ

বহুগাংদায়ক বধ)

শুদ্ধবধ (অর্থাৎ ফাঁসি

প্রভৃতি দ্বারা লিঙ্গ বধ)

মন্তব্য

শুলে আরোপ

চিত্র দণ্ড

চন্দ্র ও মন্তক মহন পূর্বক

নবহত	অপর	অর্থদণ্ড	গৌরদণ্ড	মন্তব্য
বৈজ্ঞবধে	ব্রাহ্মণের	গোশত এব	টি বুধ	
শূদ্রবা	"	দশটি গরু		
		এবং ১টি বুধ		
জীবধে		ঐ		
আত্রেয়ী জী:		ত্রিষ ব ৯ দ		
হংসারী ক্ষুদ্র প		শূদ্র বধবৎসঙ		
(বিব ক র ধ রনবচন সাহসতর				
ব্রহ্মহত্য: করিল ব্রাহ্মণের				ল' টে কবকা অঙ্কন
(মহু ২ ২৩৭, ২৪				দেশ হইতে
				নে বঁসন
ঐরূপ স্থলে অপরাধী ব্রাহ্মণ যদি প্রাশ্চিত্ত করে				
তাঁহা হইলে ত হার				
মহু ২২৫			উক্তসাহসদ	

(৭) প্রবাহিংসা	অর্থদণ্ড	শাস্তিরদণ্ড	তথ্য
পরের কুড়া অর্থাৎ দেওয়ান মুলগান দ্বারা			
আমৃত করণে, বিদারণ করণে			
দ্বিধাকরণে ও অবপাতনে—যথাক্রমে	৫ পণ, ১০ পণ, ২০		
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২২৩, কোটিলীয়ে ৩।১৯)	পণ ও ৩৫ পণ দণ্ড।		
ক্ষুদ্র দ্রব্য হিংসা করিলে		উক্ত দ্রব্যের মূল্যসম দণ্ড।	
ক্ষুদ্র দ্রব্য নষ্ট করিলে		উক্ত দ্রব্যের মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড	
:(বহুমূল্য) বস্ত্র, আভরণ, হিংগাদি নষ্ট করিলে		পূর্বসাহস দণ্ড।	
(কোটিলীয়ে ৩।১৯)			
বটাদি বৃক্ষের শাখাচ্ছেদনে	২০ পণ		
” ” ক্ষকছেদনে	৪০ পণ		
” ” সমূহচ্ছেদনে	৮০ পণ		
উপকীৰ্য্য আত্মাদি বৃক্ষ হরণেও	ক্রুরপ দণ্ড		
চৈত্যা, শ্মশান, সীমা, পুণ্যস্থান, সুরাগরে, বৃক্ষচ্ছেদনে	দ্বিগুণ দণ্ড		

অব্যাহংসা

শ' ব্রহ্মণ্ড

মন্তব্য

ব্রাহ্মণের বৃক্ষচ্ছেদনে---

(ব্রাহ্মবক্ষ্য ২।২২৭-২২৯। কোটিলীয়ে ৩।১৯)

বিবাদরত্নাকরধৃত বিজুবচন।

দুঃখজনক কটকাদি পরগৃহে নিক্ষেপ করিলে

প্রাণহর বিষসর্পিদি

" " "

(ব্রাহ্মবক্ষ্য ২।২২৪. কোটিলীয়ে ৩।১৯)

মর্কট অশ্ব কুকুর বা পুত্রকৃত দণ্ডপাক্ষ্যাদি অপরাধে

ঐ পশুস্বামী বা পিতা যদি তাহাদিগকে অপরাধ করিতে

প্রবৃত্ত বা উত্তেজিত না করিয়া থাকেন তাহা হইলে

দণ্ডাই হইতেন না। (নারদ ৮।৩২)

দণ্ডপাক্ষ্যাদি অপরাধ করিতে প্রবৃত্ত পক্ষী বা শৃঙ্গীকে

যদি সমর্থপশুস্বামী ঐরূপ পক্ষী বা শৃঙ্গীকে নিবারণ না

করে তাহা হইলে ঐরূপ পশুস্বামীর—

পূর্ব সাহস দণ্ড

১৬ পণ দণ্ড

মধ্যম সাহস

দ্বিগুণ দণ্ড

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শাস্তিরদণ্ড
এবং যদি “ভোক্তার পণ্ডিতকে নিবৃত্ত কর” এইরূপে বিক্রীত হইয়াৎ যদি সমর্থ পণ্ডিত্যমী ঐরূপ পণ্ডিতকে নিবৃত্ত না করে তাহা হইলে পণ্ডিত্যমী		মধ্যম সাহস দণ্ড
(কোটিচিহ্ন ৪১৩ বিবাদবন্ধাকরিত যাজ্ঞবল্ক্য)		
(১) স্তম্ভ অপ্রকাশিতকরদণ্ড :—		
অল্পমূল্য হেতু ভাণ্ড চর্চা শাস্ত্র মূল তুণ পুষ্ণ লুড় লবণ তৈল, চোরিত দ্রব্যের প্ৰকাশ মন্ত আনিযাদি দ্রব্যান্তেয়ে—	মূল্যেয় ৫ গুণ দণ্ড।	
(নারদ পরিশিষ্ট ২২-২৪)		
মন্তমেত্রে ঐরূপ অল্পমূল্য দ্রব্যাদি স্তম্ভে—	চোরিত দ্রব্যের	
কিন্তু যদি স্বামী ঐসকল দ্রব্য কার্যার্থে জোগাড় করিয়া থাকে, মূল্যেয় ২ গুণদণ্ড।		
এবং তদবস্থায় চুরি যাম্ভ তাহা হইলে চোরের—	১০০ গুণ দণ্ড।	
(মন্ত ৮৩২৬-৩২৯। বিবাদ বন্ধাকরিত মন্তবিষ্ণু বচন, ব্যাসবচন)		

শ্রেয় অপরাধ	অর্থদণ্ড	শাস্তিমত	মতব্য
এই সকল অল্পমূল্যে অব্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মূল্যে অব্যাপহারে— (নারদ পরিশিষ্ট ২৫)	চোরিত দ্রব্যের ৮ গুণ দণ্ড।	বধদণ্ড (ভাঙনাদি)	
দশকুন্তের অধিক ধাতু চুরি করিলে উহার স্থান পরিমিত ধাতুচুরি করিলে (নারদ পরিশিষ্ট-২৬) মনু ৮।৩২০)	চোরিত ধাতুর ১১ গুণ দণ্ড		
শতপল পরিমিতের অধিকমুদ্রণ, রজত, মুখ্যরত্ন ও বহুমূল্য বস্ত্রস্বত্রে— (মনু ৮।৩২১। নারদ পরিশিষ্ট-২৭)		বধদণ্ড (ভাঙনাদি)	
পঞ্চাশতের অধিক ঐরূপ অব্যাপহারে পঞ্চাশৎ বা তাহার স্থান ঐরূপ অব্যাপহারে (মনু ৮।৩২২।)	চোরিত দ্রব্যের মূল্যের ১১ গুণ দণ্ড।	হস্তক্ষেপন	
পুরুষ অপহরণ করিলে—	উত্তম সাহস।		

অপরাধ

শ্রী অপহরণ করিলে

কথা " "

(নারদ পরিশিষ্ট-২৮)

কুলীন পুরুষ বা নারী অপহরণ করিলে

(মন্ত্র ৮.৩২৩)

অর্থদণ্ড

সর্বত্র দণ্ড

শাস্তিরদণ্ড

মন্তব্য

বধদণ্ড

বধদণ্ড (কটগ্রিয়ারা দহন,
বিবাহরত্নাকরধৃত বৃহস্পতি
বচন অথবা হস্তপদ ছেদন
করিয়া চতুর্দিকে স্থাপন,
বিবাহ রত্নাকরধৃত ব্যাস
বচন।

(১) অশ্রকাল তক্ষর দণ্ড

কুলীন শ্রী অপহরণ করিলে

(বিবাহ রত্নাকরধৃত ব্যসবচন)

(অনবরুদ্ধ) মহাপণ্ড অপহরণে

উত্তমসাহস

লৌহশয়নে কটগ্রিতে দহন

পরিশিষ্ট

স্তম্ভ	অর্থদণ্ড	শাস্তিরদণ্ড
" মধ্যপণ্ড "	মধ্যমসপ্তহস	
" ক্ষুদ্রপণ্ড "	পূর্কসাহস	
(নারদ পরিশিষ্ট ২২)		শূলদণ্ড
বিশিষ্ট স্তম্ভ কুঞ্জর অপহরণে		একহস্ত ও একপাদ ছেদন
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৭৩ মনু ৯।৩৮০)		
(অবকল) গো অথ উষ্ট্র গজ স্তম্ভে		
(বিবাদরত্না করধৃত বিষ্ণুবচন)		
চুরি করিয়া চোর যদি অস্বীকার করে		চতুর্গণ দণ্ড
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৩০)		
কুপসন্নীগে রজ্জু, ঘট চুরি করিলে		
পানীয় গৃহ ভঙ্গ করিলে		
(মনু ৮।৩১৯)		১ মাষা সোনা দণ্ড
শত্রু ও ঐষধ চুরি করিলে		অঙ্গুলেদাদি দণ্ড

শ্রেয়—অপরাধ

ব্রাহ্মণ অধমিক গরু হরণে

যাগার্থ পশু হরণে

(মনু ৮/৩২৪-৩২৫)

পরিপূত (পূলকানি নিঃসরণে পরিপূত) খাত্তাদি

শাকমূলাদি হরণে সৰ্বস্বী চৌরের

নিঃসম্পর্কীয় চৌরের

(মনু ৮/৩৩১)

অব্রাহ্মণ (ক্ষত্রিয়াদি) ব্রাহ্মণের যজ্ঞীয় কাষ্ঠ তৃণ পুষ্প ফল

মূলাদি বলপূর্বক বা অজ্ঞাতে অপহরণ করিলে

(বিবাদদায়ক রথুত শাস্তিনিষতন)

(১) অগ্রকাশ তক্ষর দণ্ড

রাষ্ট্রার কোষ অপহরণ করিলে

(মনু ৯/২৭৫)

অর্থদণ্ড শাস্তিরদণ্ড

অর্দ্ধপাদ ছেদন

ঐ

পণ দণ্ড

পণ দণ্ড

হস্তছেদাদি বধদণ্ড

করচরণছেদাদি বধদণ্ড

স্তম্ভ—অপরাধ

এস্থি ভেদকের প্রথমবার অপরাধে

দ্বিতীয়বার ”

তৃতীয়বার ”

(মনু ৯।২৭০

যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৭৪)

রাত্রিতে সন্ধিচ্ছেদ করিয়া চুরি করিলে

(মনু ৯।২৭৬, বিবাদরজ্জাকরধৃত ব্যাসবচন)

পাহাড়ের (Highway robber)

(বিবাদরজ্জাকরধৃত বৃহস্পতি বচন)

কর্ষণার্থ হস্তকুন্দালাদি কর্ষণসময়ে অপহরণ করিলে

(বিবাদরজ্জাকরধৃত শঙ্খলিখিত বচন মনু ৯।২৯২)

রথের একটি চক্র অপহরণ করিলে

অর্থদণ্ড

শাস্তীয়দণ্ড

অশ্রুষ্ঠ ও তর্জনীচ্ছেদ

হস্তচরণ ক্ষেদ

বধদণ্ড

করব্বর ছেদন করিয়া শূলে

আরোপণ

ফাঁসি

১০৮ গণ দণ্ড

৪০ গণ দণ্ড

পরিশিষ্ট

শারীরদণ্ড

অর্থদণ্ড

স্তম্ভ—অপরাধ

১৮০ পণ দণ্ড

শকট অপহরণ কারলে

(বিধায়িত্ত্বাকরম্বত শঙ্খালিখিত বচন

ব্রাহ্মণের ৮০ রতি পরিমিত স্তবর্ণপহারী মুক্তকেশে মুঘল

এবং তীক্ষ্ণ নৌহয় শক্তি লইয়া রাজার নিকট গমনকরতঃ

অপরাধ স্বীকার করিবে—

রাজা নিরপেক্ষভাবে
একবার মুঘল প্রহার
করিবেন অপরাধী
মরিলে বা বাঁচিলেও
তাহার চৌর্য্যাপরাধ
ইহাতে মুক্তি হইবে।
(মন্ত ৮।৩।১৪-৩১৬

গোতমধর্ম্মহত্ব

১২।৪০-১১)

চারবৎ দণ্ড

নিষ্ক্রেপ প্রত্যর্পণ না করিলে বা নিষ্ক্রেপ না করিয়া মিথ্যা

নিষ্ক্রেপ প্রার্থনা করিলে—

মন্ত ৮।১২১

সুত্র

(২) প্রকাশ তত্ত্ব দণ্ডঃ—

কুট মান বা তুলা দ্বারা ধাতুদির অষ্টমাংশ

অপহরণ করিলে—

(ষাঞ্জবাক্য ২।২৪৫, বিবাদ রত্নাকরধৃত

কাত্যায়ন বচন)

ঔষ-ঔষ্য স্তুতাদি লবণ গন্ধ ধাতু শুড়াদিতে

হীন বা অসার ঔষ্য নিষ্কাশন করিলে—

(ষাঞ্জবাক্য ২।২৩৫)

যাহা বীজ নয় সে ঔষ্যকে বীজ বলিয়া

বিক্রয় করিলে—

(মানু ৯।২৯১)

সমান মূল্য লইয়া নানা পুরুষকে উৎকৃষ্ট

অপকৃষ্ট বিষম ঔষ্য বিক্রয় করে অথবা

অর্থদণ্ড

শারীর দণ্ড

২০০ পণ দণ্ড

১৬ পণ দণ্ড

কর্ণ নাসাদিচ্ছেদরূপ

বধ দণ্ড

পরিশিষ্ট

রায়দণ্ড

অৰ্ঘদণ্ড

স্তম্ভ—অপরাধ

একই দ্রব্য বিভিন্ন মূল্যে নানা পুরুষকে

বিক্রয় করে—তাহার—

(মহু ৯২৮৭)

পাচ্ছন্নদোষ দ্রব্য মিশ্রণ করিয়া বা পুরাতন

দ্রব্য পুনঃ সংস্কার করতঃ নূতন বলিয়া

বিক্রয় করিলে—

(বিবাদ রত্নাকরমুত বৃহৎপতিবচন)

মূল্যের বিশৃঙ্খণ

দণ্ড

স্তম্ভ

(২) প্রকাশতত্ত্ব দণ্ড :—

মৃত্তিকা মণি অয়ঃ কাষ্ঠ বস্ত্রাদি অল্পমূল্য দ্রব্য

বহুমূল্য উৎকৃষ্ট জাতীয় দ্রব্য সদৃশ করিলে (বহুমূল্যে

বিক্রমার্থ) —

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৪৬)

বিক্রম পদার্থের

মূল্যের অষ্টাংশ দণ্ড

অপরাধ—

অর্থদণ্ড শাস্তিরদণ্ড

আয়ুর্বেদশাস্ত্রানুগিত্ত্ব অর্থাৎ যে ব্যক্তি চিকিৎসক নহ
সে যদি তির্ষাকজ্বাতির মত্ব্যের বা রাজপুরুষাদি উক্তম
পুরুষের চিকিৎসা করে তাহার —
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৪২ বিবাদয়ত্নাকরধৃত বিজুবচন)

যথাক্রমে পূর্বসাহস
মধ্যমসাহস ও উত্তম-
সাহস দণ্ড।

অস্ত্রায়বদৌ সত্য উৎকোচকৌবৌ এবং বিশ্বাসঘাতক
বধকেয়—

নির্কাসন মণ্ড

(বিবাদয়ত্নাকরধৃত বৃহস্পতিবচন, যাজ্ঞবল্ক্য-১।৩৩৯)

তুলা, শাসন (দণ্ডাজ্ঞা), দান (শ্রমদ্রোণাদি) নাপক (মুদ্রা)
এই সকল দ্রব্য বাহ্যাবা জাল করে বা ঐরূপ জালিয়াতের
সহিত বাহ্যাবা ব্যবহার করে তাহাদের—

উত্তম সাহস দণ্ড

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৪০)

কুটমুদ্রাকে ভালমুদ্রা বা ভালমুদ্রাকে কুটমুদ্রা বলিবে—

উত্তম সাহস দণ্ড

অপরাধ

কুট বর্ণ ব্যবহারী ও বিকৃত মাংস বিক্রয়ী

(বিবাদ রত্নাকরযুত কাত্যায়ন বচন)

কুট স্তব্ধকায় বারে বারে অপরাধ করিলে

(মহু ২।২৯২।

বিবাদ রত্নাকরযুত ব্যাখ্যান)

অর্থদণ্ড শরীরদণ্ড

ভিত্তম সাহস দণ্ড এবং অজ্ঞেয় দণ্ড

কুরদ্বারা শরীর দণ্ড

থণ্ড ছেদন।

সংস্কার

(২) প্রকাশ তত্ত্ব দণ্ড :—

শুদ্ধস্থান পরিত্যাগ বা পরিহার করিয়া রাত্রিকাল শোভিত

অঙ্গমণ্ডে ক্রম বিক্রম করিলে বা শুদ্ধাঙ্গ দ্রব্যের মিথ্যা পরিমাণ

বলিলে (শুদ্ধ ফাঁকি দিবার মতলাবে) —

•

(বিবাদরত্নাকরযুত মহু ও নারদ। যাক্তব্রহ্ম ২।২৬২)

উক্ত ক্রীত বা

বিক্রীত দ্রব্যের

মূল্যের অষ্টগুণ

দণ্ড।

পরিশিষ্ট

অপরাধ

অর্থদণ্ড

শাস্তিরদণ্ড

মন্তব্য

ঐক্যপ বাণে বাণে শুক্কাণ পরিহার করিল
(বিবাদরক্ষাকরদ্রুত বিফুবচন)

সর্বদশগু হলে ও
জীবিকার উপকরণ
(বথা বেস্তার অলকার
শাস্ত্রজীবীর শাস্ত্র
ইত্যাদি) রাজা হরণ
করিতে পারিতেন না
(নামদ ১৯১১১)

কুটাক মেবৌ—(অর্থ১২ কুট পাশা ক্রীড়া করিয়া যে বধনা
করে)—তাহার

সচিব করিয়া

(অর্থ১২ খণদাদি

(যাজবক্য ২১০২, বিবাদ রক্ষাকরদ্রুত বিফুবচন)

অঙ্কন করিয়া)

নির্কাসন অথবা

কর বা তর্জনী

ও অঙ্গুষ্ঠেহেদ।

পরিশিষ্ট

শাস্ত্রীরদন্ত

অর্থদণ্ড

অপরাধ

তন্তুবায় দশপলপরিমিত কাপাসসূত্র লইয়া একাদশপল ওজন
বস্ত্র দিবে অত্রথা তাহার—

১২ পণ দণ্ড

মন্ত্ৰ ৮.৩৯৭

রজক পরের বস্ত্র পরিধান করিলে—

৩ পণ দণ্ড

রজক পরের বস্ত্র বিক্রয় জাড়া বন্ধক বা মুহুরকে পরিধান
করিতে দিলে—

১০ পণ দণ্ড

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৩৮)

দ্বিতী সংগ্রহ

এই অপরাধ বিষয়ে দণ্ড সকল গ্রন্থ মধ্যে সবিস্তর লিখিত
হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুক্তি নিম্নয়োজন।

সাহস :-

সাহস নামক কোন অপরাধের পৃথক শ্রেণী ছিল না।
মহুয়াসারণ, স্তেয়, পরদারভিঘ্নন, বাক্যপাক্ষ্য বা দণ্ড-

অপরাধ

অর্থদত্ত শারীরদত্ত

পাক্ষিক্য অপরাধ বৰ্পূৰ্বেক সাধিত হইলে তাহা সাহস
কাপরাধ মধ্যে পরিগণিত হইত। এ বিষয়ে প্রমাণ নারদ-
স্মৃতিতে সাহসদগ্ধকরণ দ্রষ্টব্য। অতএব এসম্বন্ধকমে
পূৰ্বেই সাহসে দণ্ড সকল উক্ত হইয়াছে। বিবাদরত্নাকর
প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অপরাধ
সাহস প্রকরণে উল্লিখিত করায় নিম্নে কতকগুলি দণ্ডহীন
প্রদর্শিত হইল :

সেতুভঙ্গকারিয়া সাধারণের মানপানার্থ তড়াগ ভেদকের
(মহা ৯২৭৯)

উত্তমসাহস দণ্ড
এবং উক্ত তড়াগ

প্রতিসংস্কার করিয়া

দিবে অথবা শুদ্ধ বধদণ্ড।

সেতুভঙ্গকারীর

বধদণ্ড।

(বিবাদরত্নাকরদ্বিতীয় বিমুক্তন)

পারিশিষ্ট

অপরোধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	দেশ হইতে নির্বাসন।
গৃহ ও পুরাদির প্রাকার ভেদার, পরিখার পুরক এবং দার ভেদার (মন্ত ৯।২৮৯)			
রাজার ধাত্তাদি, ধনাগার, আয়ুধাগার ও দেবতাগৃহ ভেদকের এবং রাতার হস্তী, অশ্ব ও রথ হরণকারীর (মন্ত ৯।২৮০)			বধ দণ্ড
সাঁকো, রাজকীয় ধ্বজাদি এবং দেবপ্রতিমা ভেদকের (মন্ত ৯।২৮৫)		৫০০ পণদণ্ড	
আরাম (রাজরক্ষিত উপবন) এবং নিপান (গরু প্রভৃতির জন্তু তলপান, র্ধ কুপ-দমীপস্থ জলাধার) ভঙ্গ করিলে তাহার (বিবাদরত্নাকরধৃত শঙ্খালিখিত) ক্ষেত্র, বেষ্ম, গ্রাম, বনাদি দাহকের (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৮২)		৮০০ পণদণ্ড	

কটামিতে দাহদণ্ড

অপরোধ

অর্থদণ্ড

রদণ্ড

বিষদাটো, অগ্নিদাত্তী, পুরস্বী এবং সেতুভেদকারী জ্বীলোক
যদি অগ্নিভী হই তাহা হইলে তাহার
(যাজ্ঞবল্ক্য ২.২৭৮)

মৃতবাক্তির অঙ্গসংলগ্ন বস্ত্রাদি বিক্রেতার, পিত্তাদি গুরু
তাড়নাকারী, এবং রাজ্যাবধান ও আসনে আরোহনকারীর ১০৮০ গণ্ড

(যাজ্ঞবল্ক্য ২.৩০৩)

শূদ্র যদি যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ পূর্বক বিপ্রভাবে জীবন
যাপন করে তাহা হইলে তাহার

৮০০ গণদণ্ড

(যাজ্ঞবল্ক্য ২.৩০৪)

সাহস

রাজকুলে প্রযত্ন নয় এমন ব্যক্তি যদি রাজ্য কামনা করে

তাহার—

(বিবাদ রত্নাকরধৃত বিয়ু)

বধদণ্ড

শিলাবদ্ধ করিয়া
জলে নি ন
পূর্বক বধদণ্ড

পরিশিষ্ট

অপরোধ	অর্থদণ্ড	শাস্তিরদণ্ড
হুটশাসন প্রয়োগে, রাজশাসন প্রতিবেদে এবং কুট তুলামান প্রতিমান ব্যবহারে অপরাধীর—		অজ্ঞচেহনাদি বধদণ্ড
‘বিবাদ রত্নাকর’ শত লিখিত)		
রাজশাসন নূন বা অধিক করিয়া যে জাল করে এবং যে পারিবারিক ও চৌরকে রাজার নিকট সমর্পণ না করিয়া ছাড়িয়া দেয় তাহার—	১০৮০ পণ দণ্ড	
(যাজ্ঞবল্ক্য ১।২৯৫)		
লেখ্য বা মুদ্রা জাল করিয়া যে কার্য সাধন করে তাহার—	১০৮০ পণ দণ্ড	
(বিবাদ রত্নাকর শত কাব্যানন)		বধদণ্ড
সৈন্তাদি রাজ্য প্রকৃতিকে যে দুর্ব্বিত করে তাহার—		
(বিবাদ রত্নাকর শত বিষ্ণু। মনু ৯।২৩২)		
রাজপুরুষ উৎকোচ লইয়া ধনগর্বে কার্যার্থীর কার্য নষ্ট করিলে (মনু ৯।২৩১) —		সর্বদ

অপরাধ

রক্ষাকার্যে নিযুক্ত পুরুষ এবং সামন্ত (সীমান্তার) যদি চৌর্যোগদেশে লুণ্ঠন হয় তাহা হইলে তাহাদের চোরবৎ দণ্ড

(মহু ৯।২৬২)

(অবৈধভাবে) স্ত্রীলোক বা পুরুষকে বলপূর্বক বাধিয়া রাখিলে বা ভায়াগুসারে) আবদ্ধ স্ত্রীলোক ও পুরুষকে বলপূর্বক মুক্তি দিলে—

(কৌটিল্য ৩।১৭ অঃ যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৪৩)

অশতিত পিতামাতা পত্নী ও পুত্রকে তাগ করিলে—

(মহু ৮।৩৮২)

যদি রাজনিযুক্ত পুরুষ দণ্ডাই ব্যক্তিকে (অন্য পুরুষ) মুক্তি দেয় বা নির্দিষ্ট অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড দেয় তাহা হইলে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড (বিবাদ যত্নাকরমত বিমু) নিতাপুত্র বিরোধে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় তাহার—

৫০০ হইতে

১০০০ পণ দণ্ড

৬০০ পণ দণ্ড

৩ পণ দণ্ড

পরিচি

অপরাধ শাস্তি

অপরাধ

যে ব্যক্তি পিতাপুত্র মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করে তাহার (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৩২)	২৪ পদ্য
ব্রাহ্মণকে বলপূর্ব্বক অভক্ষ্য বা অপেয় খাওয়াইলে	উক্তমসাহস দণ্ড
কৃত্রিমকে ঐরূপ খাওয়াইলে	মধ্যমসাহস
বৈশ্বক	পূর্ব্বসাহস
শূদ্রকে	৫৫ পদ্য দণ্ড
(কৌটিল্য ৪।১৩, যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৩৬)	
দিবাভাগে পরগৃহে বলপূর্ব্বক অনধিকার প্রবেশ করিলে	পূর্ব্বসাহস দণ্ড
রাত্রিকালে ঐরূপ প্রবেশ করিলে	মধ্যমসাহস
দিবসে বা রাত্রিতে সশস্ত্র প্রবেশ করিলে (কৌটিল্য ৪।১৩)	উক্তমসাহস দণ্ড

দ্যুতসম্বন্ধে—

রাজাহুমোদিত বা রাজ প্রতিষ্ঠিত দ্যুতশালা ব্যতীত অন্ত্র
দ্যুতক্রীড়া করিলে (কৌটিল্য ৩।২০)

১২ পদ্য

অপরাধ

কুটাক দ্বারা দ্যুতকীড়া করিলে

অর্থদণ্ড শারীরদণ্ড

পূর্বসাহস দণ্ড

এবং ক্রিতদ্রব্যের

প্রত্যাপণ।

উপধি বা ছলপূর্বক খেলিলে

(কৌটিল্য ৩২০)

যাজ্ঞবল্ক্য মতে কুটাক দ্বারা এবং উপধি পূর্বক বাহারা

দ্যুতকীড়া করে তাহাদের—

বিষ্ণুমতে দ্যুতে কুটাক ক্রীড়কের

উপধি ক্রীড়কের

(বিবাদরত্নাকরমুত বিষ্ণুবচন)

অক্ষভূমিতে হস্তলাঘবানি দোষ নিষেধ না করিলে সত্যিকের

সমাহবয় বা সপণ প্রাণিবোধন স্থলেও পূর্বকৌতু নীতি ছিল

(কৌটিল্য ৩২০)

সচিব নির্কাসন।

করছেন।

সঙ্গশছেন।

দ্বিগুণ দণ্ড

পরিশিষ্ট

শারীরদণ্ড

অর্থদণ্ড

অপরাধ

পত্যস্বাত এবং অস্বিপাল বিবাদ

খর, উষ্ট্র ও মহিষ কৃত শস্তবাতে

পক্ষ " " "

ছাগল ও মেঘ " " "

যদি শস্ত খাইয়া ক্ষেত্রাদিতে পশু উপবিষ্ট থাকে তাহা

হইলে যথাক্রমে

(যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৫২, ১৬০)

পশুপালক থাকিলে পালকই দণ্ড দিবে। ভালক না

থাকিলে পশু স্বামী দণ্ড দিবে।

(বিবাদরত্নাকরধৃত বিষ্ণুবচন)

শ্রত্যাক চারক অর্থাৎ ক্ষেত্রস্বামীর সমক্ষে বলপূর্বক পশুস্বারা

শস্ত্র খাওয়াইলে চোরবৎ দণ্ড। (নারদ ১৪।৩৪) পালকের

দোষে শস্ত্র নষ্ট করিলে পালকেরই দণ্ড হইবে। (নারদ

৮ মাঘ দণ্ড

৪ "

২ "

দ্বিগুণ দণ্ড

পরিশিষ্ট

অপরোধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড	মৃত্যু
১৫।৩৫) অনাবৃত ক্ষেত্রের শস্ত নষ্ট করিলে কোন অপরাধ বা দণ্ড ছিল না। (নারদ ১৪।৩০)			
ক্ষেত্রের সমুদয় শস্ত নষ্ট করিলে বা সমূল শস্তঘাতে পালকের—		তাড়নাদি বধদণ্ড	
এবং পশুহানীর—	অর্থ দণ্ড		
(বাজবল্য ২।২৩২, নারদ ১৪।২৩)			
অব, হতী, আগন্তুক, দ্রুতিকা, যুগ্মহী রুমা প্রভৃতি গরু, উৎকৃষ্টবৃষ ইহারা শস্ত নষ্ট করিলে কোন অপরাধ বা দণ্ড ছিল না। (নারদ ১৪।৩২, ৩৩)	১৩৫ পণ দণ্ড		কোটিলা মতে মিথ্যাসাক্ষে ঐরূপ গুরু অর্থ মওর বিধান ছিল না।
পালকের মোবে পশু বিনষ্ট হইলে পালকের (বাজবল্য ২।১৩৫)			
প্রকীর্ত (miscellaneous)			
মিথ্যাসাক্ষ			

পরিশিষ্ট

অপরাধ	অর্থদণ্ড	শারীরদণ্ড
সাক্ষী হইয়া যে সাক্ষ্য অগত্বে করে তাহার— (বক্তব্য ২।৮২)	বিবাদ পরাজয়ে যে দণ্ড তাহার ৮ গুণ দণ্ড ।	দেয় হইতে নির্কাসন ।
ঐক্লপ অগত্বে আক্রমণ		
কৃত্যাদির উপকারক জলমার্গ রোধ করিলে— ক্ষুদ্র পণ্ড বা মনুষ্যপথ রোধ করিলে মহাপণ্ড পথ রোধ করিলে— হস্তি পথ ও ক্ষেত্র পথ রোধ করিলে দ্রশ্যন ও গ্রাম পথ রোধ করিলে (কোচিনা ৩।১০) রাজস্বমতি (license) বিলা লবণ ঈশ্বরায়ী করিলে (কোচিনা ২।১২)	২৫০ পণ দণ্ড । ১২ পণ দণ্ড ২৪ পণ ৫৪ পণ ২০০ পণ উত্তমসাহস	

অপরাধ

শিশির, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে একবারে; অধিক গো মোহন

করিলে (কোটিলা ২।১২) —

রাস্তাকীর্ণ মুদ্রা (Passport) বিনা জনপদ হইতে জনপদান্তর

গমন করিলে—

(কোটিলা ২।৩৪)

১২ পণ দণ্ড

অর্থদণ্ড

শাস্তিরদণ্ড

মৃত্যু

অমৃত্যু

একরূপ মুদ্রা-
বিধি কোটিলায়
পন্নবর্গী কালে
প্রচলিত ছিল না
ইহা অনুমান হয়
কারণ কোন
সাহিত্য বা পুস্তক-
গ্রন্থে এই নিয়ম
পরিদৃষ্ট হয় না।

গৃহে অগ্নি লাগিলে প্রতিবাসী গৃহস্থানী তাহা নিক্ষেপনার্থে

ধাবিত না হইলে

১২ পণ দণ্ড

অপরাধ অর্থদণ্ড শাস্তিরদণ্ড

রথ্যাতে (রাস্তাতে) ময়লা নিক্ষেপ করিলে ১ পণ
 বথ্যাতে পঙ্ক ও উদ্দক নিরোধ অর্থাৎ জমা করিলে ২ পণ
 রাজমার্গে (king's highway) ঐরূপ অপরাধ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড ।
 উদ্দকস্থানাদিতে বিষ্ঠাত্যাগ করিলে ১ পণ বা

তদধিকদণ্ড ।

মৃত্যুত্যাগে অর্থদণ্ড ।

১২ পণ দণ্ড

শ্রাশান ব্যতীত অন্ত্র কবর দিলে বা শবদাহ করিলে

(কেটিল্য ২।৩৬)

সমাপ্ত ।

